একশো-সতেরো

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্-এ বি-এল

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

প্রকাশক—শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য দুই টাকা
দুর্গাষষ্ঠী ১৩৪৪

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একশো-সতেরো

প্রথম

এক

—বহিছ জননী এই ভারতবষে কত শত—

—আপনি বলতে পারেন মশায় ?

—যুগযুগ বাহি । করি—

—সিদ্ধ বট্ । বুঝেছেন মশায় ?—

আমি তার দিকে তাকালাম—তীব্র রুক্ষদৃষ্টি । লোকটা একটু দমে গেল । আমি ছন্দ ঠিক্ ক'রে নিয়ে আবার গাহিতে আরম্ভ করলাম ।

—করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর—

—আচ্ছা এখন জোয়ার না ভাটা ?

সে কথায় কর্ণপাত না করে আমি চালিয়ে গেলাম ।

—মিশিলে সাগর সঙ্গে—এ—এ পতি—

—আপনি পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করেন ?

এবার সে কাঁধে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে বল্লে—আপনি পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করেন ?

আমি তার দিকে ফিরে বল্লাম—করি মশায় করি। কোনো কোনো লোক যে পূর্ব্বজন্মে ছিনে জোঁক নামক জীব ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কি আর বল্‌ব মাথা মুণ্ডু।

বুঝলে কিনা জানিনা। খুব অমায়িক ভাবে বল্লে—আপনি বুঝি রাগ করেছেন ?

পাগল নাকি ? খর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। বল্লাম—মোটেই না। সাহারা মরুভূমি জানেন ?

সে বল্লে দেখেনি দেশটা তবে বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছে ঐ প্রদেশের নাম। বল্লাম না যে তার সেই কাল্‌টা এখনও চল্‌ছে এবং আশী বৎসর অবধি চলবে।

বল্লামকৃতার্থ হ'লেম। সেই সাহারার ওপর ঠিক দুপুর বেলা মিনিট চাল্লিশ দৌড়ে একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবত খেলে যেমন সুখ হয় তেমনি মোলায়েম তৃপ্তি উপভোগ কর্চ্চি তাঁর সুষ্টু আপ্যায়নে।

—তবু ভাল। আমি মনে করছিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। আপনি গান করছিলেন বুঝি।

একবার জাহ্ণবীর সচ্ছন্দ গতির দিকে দেখলাম। অদূরে মায়ের মন্দির শিবের মন্দির—পরমহংস দেবের কক্ষ-তীর্থ তিক্ত নয়ন পড়লো। তার পর নিমেষের মধ্যে গান্ধিজী, নিরুপদ্রববাদ প্রভৃতি স্মরণ করলাম। লোকটার সু-গঠিত মাংস-পেশী গুলার কার্য্য ক্ষমতা একবার আন্দাজ করলাম। যাক্‌গে কি হ'বে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে

অন্যদিকে মুখ ফেরালাম। তার বাপ মা আদব কায়দা শেখায় নি আমি কেন তার শিক্ষার গুরুভার গ্রহণ করি।

কগণ্ডা ছিনে জোঁক পূণ্য বলে দুর্লভ মানব জনম পাবার ফলে এ লোকের জন্ম হয়েছে তা বুঝলাম না।

অপরিচিত বল্লে—আজ্ঞে আপনি ডি, এল রায়ের গান গাহিতেছিলেন কেন?

এ লোক অসহযোগের বাহিরে। ভাবলাম কথা কহে একে পরাস্ত শেষে নিরস্ত ক'রে বিধ্বস্ত করব।

বল্লাম—আচ্ছা মশায় আপনি অপরিচিত। আমি ডি; এল রায়ের গান গাই কি মন্মথ মুখুজ্যের নজির মুখস্থ করি তাতে আপনার কি?

সমান উদাসীনতা। সেই অবুঝের বেচারা ভাব। তার ওপর মুষ্টু হাসি।

—আপনি কত দিন গান শিখছেন?

—বাল্যকাল থেকে। শৈশব থেকে।

তার পর সুর ক'রে গাহিলাম।

—শিশুকাল হ'তে চিরকাল আমি গান বড় ভাল বাসি।

—বাঃ! বেশ করেন। আচ্ছা ছেলেবেলায় যখন গান সাধতেন আপনার অভিভাবকেরা রাগ করতেন না।

—আজ্ঞে মোটেই না। আমরা ঘরোয়ানা গাইয়ে। নিধুবাবুর নাম শুনেছেন? রামনিধি গুপ্ত—

—তিনি বুঝি রাম-প্রসাদী গান রচনা করেছিলেন। তাঁর বংশ? আপনারা বৈদ্য?

এর পর আর কথা চলে না ' চলা উচিত হত । কি দুর্দৈব ! শান্তির বিরাম কুঞ্জ পবিত্র দক্ষিণেশ্বরের একেবারে উত্তর প্রান্তে একটু পরিষ্কার ভূমি। সেখানে বসে জাহ্নবীর তরঙ্গ-লীলা দেখছিলাম। এ পাপ কোথা থেকে এলো ! বুঝলাম—কপাল ছাড়া পথ নাই ।

এবার সে তোষামোদ আরম্ভ করলে। আমি এক মন্ত্র জপতে লাগলাম বোবার শত্রু নাই। আমার বেশ চমৎকার কণ্ঠস্বর—নিরুত্তর। গঙ্গার লহর মনের মধ্যে অনেক চিন্তার লহর তোলে—বোয়ে গেল। আমি নিরুত্তর।

এরা এমন পবিত্র স্থানকে এমন অপরিষ্কার ক'রে রাখে কেন ? —বোধ হয় আমার পিতামহের সঙ্গে পরামর্শ করে না বলে। কিন্তু সে দুর্লভ সিদ্ধান্ত মনের লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখলাম ।

আরও তোষামোদ করতে লাগলো—ইংরাজীতে যাকে বলে চরণ ধরে টানা ঠিক যে সময় আসল সত্যটা বিজলীর ঝলকের মত মনের মাঝে চিকমিকিয়ে উঠলো। লোকটা বোকা-বোকা মুখ করে বল্লে—আমার স্ত্রীকে গান শেখাবেন ?

এবার নিঃসন্দেহ হ'লাম। হ্যাঁ ডিটেক্‌টিভ বটে। বে-ওজন্ম পুলিস। তার কপালের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা রয়েছে—বি পি। দাড়ি বাপজান—টিক্‌টিকি ভায়া।

- না। কখনই না।

মৌনীর মুখে কথা ফুটেযেছে—পুলিস এবার বিজয়ী বীর।

বল্লে—কেন মশায় ?

—কেন মশায়? কারণ পরস্ত্রী সম্বন্ধে আমার অভিমত একেবারে চাণক্য পণ্ডিতের মতের কপি রাইট্ চুরি।

—মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু—তা গান শেখাতে কি হ'য়েছে?

—কি হ'য়েছে? লোকে কি মা-কে গান শেখায়? বৈদিক যুগ থেকে এই প্রগতি যুগ অবধি পর্য্যবেক্ষণ করুন দেখি কবে কে তার মা-কে গান শিখিয়েছে?

লোকটা ভাবলে। সেই হিড়িকে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বসে-ছিলাম গঙ্গার দিকে যে প্রাচীর গড়া হয়েছে তার ওপর। ভাবলাম লাফিয়ে পড়ে ছুট্‌বো না প্রাচীরের ওপর দিয়ে জোরে হেঁটে মেরে ঘাট অবধি যাব। প্রাচীরের ওপর দিয়ে ডিটেক্‌টিভ বাবু ছুটতে না-ও পারে।

সর্ব্বনাশ! সে আমার সঙ্গে ছুটলো অপ্রসস্থ প্রাচীরের উপর। সিদ্ধবটের পাদমূলে যারা বসেছিল—তাদের মধ্যে দু'টা ছেলে হাত তালি দিয়ে উঠ্‌লো।

আমি বসলাম। ডিটেক্‌টিভ বাবুও বস্‌লেন।

—আপনি সার্কাস শিখলেন কবে?

—যেদিন আপনি পুলিসে চাকুরী পেলেন ঠিক্ সেই দিন।

এতক্ষণ পরে একটা মুখতোড় জবাব হ'ল। লোকটা নির্ব্বাক্ হ'ল। কিছুক্ষণ পরে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—চিনেছেন?

বিজয় হাওয়ায় যে খেলোয়াড় না বিপক্ষের ঘাড়ে জুটো গোল চাপিয়ে রে'খ দেয় তার চরম জয়ের আশা দুরাশা।

আমি গাছিলাম—

একশো সতেরো

আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো সোনামণি
তোমায় দেখেছি লর্ড সিন্‌হা রোডে
তোমায় দেখেছি পুলিস কোর্টে
তোমায় দেখেছি লাল—বাজারে
ওগো দাদামনি।

এবার ভদ্রলোক শিশুর মত হাস্‌লে। সে বল্লে—আপনার সঙ্গীত সুধায় আকৃষ্ট হ'য়ে অনেক ভক্ত আপনার শ্রীমুখের সুধা পান করছে। চলুন প্রাচীরের ওদিকে। গানস্য গানং গতি। উত্তরে গান ফাউণ্ডারীর দিকে গিয়ে বসি। অনেক কথা আছে।

—প্রাচীরের উপর দিয়ে যাবেন না নীচে নেমে।

—নীচে বড় ময়লা। পবিত্র স্থানটিকে অপবিত্র করবার জন্যে অনেকে জোট বেঁধেছে দেখছি।—বল্লে ডিটেক্‌টিভবাবু।

—একটা ষড়যন্ত্র কেশ করে দিননা।

অগত্যা প্রাচীরের উপর দিয়েহেঁটে একেবারে বাগানের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছিলাম। বেশ নির্জ্জন নিরালা।

আমার সাহস প্রায় দুঃসাহসের গণ্ডী স্পর্শী। ঠিক শরীসৃপের মত শীতল সংযত না হ'লেও আমার স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা প্রতিরোধক ক্ষমতা অদ্ভুত। কোন দুর্ভাগ্য বশে বাসন্তী প্রভাতে জাহ্নবী তীরে ডিটেক্‌টিভে পেলে—তার কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারলাম না। আর লোকটাও বিট্‌কেল। ধরবি ধর—জেরা করবি কর। সরলতার মণিপাত্রে বচন সুধায় তুষ্ট করে দুষ্ট বিষ খাওয়াবার প্রচেষ্টা কেন? আর এই নবীন যুগে মান্ধাতা যুগের অগ্নি পরীক্ষার মত প্রাচীর পরীক্ষা

বা কেন। আমি নিরপরাধ স্থির ধীর গম্ভীর চালে এমন চললাম—যেন ছাঁদনা তলায় কিম্বা চীনের প্রাচীরের উপর বিচরণ করছি

আসল কথা অনেক বেদনা ছিল আমার তরুণ প্রাণে—নবীনের অতৃপ্তির কুম্ভীপাক। কিন্তু সেখানে কোনো পাপ ছিল না। অর্থের লোভ যশের আকাঙ্খা একবার বৈশাখী বিজলীর মত দেখা দিয়েছিল—সবুজ মনের নীল আকাশে। কিন্তু যখন বুঝলাম গুণের কদর নাই বাদী. বিসম্বাদীর মনে এবং হাকিমদের উচ্চ আসনে, তখন বারো মাস পরে—ওরে সবুজ ওরে কাল গাউনকে বাক্সবন্দী করে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ আরম্ভ করলাম। তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলতো—কলকাতার বাসাভাড়া আর একমাত্র সরকারের বেতন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতাম—অর্ডার মত বাজার থেকে মাল কিনে গ্রাহককে পাঠাতাম। কস্মিনকালে কোনো কুকাজ করিনি। আর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গারে বা ষড়যন্ত্রে আমার স্বজ্ঞানে তিন পুরুষ নির্লিপ্ত ছিল। কারণ পিতামহ ছিলেন সবজজ। পিতা ছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারীয়েটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কাজেই ডিটেক্‌টিভ্‌ পল্টনের তাড়ায় তারের ওপর ব্লণ্ডীর মত প্রভাত ভ্রমণে এমন কি স্বপ্ন চলনে স্নায়ু-সঙ্কোচের সম্ভাবনা ছিল না।

স্থির ধীর পাদবিক্ষেপে আমি দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তর প্রান্তে এসে পৌঁছিলাম—জাহ্নবী কূলের সেই প্রাচীরের পথ চ'লে—কুলু-কুলু সঙ্গীতের তালে তালে।

ভদ্রলোকটি বল্লেন—আমার নাম কপিধ্বজ দেব সিংহ চৌধুরী। মহাশয়ের নাম।

•।

—এতক্ষণ তো বেশ সুরে গাইছিলেন কপিধ্বজবাবু। আবার বেসুরো হ'চ্ছেন কেন?

—ওঃ! আপনার নাম চুণীলাল গুপ্ত! মানে হ'চ্চে ভুলও তো হ'তে পারে।

আমি বল্লাম—দেখুন রসিকতা আর সময় নষ্টের একটা সুষ্ঠু সীমা আছে। হামবাগ ছেড়ে দিয়ে পত্রপাঠ বলুন—কোন্ প্রয়োজনে আগমন হ'লো তব।

অমিতাক্ষর ছন্দে লোকটা একটু কাবু হ'ল। বল্লে—

—যা বলেছেন। স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই।

—মোটেই না। দেখুন পুলিসই হ'ন আর রসের কাট্‌পিঁপড়ে—

দু'টা কাঠপিঁপড়ে অবলীলা ক্রমে আমার বুড়ো আঙুলের ওপর প্রভাত ভ্রমণ কচ্ছিল। আমি তাদের ফুঁ দিয়ে ফেলে দিলাম। একটা ঠিক্‌রে গিয়ে চৌধুরীর কব্জী-ঘড়ির ওপর পড়লো!

—ওঃ! মাপ করবেন। ব'লে আর একটা ফুঁ দিলাম তার মনি-বন্ধ টিপ্‌ করে। কাষ্ঠপীপিলিকা অদৃশ্য হ'লো।

কপিধ্বজ বল্লে—ক্ষমা করবেন ধৃষ্টতা। আমি পুলিস নই বা বদ-রসিক নই। আপনাকে একটু জ্বালাতন করছিলাম—অপরাধ নেবেন না। মোট কথা আপনাকে আমি জানি।

আমি কিছু প্রত্যুত্তর দিলাম না। প্রচণ্ড সৌভাগ্য! তার পরিচিত লোকেদের প্রতি দরদে প্রাণ ভরে উঠ্‌লো। সর্ব্বনাশ! এই কি পরিচয়ের মাসুল!

—আপনার স্মরণ থাকতে পারে বিগত মার্চ্চ মাসে আপনি একটি

অর্ডার পান—জাপানী ছবি, চীনের ফানুষ, মালাই আনারস, বর্ম্মী টুপী, মাদ্রাজী নস্যি, কটকী চটী আর—

—বোম্বাই আম। হ্যাঁ মনে আছে।

—সে অর্ডার দিয়েছিলেন আমার পিতা—

—রাজা পরাক্রম দেব সিংহ চৌধুরী।

আমি একটু বিস্ময়ে তার দিকে চাহিলাম। অজ্ঞাতে মুখ থেকে কথাটা বার হ'ল—রাজ-পুত্তুর!

সে অপরাধ নিলে না। আমি বল্লাম—বুঝেছি কুমার বাহাদুর। আপনার নির্দ্দোষ আমোদ আমার সহন-শক্তি পরীক্ষা করা। অন্য কোনো লোক হ'লে অমন ফরমাস প্রত্যাখ্যান কর্ত্ত।

—ঠিক কথা। রাজা সাহেব ঐ রকম করে মানুষ পরীক্ষা করেন—

—আজকের প্রাচীর পরীক্ষাও কি তাঁর রাজাজ্ঞা অনুসারে?

কুমার হাঁস্‌লে। বল্লে—অনেকটা। আপনি অতি সত্বরে সেই অর্ডার মত মাল পাঠিয়েছিলেন—প্রত্যেক জিনিষটি উৎকৃষ্ট এবং সুলভ।

আমি প্রীত হলাম। কিন্তু তার সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাকে খাওয়া করায় কি সম্পর্ক তা বুঝলাম না। এবার একটু সংযত হ'য়ে বল্লাম—কুমার ওর নাম কি—

—কপিধ্বজ।

—হ্যাঁ। কুমার কপিধ্বজ বাহাদুর সে কারবার তো হ'য়েছিল পত্রযোগে। আমাকে আপনি চিনলেন কেমন ক'রে!

—বধূ-রাণী সাহেব আপনাকে জানেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন আপনাকে।

জাহ্নবীর চিরন্তন উদাস গরিমার ভাব। বট্‌গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রবির অংশু ঝরে পড়ছিল। গগনে পবনে নদী-সৈকতে রোমান্স জমাট বাঁধছিল। অচিন্ দেশের রাজ-পুত্তুরের প্রাচীর ভ্রমণ—তার ওপর রাজবধূ। এতক্ষণ উত্তেজনার গণ্ডগোলে শুনিনি—মাথার উপর ডাকছিল কালো কোকিল—যার পঞ্চম স্বরের সঙ্গে জাহাজী বাঁশীর তিন সপ্তক ওপরের সপ্তম স্বর মিশে এক অপূর্ব্ব শ্রুতি-কঠোর শব্দের সৃষ্টি হ'চ্ছিল।

নিমেষের মধ্যে এই সব কথা ভেবে নিলাম। সম্মুখে অমল ধবল না হ'ক ভরা-পালে ভেসে যাচ্ছিল জেলে-ডিঙ্গি—নেচে কুঁদে হেলে দুলে।

বল্লাম—আজ্ঞে প্রথমটা যেমন আপনি আমাকে মানে হ'চ্চে করেছিলেন—শেষের দিকটা একটু বেশী রকম সম্মানিত করছেন। বধূ রাণী-জাতীয় মহিলা—আজ্ঞে আমরা মেরে কেটে বৌমা বৌ-দিদি—

—ঐ যে আস্‌ছেন।

চাঁপার রঙের বারানসী শাড়ী চাঁপার বরণী বধূ-রাণী তন্বী শ্যামা সোজা—হাস্যমুখ—মনিবন্ধে বিচ্ছুরিত রবি-কর—রত্নালঙ্কারের ওপর রবি-করের লীলা ভঙ্গি।

রাজ-বধূ—চেনা চেনা মুখ। অ্যাঃ! না—হ্যাঁ। রমা। হাসিটা আরও উজ্জ্বল হ'ল। উঠে দাঁড়ালাম।

—র-মা—রাজ-বধূ—রাণী—

—হ্যাঁ, বধূরাণী শ্রী-শ্রীমতী রমাদেবী সিংহ চৌধুরাণী। কেমন আছ চুণীদা ?

আমি অসভ্যের মত তার দিকে তাকালাম। কুমারের দিকে

দেখলাম। লোকটা সুশ্রী—বাঁশীর মত নাক—গৌর বর্ণ—কপালটা ছোট পুরুষের পক্ষে। তবে রমার উপযুক্ত নয়। আর বধূ-রাণী—বাঃ! লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির থেকে যেন কমলা—রমা—

—কি ভাবছ? অসভ্যের মত পর-স্ত্রী—রাণী-বধূর দিকে তাকিও না।—হেসে বল্লে রমা।

—বিশেষ যখন পর-স্ত্রী সম্বন্ধে চাণক্য-শ্লোকে—

—হক্ চকিয়ে গেছি—রাণী-বধূ হক্ চকিয়ে গেছি। উৎপীড়ক-রাজপুত্র—ভোরের স্বপনের মত রাজ-মহিষী—

—বধূ—

—একদিন তো হবে রাণী। আচ্ছা র—মানে বধূ—কি?

সে হেসে বল্লে—বাহিরের লোকের কাছে বলবে—বধূ-রাণী। ব—ধূ—রা—ণী বুঝলে। আর আমাদের কাছে বলবে—রমা। সেই রমা—যাকে গান শেখাতে, বরাস ফুল পেড়ে দিতে—গিরগিটির মত পাহাড়ের গা বহে উঠে। সিমলা কালী বাড়ীতে—

—হুঁ!—হ্যাঁ—হুঁ!

—হুঁ কেন?

—হুঁ কেন শুনবেন কুমার সাহেব? সৌভাগ্য যখন ঘটায় মধুর ঘটনা—তখন তাকে সৌভাগ্য ব'লে চেনবার সময় থাকে না। পরে তার স্মৃতি হয় অতি মধুর—

—কারও পক্ষে তিক্ত। যদি সে ভাবে সুবিধাটা হাত-ছাড়া—যাক্।

—না আমার এ স্মৃতিতে নিমঝোল নেই। যে রমাকে নিজের—

—যাক্। চাণক্য-শ্লোক।

তিন জনে হাসলাম।

রমা বল্লে—ন্যায় শাস্ত্র মোটে পড়ি নি। তুমি কি জানতে না আমার কোথা বিবাহ হ'য়েছে ?

—তা আর জানব কোথা থেকে। আচ্ছা রমা—মানে ব—ধূ—রা—ণী। আচ্ছা যাক্।

—যাক্ কেন ? বলই না।

—স্থানটা পবিত্র। মিথ্যা কথা বলা—তবে ব'লে ফেলি। রাজারা কি খায় বলত।

—ওমা ! এত পাশ করেছ—তা'ও জানো না ? বোধ হয় হীরের নিমঝোল—মতির কুলের অম্বল—

—উঁহু ! ঠাট্টা করছ। তা' হ'লে গলায় আট্‌কাতো। আচ্ছা থাক্। মনের ইচ্ছার সমাধি হ'ক মনে।

কুমার বল্লে—বালাই ষাট্। মনের ইচ্ছা অমর হ'ক। আজই রাত্রে চক্ষু কর্ণ ও জিহ্বার বিবাদ ভাঙ্গুক না।

ভেবে বল্লাম—আজ না মঙ্গলবার

দুই

সেদিন দ্বি প্রহরে পিতার পত্র পেলাম। অবসর প্রাপ্ত পিতামহ সিমলা—শৈলে পিতার সঙ্গে বাস করছিলেন। উভয়েই সরকারী কর্ম্মচারী। পিতামহ রায় বাহাদুর—পিতা রায়সাহেব। সরকারী দপ্তরখানার বাহিরে সম্ভ্রম বাসা বাঁধতে পারে—এ ধারণা তাঁদের ছিল না। ওকালতী সম্বন্ধে তাঁদের ছিল বিচিত্র ধারণা। পিতামহের ভ্রান্তির কারণ বোধগম্য হয়। কারণ এ বৃত্তিতে অকৃতী হ'য়েছিলেন ব'লে বাধ্য হ'য়ে তাঁকে মুন্সেফ হ'তে হ'য়েছিল! বিচারের আসনে ব'সে যাদের মুখে শুনতেন—চোখা চোখা তোষামোদের বুলি—তাদের ধন-ভাণ্ডার ক্রমশঃ পূর্ণ হ'ত। দেশের নামে নানা প্রকার কাজ অকাজ কু-কাজ ক'রে যশস্বী হ'ত অর্থজীবি আর তিনি দেওয়ানী আদালতের বিচারক দিনের পর দিন এক আসনে ব'সে রাম শ্যামের স্বার্থ-দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করে জীবনী-শক্তি অপব্যয় করতেন।

পিতামহের উকীল-বিদ্বেষ না হয় স্বাভাবিক। কিন্তু পিতা মুখে সর্ব্বদা কেরাণীগিরিকে গোলামী বলতেন অথচ স্বাধীন বৃত্তির ওপর কেন বীতস্নেহ তা ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারতাম না। এঁরা একটু উৎসাহ দিলে হয়তো ওকালতী বৃত্তিতে আরো কিছুদিন লেগে থাকতে পারতাম। তাতে কি হ'তে কি হ'ত কে জানে। কিন্তু সাক্ষাতে অসাক্ষাতে উপরের দুই পুরুষ যদি দৈনিক কর্ম্মে বাধা দেন—পরিহাস করেন, নিরাশার করুণ সঙ্গীত গান তরুণের কানের কাছে—চ্যাম্পিয়ান সহিষ্ণু না হ'লে তরুণ কাজে মনোনিবেশ করতে পারে না।

ব'ার ত্যাগ করে ছয় মাস যখন অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজ আরম্ভ করলাম—তখন পিতা ও পিতামহ সিমলা শৈলে। আমি দিব্য চক্ষে দেখলাম—সে দিনের দৃশ্য।

স্থান—কায়থু, শীলা-লজের বসবার ঘর। সময়—সন্ধ্যা। দাদুর তখনও ওভারকোট গায়ে। গোল টুপী মাঝের গোল টেবিলের ওপর। যে জায়গায় তেল লেগেছে বিজলী বাতির আলোয় গাঢ় দেখাচ্ছে - বাকীটা ইঁদুরের রঙ্। পিতা রায়সাহেব বঙ্কিম চন্দ্র গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করলেন। হাতে তিন চারখানা চিঠি।

দাদু—চুণীর চিঠি আছে না কি ?

পিতা—হ্যাঁ—আ—ছে। কি আর বলব বাবা।

দাদু—কিছু একটা বাঁদরামী করেছে। তোমায় বলছি বড় ছেলেকে এখানে ডেকে পাঠাও। যা হ'ক একটা—

বাবা—বুঝছি তো বাবা! কিন্তু দেখছেন তো বাজার। একটা কিছু জোগাড়—যে পাঞ্জাবীদের স্বজাতি-প্রীতি।

দাদু—চেষ্টা নেই তোমার। নিদেন হারকোর্ট বাটলার স্কুলে মাষ্টারী করুক। ক্রমশঃ কিছু একটা জুটবে—

ঠিক সেই সময় চায়ের সরপোষ হাতে জননী প্রবেশ করলেন। পিছনে এলো ঠাকুর—তার গৌরবর্ণ দেহে স্থানে স্থানে বহুদিনের সংগৃহীত ময়লা। কাঙড়া জেলার মিশরের হাতে লোহার কেটলীতে গরম জল। দরজার ভিতর দিয়ে এসে অর্দ্ধ-সিদ্ধ ভেড়ার মাংসের গন্ধ ন্যাপথালিনের গন্ধকে অভিভূত করেছে।

মা—বাবা চা'র সঙ্গে একটু ঘরের তৈরি সন্দেশ দ'ব।

দাদু—না বৌমা—একেবারে রাস্তে হ'বে। বলছিলাম চুণীর কথা আবার ওকালতী ছেড়ে অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসা আরম্ভ করেছে।

মা—স্বাধীন ব্যবসা। তা বাবা একটু চেষ্টা ক'রে—

দাদু—না না, ওসব না। বংশের নাম ডুবাবে।

মাতা (স্বগতঃ)—পঞ্চাশ টাকার কেরাণীগিরি—সিমলা আর দিল্লী। (প্রস্থান)

বাবা বুঝিয়ে চিঠি লিখলেন। আমি প্রত্যুত্তরে লিখলাম—ওকালতীতে নাম লেখানো ঠিক আছে। সময় হ'লেই মোন্‌সফীর দরখাস্ত দেব।

বোধ হয় শেষোক্ত সংবাদ উর্দ্ধতন দুই পুরুষের প্রাণে কালো মেঘে বিজলীর রেখার অনুরূপ আলোর ঝলক দেখিয়েছিল। এ ছয় মাস তাঁরা এক প্রকার ধীর ছিলেন কারণ আমি পত্রে জানাতাম আমার আদালত গমনবার্ত্তা এবং এক-আধটা কল্পিত মোকদ্দমার বিবরণ। কিন্তু সংবাদ পত্রে ঠিক্ বিজ্ঞাপন জারি হ'ত—চুণীলাল গুপ্ত বি, এস্-সি, বি, এল্ জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারের।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসে যে পত্র পেলাম তাতে বুঝলাম সিমলা শৈলের শীলা-লজে সম্প্রতি একটি কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে আমার কার্য্য-কলাপ সবিশেষ আলোচিত হ'য়েছে এবং ভাবী কালের কর্ত্তব্য পথও নির্ণীত হ'য়েছে। চার পৃষ্ঠা পত্রের সার কথা ছিল নিম্ন-লিখিত রূপ—

প্রথম—অর্ডার সাপ্লাই কাজ পত্র পাঠ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ লোকের ফরমাস মত মাল সরবরাহ করার কাজ ভাল যতক্ষণ অবাধে চলে। দুষ্ট লোক যদি একবার বলে মাল পছন্দ হয়নি বা মাল আমদানী

করে প্রত্যাখ্যান করে, লোকসান ও নালিস ফরিয়াদের এমন কি ফৌজদারী মামলার সম্যক সম্ভাবনা। তাঁর পঁচিশ বৎসরের কার্য্য কালে পূজনীয় পিতামহ মহাশয় ঐ শ্রেণীর অনেক মামলা করছেন।

আমার পিতামহের একটা দুর্ব্বলতা ছিল সে দুর্ব্বলতাআমারই পিতামহের নিজস্ব পেটেণ্ট দুর্ব্বলতা নয় অনেকের পিতামহের সে দুর্ব্বলতা আছে। তিনি অভিজ্ঞতার কথা উত্থাপন করলেই বিচারাসনের সিকি শতকের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতেন। তার পূর্ব্বে যে সাত বৎসর ওকালতি এবং শিক্ষকের কর্ম্ম কর্ত্তেন সে বৎসর সপ্তকের ন্যায্য অস্তিত্ব স্বীকার কর্ত্তেন না।

আমি হিন্দুগৃহে হিন্দুভাবে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হ'য়েছিলাম। সুতরাং গুরুজনদের কথার প্রতিবাদকে আমার কৃষ্টি বিদ্রোহ ব'লে পরিগণিত কর্ত্তু। কিন্তু প্রত্যেক সংযত মনের মধ্যেও একটা দুষ্ট বুদ্ধির ডাইনামো আছে; সে সুবিধা পেলেই কূট তর্কের তাড়িত প্রবাহের উদ্ভব করে। কূট তর্ক বল্লে হৃদযন্ত্র বেশ ভাল যদি না বন্ধ হয় বা—

আমি ইচ্ছা শক্তির গাঁটা মেরে সুইচ বন্ধ করলাম দুষ্ট মন্দ বিজলী তিন্নেলের।

দ্বিতীয় বিষয় পিতা বহু কষ্টে একটি অস্থায়ী পদ সংগ্রহ করেছেন আমার উপকারার্থে—যার বেতন ৬০৲ টাকা থেকে পাঁচ বছরে হবে ১২০৲। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ওপরওয়ালাকে সন্তোষ দান প্রভৃতি সদ্‌গুণের ফলে, উত্তর কালে সকল কিছু শুভ ফল ফলতে পারে এই কল্পবৃক্ষে। পাঁচজন দায়িত্ব জ্ঞানহীন তরুণ অর্ব্বাচীন বন্ধুর অনভিজ্ঞ পরামর্শে এ সুযোগ

পরিত্যাগ করা হ'বে আত্মহত্যা। অবশ্য করোনার কোর্টে তার বিচার হবে না কারণ আত্মহত্যা হবে নৈতিক জীবনে।

বিষয়টি ভাবার কথা। বড় অভিমান হ'ল মনে—যখন পড়লাম —"এ সুযোগ বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে আর সহজে ঘট্‌বে না।" বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিতে বোমা মারবার একটা অদম্য বাসনা আলোড়িত করলে সমগ্র মানব প্রকৃতিকে।

তৃতীয় বিষয়—একাধারে হাসি ও অশ্রুর। বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য আমার। কারণ—ইত্যাদি ইত্যাদি সেই মান্ধাতার আমলের। তার পর আধুনিক যুগের কারণ। আমার উপর কারও সন্দেহ নাই। কিন্তু পঁচিশ বছরের আইবুড়ো ছেলে—যে গান গায় এবং মধুর কণ্ঠ—তার নামের সঙ্গে যদি সমাজ দু'চারটে মিথ্যা কু-কথা রটায় সিমলা-প্রবাসী পূর্ব্ব-পুরুষের কি শক্তি বা অধিকার আছে সমাজের মুখ টিপে ধরবার। যেহেতু দেখা যায় এদেশে গান বাজনার চর্চ্চা করে যারা তাদের স্বভাব-চরিত্র সকল ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যদের মত হয় না।

আমার যৌবন বিদ্রোহী হ'ল। আমার সংস্কৃতি শর-বিদ্ধ হরিণের মত মর্ম্মবেদনায় আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। সমাজের ভণ্ডামী ও অজ্ঞতা স্মরণ ক'রে অন্তরাত্মা আমাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিলে—আমি সাঁওতাল সমাজে জন্মাইনি কেন—চীনের ঘরে আরসোলা খাওয়ার অপবাদের আব্‌হাওয়ায় বর্দ্ধিত হইনি কেন?

প্রথমে স্মরণ হ'ল সমাজের নিছক মিথ্যার স্তুতি বাণী-মন্দিরে। বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তের পূজায় প্রথমে তাঁর বীণার উল্লেখ করি—কিন্তু যদি বাজাই বীণা—সমাজ মুখ টিপে হাসে বলে—সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গ

কুৎসিৎ। বেচারা ভারতীয় শিল্পী—গায়ক, চিত্রকর, অভিনেতা, ব্যায়াম বীর। অনশন অর্দ্ধাশন নিন্দা অপবাদ। মুখে যাই বলুক অন্তরে অন্তরে বাঙ্গালী সমাজ পূজা ক'রে শশীভূষণকে। বিধুভূষণ কেবল সরলায় বুকের পাঁজরাই ভাঙ্গে। কে জানে পরজন্ম আছে কি না।

সেই অভিমানের ব্যথায় পিতাকে পত্র দিলাম—

শ্রীচরণেষু—

আপনার দীর্ঘ পত্রের উত্তর দিব কাল। আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্ম্ম—তাতে আমার নিজের অল্প-বুদ্ধির বাধা দ'ব না। ক্ষমা করবেন।

মুষল-গড়ের রাজকুমার আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। শুনলাম আপনার বন্ধু রাজেন্দ্র বর্ম্মণ মহাশয়ের কন্যা রাজ-বধূ।

ইত্যাদি

প্রথমে লিখছিলাম—দেখলাম। তার পর ভাবলাম আইবুড়ো ছেলে ইত্যাদি—কাজেই লিখলাম—দেখলাম।

মনে মনে হাসলাম অবশেষে। শিল্পী না হ'লে রাজ-প্রাসাদে আমাকে ডাক্‌তো না। কার্লাইলের হিরো ওয়ারশিপ বা ল' অফ্ পেণ্ডুলামের ব্যাখ্যা শোনবার জন্য কেহ পথ থেকে বি, এস্-সি, বি, এল্ ডেকে নিয়ে যায় না রাজপ্রাসাদে।

আর ভাবলাম দাদু যেমন আভিজাত্যের সঙ্গ ও জাঁক-জমক চান আমি এক রাজার আতিথ্য গ্রহণ করছি একথা শুনলে নিশ্চয় তিনি তুষ্ট হবেন।

সে দিন অনেক বার ভাবলাম সিমলা পাহাড়ের কথা। দিনে ভাবলাম রাত্রে ভাবলাম।

একশো সতেরো

আমার শৈশব, কৈশোর আর প্রথম যৌবন কেটেছিল হিমাচলের ঐ অঞ্চলে। জীবন-সাহারায় চলবার পথে নিত্য দেখি সম্মুখে অস্পষ্ট মরীচিকা—ক্লান্ত কল্পনার অস্পষ্ট ছবি। কিন্তু যখন উঠ্‌কে থামিয়ে পিছনে তাকাই তখন মরুর বুকে উদ্যান রূপে আবির্ভূত হয় সিমলা—গর্ব্বিত উন্নত বক্ষ শৈল—অনন্ত কালের তুষার-ক্ষেত্রে চন্দ্র সূর্য্যের রঙের খেলা—দেবতরু কেলু চীড়ের চামরের গোলক ধাঁধার মাঝে শৈল-বায়ুর স্বচ্ছন্দ গতি।

আর লক্কর বাজারের সেই যক্ষ রাজের আমলের কাঠের বাড়ী। এক তলায় শিখ সূত্রধরের দোকান দ্বিতলে থাকতাম আমরা আর তিন তলায় থাক্‌তেন রাজেনবাবু—রমা।

বেশ মেয়ে রমা—কত জ্বালাতন কর্ত্ত আমায়—বইয়ের পাতায় কেলু-গাছ আঁক্‌তো—তাড়া করলে ছুট্‌-ছুট্‌ পালিয়ে যেত। গান শিখ্‌তো—অতি শীঘ্র—বেশ গলা ছিল—ঢেউ খেলানো কালো চুল—য়াকের লেজের মত। যখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সিমলা ত্যাগ করলাম—তখন তার বয়স মাত্র এগার।

তিন

বালীগঞ্জে মুষলগড়-রাজের উপ-প্রাসাদে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলাম। ফটকের দ্বারবান 'সন' হয়ে দাঁড়ালো। একজন খানসামা বল্লে —উকীলবাবু—আসুন।

লোকটার পিছনে চললাম বাগানের ভিতর দিয়ে! বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার ঘাতকের মত তার বেশ-ভূষা। মাল-কোঁচা-মারা, লাল ধুতি, গায়ে ছিটের মেরজাই—বোতাম নাই দড়ি বাঁধা, মাথায় বাবড়ি কাটা চুলের উপর লাল পাগড়ি। মুখে গাল-পাট্টা দাড়ি—চওড়া মোটা গোঁপ। হাতে সোনার তাবিজ—পরে জেনেছিলাম তাতে লেখা আছে হর্ হর মহাদেব শ্রীমুষলগড় রাজ। হাতে এক মানুষ-লম্বা, পাকা বাঁশের লাঠি। গাঁঠে গাঁঠে ইস্পাতের তার জড়ানো।

কলিকাতার রাজপথে যখন সে চলে নিশ্চয় পিছনে ছেলে জড় হয়। যাত্রার শেষে পৌঁছিলাম।

বেশ ধবধবে ফরাসপাতা ঘর—চারি দিকে ভিক্টোরিয়া আমলের কৌচ—কেদারা। দুদিকে দু'খানা বড় আয়না। ফরাসে বসব না কৌচে। যখন মন এই রকম দোটানায়—অপর দিকের বারান্দা হ'তে এলো কুমার নীলধ্বজ।

—আসুন আসুন আসুন উকীলবাবু আসুন। ওরে ভীম বাদলকে বল তামাক দিতে।

—কুমার নীলধ্বজ—

—কপিধ্বজ—

—ক্ষমা করবেন। কুমার সাহেব—পয়সা যাদের থাকে তারা প্রায় স্বচ্ছন্দ বিলাসিতার স্ফুর্ত্তি ভোগ কর্ত্তে জানেনা—বাঃ।

শেষ কথাটা বললাম চার কোনে চারটে গোলাপের এলো তোড়ার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে। তাদের মৃদু সুবাস গৃহটিকে আরও মনোরম করছিল।

—আরে ভাই বাজে কথা রাখ। ডিটেক্‌টিভের গারদ।

প্রকাণ্ড রূপার গড়্‌গড়ায় তামাক টানতে টানতে কুমার বল্লে—আচ্ছা বাবা ডিটেক্‌টিভ ঠাওরালে কি করে সূর্য্যবংশীয় কপিধ্বজকে ?

আমি বল্লাম—যে রকম আষ্টে পিষ্টে ধরেছিলে। দেখ কুমার—তোমরা একদিন স্বাধীন রাজা ছিলে—অরিয়েণ্টল ডেস্‌পটিজম তোমাদের মজ্জাগত।

—বিষ নেই আছে কুলোপানা চক্র। আমি ভাবি যে আমি এক জন দেশ হিতৈষী—একদিন আমার নামে লোকে দোকান খুলবে—কপিধ্বজ নস্য ফ্যাক্টরী কপিধ্বজ চীনা বাদামালয়। আর তুমি কিনা বুঝলে আমি টিক্‌টিকি।

শিশুর মত অমায়িক হেসে সে হুকার নলটা দিলে আমার হাতে। আমি পান করি সিগারেটের ধোঁয়া—বিষ্ণুপুরী তামাক যে এত মিষ্ট তা বুঝিনি এতদিন কারণ সে পদার্থের সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

ভীম আর বাদল হারমনিয়ম আন্‌লে তবলা আনলে।

আবার শিল্পীর সেই চিরন্তন নিগ্রহ। আজ অবধি যে কেহ আমাকে এক মুঠা অন্নদান করেছে এমন কি একটা সিগারেট দিয়েছে অন্ততঃ একটা গান গাহিতে অনুরোধ করেছে। কবি কিম্বা দার্শনিকের

যখন সঙ্গ করে লোকে তখন প্রাণের মধ্যে একটা অজানা ভয় জন্মে পাছে কবি বা দার্শনিক তার স্ব-রচিত সাহিত্য সুধা উদাস শ্রোতার কর্ণে ঢেলে দেয়। তারাই ভাল—আমরা বকাটে।

গান গাহিলাম—সঙ্গত করলে কুমার বেশ মৃদু হাত। তারই ফরমাসে গাহিলাম—দেশ রাগিনী, মেঘ মল্লার, তিলক-কামোদ শেষে ভৈরবী।

সে বল্লে—এবার একটা মাল কোষ।

আমি বল্লাম—দেখ, কুমার কপিধ্বজ আমি অন্যের ফরমাস মত মাল সরবরাহ করি কারণ সেটা আমার ব্যবসা। অর্ডার দিলে গান্ধী টুপির সঙ্গে আমি কৃত্রিম গোঁপ দাড়ি পাঠাতে পারি খরিদ্দারকে। কিন্তু ভৈরবীর পর মাল কোষ—কভি নেহি।

সে বল্লে—আরে ওসব বাজে। মনের ভ্রম। কেবল এসোসিয়েসন অফ্ আইডিয়া।

—বল কি ব্রাদার। রামকেলি শোন চোখের পাতা ভারী হ'বে। —ভৈরবী গাও যেন প্রভাতের যত আবেগ যত আনন্দ যত আশা—দিগ্-দিগন্তে আত্ম-প্রকাশ করবে—জগতকে ভুলিয়ে দেবে—

একথা বলবার সময় আমার মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল জানিনা —নির্ণিমেষ চক্ষে কুমার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল।

আমি বুঝলাম—ভাব রাজ্যে এসে পড়েছি! আরাধ্য আমার শিল্প—তার দর্শন লাভ করে কথার চিত্রে তাকে ফোটাতে চেষ্টা করছি, হাসি এলো

বল্লাম—কি দেখছ—ওঃ! ক্ষমা কর।

সে শিশুর মত সরল হেসে বল্লে—চুনীলাল চিরদিন চাণক্য শ্লোককে আঁকড়ে থেকো—তুমি পাবলিক ডেনজার—বিশেষ নারী জাতির।

—ফোঃ ! যা বলছিলাম তুমি বোঝ ।

সে বল্লে—তুমি যা বলছ তা বুঝি। কথাটা সত্য তাদের পক্ষে যারা শিশু কাল থেকে শুনেছে—অতি ভোরের রামকেলি সুর তার পর ভৈরবী ইত্যাদি। তার সংস্কৃতি জড়িয়ে দিয়েছে ভোরের সঙ্গে রামকেলি। প্রভাতের পূর্ব্বদিকের উষার সিঁদুরের সঙ্গে জড়ানো আছে চোখের পাতার ঢুলু ঢুলু ভাব। কাজেই কাণের ভিতর দিয়ে যখন ভৈরবী প্রবেশ করে মস্তিষ্কে—মন সাড়া দেয়। তার অজ্ঞাতে চিন্তা ছুটে যায় সেই সব কক্ষে যেখানে ভোরের স্বপন লুকানো আছে; তার ভাণ্ডার লুটে মাল-মসলা সংগ্রহ ক'রে নিজের মনে ভোরের ছবি আঁকে। ভোরের স্মৃতিতে চোখের পাতা মুদে আসে—সংযুক্ত ভাব।

—বুঝেছি। যেমন কান টানলে মাথা আসে। তুমি দার্শনিক—মনস্তত্ত্ববিদ্। শিল্পের প্রাণের সন্ধান রাখনা।

—একেবারে রাখিনা তা বল্‌তে পারি না। কারণ আমাকেও পুড়িয়ে দেয় সুরের আগুন। আমি সত্যের দিক থেকে বল্‌ছি—বিচারের দিক থেকে। অন্ধ বিশ্বাসের দিক্ থেকে নয়।

—এটা কেন বোঝনা বিশ্বাস নিজে অন্ধ নয়—জ্যোতির্ম্ময়। তার জ্যোতিতে অন্য কিছু দেখ্‌তে পায়না যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকে। স্নেহময়ী মা যেমন জগন্নাথ দেখতে সন্তানকে দেখে—ভক্ত যেমন সুকুমার পুত্রের মুখে জগন্নাথের জগতের আকৃতি গোল-মুখ দেখে।

সে বল্লে—তর্কে কৃষ্ণ লাভ হয় না—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। তোমার বিশ্বাস ভাঙ্গতে চাইনা। আমি একটা সাঁওতাল সর্দ্দার কি চীনে মিস্ত্রী ধরে দ'ব তোমার কাছে—তুমি বেহাগ গেয়ে তাদের ঘুম পাড়িও।

—সম্ভব। যদি তারা সুরকে মনের মধ্যে নেয়। তাতে মজগুল্ হয়।—মোটা গলায় প্রত্যুত্তর দিলে আগন্তুক।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। আমি দাঁড়ালাম। বুঝলাম বক্তা স্বয়ং মুষলগড়ের রাজা পরাক্রম দেব সিংহ চৌধুরী।

গোল চেহারা—টিকোলো নাক্—ছোট কপাল। প্রসস্থ ললাট পাণ্ডিত্যের চিহ্ন হ'তে পারে কিন্তু বিধাতা পুরুষ যথেষ্ট স্থান পায় দুঃখের নির্ঘণ্ট লেখবার চওড়া কপালে।

রাজা বাহাদুরের পশ্চাতে ভীমচন্দ্রের মত আকার প্রকারের এক ভৃত্যের হাতে প্রকাণ্ড একটা রূপার গড়গড়ি। বিজলীর আলোকে তার খোলের ডায়মণ্ড কাটা শত মুখ ঝলসিতেছিল।

তিনি বসলেন। আর একজন গালপাট্টা বাবড়ী চুল ইত্যাদি ইত্যাদি পাঁচ সাতটা মখ্মলের বালিশ এনে রাজার চারিদিকে চাড়া দিলে। তার পর জন কতক সভাসদ বস্লো।

—মহারাজের খুব গানের সখ। ভারী সমজদার—বল্লে পার্শ্বচর যার নাম পরে জেনেছিলাম সানুবাবু।

মানুবাবু বল্লে—সেবার জয়পুর থেকে সেই ওস্তাদ কিশোরী লাল এসে—আরে ছ্যা একেবারে ক্যাকাসে মেরে গেল।

মোসাহেব ভানু বল্লে—আর সেই লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ গড়গড়ি মিঞা! দিন পুরিয়ার সঙ্গে যেমনি হাম্বীরের তান মেরেছে—

—মহারাজের কাণে খট্। যাঁহাতক্ তাকে মহারাজা ধরলেন—গড়গড়ি মিঞা অমনি গড়াগড়ি লুটোপাটি—বল্লে কানু ঘোষ।

মনস্তত্ত্ব ও শিল্প রসাতলে গেল। মনে হল যেন থিয়েটার দেখ্ছি।

আমার কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লাগলো কানু ঘোষকে। কারণ কথায় আঁকা চিত্রকে জোর করিয়ে রাঙিয়ে তোলবার জন্য সে অঙ্গ ভঙ্গি করে মনোরম।

এতক্ষণ মৃদু হেসে মহারাজ তামাক খাচ্ছিলেন! হুকার নলটা গালপাট্টার হাতে দিয়ে তিনি একবার পারিষদদের দিকে তাকালেন! গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত হ'ল রাজ সভায়।

মহারাজ বল্লেন—বেশ গলা তোমার বাবাজী একটি কীর্ত্তন গাও।

ভয়ে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়েছিল। যে সভায় গড়গড়ি মিঞা গড়াগড়ি খেয়ে ছিল, সে সভায় যশ কেনবার চেষ্টা লঙ্‌জাম্প ক'রে গঙ্গা পার হবার উচ্চাশার অনুরূপ।

আমি বল্লাম—মহারাজ আমি স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে গোলদিঘী, হেদোর চাতাল, মাণিকতলার খাল পাড় প্রভৃতি নগণ্য স্থানে গান গেয়ে বাজে গান গাইতে শিখেছি। আমার ভারি লজ্জা করছে মহারাজ। আমি ক্ষমা চাইছি।

মহারাজ হাসলেন—অতি মধুর হাসি। এতক্ষণ তাঁর আভ্যন্তরীন সমাচার পাই নি। দেখলাম বেশ ধবধবে মুক্তার মত দাঁত।

তিনি বল্লেন—শালারা। ওরা মোসাহেব রে বাবা। ওদের ব্যবসা হ'ল বাজে বকা। কিহে ভাই বল না।

শ্যালক ভ্রাতারা সমকণ্ঠে বল্লে—আবার কি?

তার পর আন্তরিক স্নেহ মধুর কণ্ঠে বল্লেন-রাজা—লেখা পড়া শিখ্‌তে শিখ্‌তে গান শিখেছ বাবাজী—এই ঢের। যা কাণে মিষ্টি লাগে সে-ই গানরে বাপ আমার। কেমন হে?

ভানু বল্লে—সেই তো গান।

বিদূষক কানু ঘোষ বল্লে—আজ্ঞে বাবুর গান শুনে এক ঘটী জল খেতে হয়। গান তো নয় যেন মিছরির কুঁদো।

—আহা কি ভৈরবী—চোখ বুজে বল্লে ভানু।

বাকী দু'জন ঐ রকম এক একটা অত্যুক্তি করলে। মহারাজ আবার উৎসাহ দিলেন। কুমার বাহাদুর হেসে বল্লে—গাওনা ভয় কি?

অগত্যা গাহিলাম কীর্ত্তন—

—দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু!

—আরে নে রে তবলা বাঁয়া কানু ভাই। রোসো বাপ আমার।

কানু দু'টো গুঁপো দিলে বামায়। আঃ মোলো! ভাঁড়ামি তার মুখোস। লোকটা গুণী।

দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুঁহুক দরশ রসে ভাব-লহরী সঞ্চে
উছলল প্রেমক সিন্ধু।

হঠাৎ পারিষদের দল দোহার হ'ল। কানু ঘোষের পাকা হাতের বাজনা—তাদের সাধা-গলা—একেবারে কীর্ত্তন জমে গেল।

—দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকান্বিত
লোচনে আনন্দ লোর।

ভানু—ও কি সুখের পুলক—

সকলে—ও কি সুখের পুলক!

ভানু—নয়নে নয়ন রেখে কি যে শিহরে রাধা।

সকলে—শিহরে রাধা।

ভানু—পুলকে শিহরে হেরে

শত চাঁদ শোভন

কালাচাঁদ বদন ইন্দু—

সকলে—উছলল প্রেমক সিন্ধু।

ভানু—কালাচাঁদের ছায়া তাইতো কালো শোভা ইন্দু

সকলে—উছলল প্রেমক সিন্ধু।

এবার ভানু ঘাড় তুলে আমাকে ইঙ্গিত করলে। ইত্যবসরে একটা শাল-পাট্টা আসন-পীড়ি হ'য়ে ব'সে চোখ বুজে হাতে তুড়ি দিচ্ছিল।

আমি গাহিলাম—

বিবরণ কাঁপ ঘাম হ'ল গদ গদ

স্তবধ ভেল পুন ভোর।

ভানু—বিভোর হ'ল।

সবাই—বিভোর হ'ল।

—বিভোর হ'ল।

—বিভোর হ'ল।

—রসের স্রোতে বিভোর হ'ল।

—বিভোর হ'ল।

—প্রাণের আবেগ গভীর সোহাগ

—ঘাম ভেল গদ গদ

—ঘাম ভেল গদ গদ

—সে তো ঘাম নয়—সোহাগ নির্ঝর

—গদ গদ—

—বিষরণ কাঁপ ঘাম হ'ল গদ গদ

স্তবধ হ'ল সে বিভোর।

তারপর আবার ইসারা—

আমি গাহিলাম—

ঐছন ভাবনা হেরিয়ে ত্রিভুবনে

ঐছন নিরুপম লেহ

রাধা মোহন দাস চীতে কর নিচয়

একু পরাণ ভিন দেহ।

ভানু—একই পরাণ

—একই পরাণ

ভানু—কানু নীল-ভ্রমর

সবাই—কানু নীল-ভ্রমর

—রাই সোণার কমল

—রাই সোণার কমল

ভানু—কনকপদ্মে নীলভ্রমর একই দেহ একই পরাণ

—একই পরাণ

গীত অবশেষে গম্ভীর নিস্তব্ধতা। তাকে ভাঙ্গলেন মহারাজ।

—শুনলে বাবা কপু

—হ্যাঁ বাবা! বেশ চমৎকার।

—না তা নয়। গানের মহিমা। সুরের ঝ'লক। ঐ যে বড় বড় কি সব সমাসক্কত বলছিলে না বাবা! সুরের শক্তি আছে—না হ'লে কি এই শালা রাজার সামনে চোখ বুজে তুড়ি বাজায়রে বাপ্।

গীলপাট্টা উঠে দাঁড়িয়ে রাজ-চরণ বন্দনা করলে।

চার

ভুরী ভোজনের পর আমাকে মহারাজের খাস-কামরায় নিয়ে গেল কুমার। চেয়ার টেবিল সব আছে। কিন্তু পরাক্রম দেব ব'সেছিলেন খুব বড় গদী-মোড়া দীবানে—অনেক বালিসের মাঝে।

—এসো বাবাজী।

আমি একটু কিন্তু—কিন্তু—ভাবে বসলাম একখানা বেতের চৌকীতে। পার্শ্বে বসলো কপিধ্বজ। বুঝলাম পারিষদ্ বর্গের সে ঘরে প্রবেশাধিকার নাই।

রাজা বল্লেন—সব শুনেছি বাবাজী।

আমি হেসে বল্লাম—মহারাজ শোনেন তো সব কথা।

পরাক্রম দেব হেসে বল্লেন—আমার ঠাকুর স্বর্গীয় উদয় দেব বলতেন —যে রাজপুত-বাচ্চার একশো চোখ্, কান নাই সে কালা—কানা। তা না হ'লে কি রাজ্য চলেরে বাবা!

পিতৃনাম উচ্চারণ করবার সময় পিতা-পুত্রে উদ্দেশে প্রণাম করলে। পিতৃহত্যা কোনো কোনো রাজ-বংশের চরিত্রের মূল-সূত্র হ'লেও—বুঝলাম এ বংশের মূল-মন্ত্র পিতৃ-ভক্তি।

পরাক্রম দেব বল্লেন—তোমার পিতামহ রমাপ্রসন্নবাবু আমাদের জেলার সব-জজ ছিলেন—ভারী ভদ্রলোক। গান গাহিতে পারেন—সহজে গান না মানের ভয়ে।

—আপনি তা হ'লে আমার ঠাকুরদাদাকে চেনেন মহারাজ!

—খুব চিনি রায় বাহাদুরকে। তবে আমাদের অনেক মামলা তাঁর হাতে থাক্‌তো বলে তিনি কোনো দিন মুষলগড়ে আসতেন না। ভারি খাঁটি লোক। তোমার বাবাকে একদিন দেখেছিলাম।

—ওঃ!

—তা না হ'লে কুমারের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব করতে দিইরে বাবা। কিছু মনে করো না বাবা। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়—ছোটয় বড়য় মোসাহেব—প্রভু হয়। যেমন আমার কেনো ভেনো সেনো মেনো শালারা।

তার পর মহারাজা বাহাদুর রাজকীয় অভিমত ব্যক্ত করলেন। ওকালতী খুব সম্ভ্রান্ত ব্যবসা যদি উকীল জুয়োচ্চোর না হয়। ব্যবসাও ভাল। অর্ডার সাপ্লাই ভাল তবে তত ভাল নয়।

আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঠেছিল। বিশ্ব জগত কেন আমার নবীন বুদ্ধির বিপক্ষে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছে। একবার মনে হ'ল দাদু এবং রাজা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু এঁদের পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত নাই বা পত্র বিনিময় নাই। তবে কি ব্যাপার।

আমি বল্লাম—মহারাজ ওকালতীতে যার কপালে একটাও মামলা জোটে না আর যার মূলধন নাই—তার পক্ষে—

—রাগিস কেন রে বাপ আমার বুড়ার কথায়?

আমি হেসে ফেল্লাম। বল্লাম—মহারাজ খুব রগ-চটা পাষণ্ড না হ'লে আপনার মিষ্টি কথায় কেহ রাগতে পারে না। দুঃখ জানাচ্ছি মহারাজ।

অদৃদ্ চক্রী। হেসে বলেন—মিষ্টি কথার তলায় তলায় ছুরি লুকানো থাকেরে বাপ্ আমার—বিশেষ ছত্রী বাচ্চার।

—আপনার অন্তরের মধুর—আমি সন্ধান পেয়েছি মহারাজ।

সে হাস্‌লে বল্লে—মাষ্টারি কেন কর না বাপ্ আমার।

—জোটে না মহারাজ।

তিনি বোঝালেন। মুষলগড় স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার নাই। একশত পঁচিশ টাকা বেতন—পাকা দোতলা বাড়ী পাওয়া যাবে থাকবার।

বল্লেন—হেড্‌মাষ্টারী হবে না রে ভাই তুই বি-টী ছেলে নস্। ছোট নাগপুর খুব স্বাস্থ্যকর স্থান।

একশ পঁচিশ টাকায় ছোট নাগপুর। নিস্তব্ধ রইলাম।

রাজা মনোভাব বুঝলেন। বল্লেন—বুঝেছি বাপ্ আমার। আরও আছে। আমার ছোট মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ৫০৲ টাকা আর গান শেখাবার জন্য পঁচিশ টাকা। মোট দু'শ টাকা। পরে বাড়বে বাবা নিও কাজটা।

অল্পক্ষণের পরিচয়ে যে লোক এমন অমায়িক আন্তরিকতার সঙ্গে কথা কহিল—তার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করা পাল্টা ভদ্রতা। সব কথা বল্লাম তাঁকে—সিমলার ৬০৲ টাকার চাকুরী ইত্যাদি। যদি বাপ-পিতামহ সম্মত হ'ন তা হ'লে মহারাজের স্নেহের দান গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা নাই।

—সে ভার আমার রে বাবা। আমি কালই তার ক'রে রায় বাহাদুরের হুকুম আনা করাব।

বাসায় ফিরে নানা কথা ভাবলাম। জীবনে যা আকাঙ্ক্ষা করেছি

কোনো দিন তা পাইনি। কে এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের যোগাযোগ করেছে? পুনঃ পুনঃ স্মরণ পথে উদিত হ'ল—রমার মধুর আকৃতি। কিন্তু সে কেন—

কুল-কিনারা পেলাম না। অন্ততঃ কিছু দিন তো চলবে এই খাম—খেয়ালী রাজার চাকুরী।

পরদিন সন্ধ্যায় পিতামহের তার পেলাম। -মূষলগড়ের কাজ গ্রহণ কর।

মূষলগড়ের বিদ্যালয় বন্ধ ছিল—গ্রীষ্মের ছুটি। কাজের মধ্যে থাকবে রাজকন্যা তিলোত্তমাকে সাহিত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া।

সাত দিন পরে কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হ'বে।

ভাবনা কেবলই নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লে শৈশব ও কৈশোরে। সিমলা—পিতা—দাদু—রমা।

বি, এ পাশ ক'রে যখন সিমলা গেলাম এক মাসের জন্য তখন পিতা কায়থুতে বাস করেন। রাজেন্দ্রবাবুও থাকতেন ঐ পাড়ায়।

হ্যাঁ—মনে ছিল যেদিন প্রথম রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলাম কায়থু। হ্যাঁ—রমা তখন তরুণী—এ দেশের পনেরো বছরের মেয়ে। দীপ্ত সুষমার বাণ এসেছিল তার অঙ্গে—কিন্তু মনকে করেছিল যৌবন আড়ষ্ট। তার সে মুক্ত হাসি ছিল না—সে স্বচ্ছন্দ চাহনী সে নির্ভীক আলাপ।

যৌবন—না লজ্জা।—কে জানে—কেন যৌবনের দোসর লজ্জা।

পাঁচ

হারমোনিয়ম আমার হাতে। সম্মুখে তিলোত্তমা। দশ বছরের মেয়ে তিলোত্তমা—খুব চালাক চতুর।

—পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা—

হরি হরি তব সুখ—

—উহুঁ! আগে কথাগুলা শুনে নাও।

—কেন হ'চ্চে না?

—মোটেই না।

স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝালাম—হরি! হরি! না—পরিহরি। তব সুখ না—ভব সুখ।

পরিহরি ভবসুখ দুঃখ যখন মা—

ঠিক হয়েছে। আবার বল।

—দেখুন মাষ্টার মশায় ভব বলে আমাদের একজন ঝি ছিল।

এই হ'ল রোগের গোড়া! বেশ গান করতে করতে হঠাৎ গল্প আরম্ভ করলে। আজ তিন দিন এই গানটা শেষ করতে পারিনি। তাকে বোঝালাম—কাজের সময় কাজ আর গল্পের সময় গল্প।

—কাজের সময় গল্প করলে কি হয় মাষ্টার মশায়।

—কাজও হয় না গল্পও হয় না।

—তা বটে। তবে কেন গল্প করুন না।

কি মুস্কিল! তাকে বোঝালাম যে গল্প করা আমার কাজ না! তাকে শেখানো আমার কাজ। এই এক ঘণ্টায় সে সমস্ত গানটা শিখতে পারতো মনোযোগ দিয়ে শিখলে।

—ওঃ! তাই না কি? আচ্ছা আপনি এক এক লাইন গান—আমি সঙ্গে সঙ্গে গাই।

তাই হ'ল। এবার মন দিয়ে গাছিল। যখন—পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা—অবধি এসেছি—লাফিয়ে উঠ্‌লো—বাবা!

স্বয়ং কর্ত্তা এলেন। কন্যা কতকটা আব্দার করলে শেষে—পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গাইতে আরম্ভ করলে—

একটানা গেয়ে গেল সুমধুর শিশু কণ্ঠে—তারপর—

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে।

বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে ইত্যাদি—শেষে কল-কলোলিনী গঙ্গে অবধি।

পিতা আনন্দে আটখানা—শিক্ষক বিস্ময়ে হতভম্ব।

রাজামশায় বল্লেন—তিলোত্তমাকে মাষ্টার-বাবা একেবারে ওস্তাদ করে দেবে।

রাজা অন্তর্দ্ধ্যান করলে তিলোত্তমাকে বললাম—রাজ-কুমারী তুমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে চালাকী কর্ত্তে শিখেছ।

সে হাত-তালি দিয়ে হাস্‌তে লাগলো। বললে—কেমন! সত্যি কথা শুনবেন- মাষ্টার মশায়? কাল রাত্রে বৌরাণী-দিদি সারা গানটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

দুই দিন পরে কুমার বল্‌লে—বোধ হয় আমাদের সিমলা যাওয়া

হবে। কেবল গণ্ডগোল বাবাকে নিয়ে। বাবা না গেলে বধূরাণী যাবেন না কানু-ভানুর দল না গেলে বাবা যাবেন না। ভানুবাবুর ছেলের অসুখ—আজ মুষলগড় থেকে ডাক্তারবাবুর চিঠি এলে ঠিক্ হ'বে কর্ত্তব্য পথ।

আমি বললাম—মন্দ না। স্কুল তো চক্ষে দেখলাম না। রাজকুমারী একটু আধটু পড়তো তাও বন্ধ হ'ল। কাজের আগেই পেন্সন। গাহিলাম।

আজি নবীন উষায় জ্বলে মলিন দিয়া
গুরু গুরু কাঁপে যে হিয়া।
কেন সাঁঝের কাজল কালো—
নিভিল রবির আলো
কমল মুদিল আঁখি মৃদু হাসিয়া।
গুরু গুরু কাঁপে যে হিয়া।
মিলন মধুর সাঁঝে
বিরহ বেদনা বাজে
আঁখি পাতে কেন আসে জল।
সুখের হাসির রেশ কাতর চঞ্চল
আঁধারে গেল মিশাইয়া
গুরু গুরু কাঁপে যে হিয়া।

গান শুনে ছুটে এলো ছাত্রী।

—মাষ্টার মশায় এই গানটা শিখবো। এটা খাঁটি ভৈরবী। না মাষ্টার মশায়।

অগত্যা হারমোনিয়ম নিয়ে বসলাম। আধ ঘণ্টায় শিখলে গানটা।

তার অগ্রজ হাসলে। তিলোত্তমা চলে গেলে বললে—গানের ফল ফল্‌বে। এ-রেটে গান শেখালে—তোমার চাকরী মেরে কেটে এক বছর।

—তা তো বুঝছি। ততদিনে কোম্পানীর চাকরী পাবার বয়স কেটে যাবে। একটা মতলব এঁটেছি।

তাকে বোঝালাম। ওরা যখন সিমলা যাবে আমি তখন সর্টহ্যাণ্ড শিখবো। তারপর ক্রমশঃ সাংবাদিক হ'ব।

সিমলেতে একমিনিট সময় পাবে না। তোমার ভরসায় সিমলায় যাওয়া।

—সে কি আমাকে যেতে হবে না কি?

—নিশ্চয়। তিলুকে গান শেখাবে কে?

স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম—প্রভাতে শয্যা ত্যাগ ক'রে কার মুখ দেখেছিলাম।

তার কপালে চার আনার কড়া-পাকের সন্দেশ ভক্ষণ লেখেন নি বিধি—তাই বেচারার নাম মনে পড়লো না।

আবার যাব সিমলায়—নবীন জীবন-ছন্দে নেচে উঠ্‌বে চঞ্চল অধীর সে পাহাড়ে বাতাস—চির-পরিচিত।

সেই রমা। শৈশবের চপল সুন্দর, শৈশব যৌবনের চিরাচরিতদ্বন্দ্বে সেই তার সলজ্জ মুখ মনে পড়্‌লো। আড়ষ্ট চাহনী—আড়ষ্ট ভাষা চঞ্চল চরণ।

আজিকার রমা—আবার তার স্বচ্ছন্দ চাহনী ও ভাষা স্বাবলম্বী হ'য়েছে। সেই পুরাতন সিমলা।

আজ রমা—আমার প্রভু-পত্নী। তার ভৃত্য আমি! বেতন-ভোগী! অস্তু দগ্ধোদর স্বার্থে—তা বেশ!

ছয়

যাত্রার—উত্তেজনা। পাথেয় সংগ্রহ। প্রবাস বাসকে সুখ সরম ও শান্তিপূর্ণ করবার বিপুল আয়োজন চলতে লাগলো। তার ফলে আমার মেসের দুর্লভ অন্ন উঠ্লো। আহা! সেই—তিন-তলা ডালের উপর তলা আর আধ-সিদ্ধ ভাত। সারাদিন প্রায় থাকতে হ'ত রাজবাড়ীতে। সাহিত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার কাজ স্থগিত রহিল। কেবল টমাস কুকের মত সুপরামর্শ দেওয়া আর বিশেষজ্ঞের মত ফর্দ্দ করা হ'ল নিত্যকর্ম্ম।

রাজা বল্লেন—বাবা জিনিষ পত্র কেন তোমার অর্ডার সাপ্লাই কারবার মারফত সরবরাহ কর না। তাতে আমার জিনিষ পত্র সস্তা বই মহার্ঘ্য হবে না। আর তোমার ব্যবসাটাও কিছুদিন চলবে।

আমি বল্লাম—আমি সব কিনিয়ে দ'ব এখানে বসে মহারাজ উচিত মূল্যে—তবে আপনার কর্ম্মচারী রূপে। গাছের পাওয়া আর তলার কুড়ানো—অসঙ্গত মহারাজ। যে ব্যবসা মরেছে তাকে সুচিকাভরণ দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা হবে বাতুলতা।

শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের ফলে আমার কারবারের বাজার সরকার নিবারণ রাজার বাজার সরকার রূপে কলিকাতার উপ-প্রাসাদে নিযুক্ত হল।

নিবারণের হাত-টান মোটে ছিল না। কলিকাতার বাজারে কোথায় কি পাওয়া যায় নিবারণের সে সমাচার ছিল নখ-দর্পণে। লোকটা নিশ্চয় আশৈশব ভবঘুরে।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সঙ্গে কোনোদিন নিবারণ ধর্ম্ম-বুদ্ধি মিলিয়ে জগা—খিচুড়ি করত না। ফরমাস মত সে চীজ্—টিনে-করা বিলাতী মাছ—গাড়ীর চর্ব্বী এবং সিঙ্গাপুরী আনারসের সঙ্গে মঙ্গলারতির ধূপ ও লক্ষ্মী পূজার সাজি, সোনা হেন মুখে কিনে আন্তো। অথচ প্রত্যহ রাত্রি ৯টা থেকে এগারোটা অবধি সে বিশ্ব-তারণ হরি সভায় বসে মন্দিরা বাজাতো আর কীর্ত্তন গানের দোহারকী দিত।

মুষলগড় রাজ-পরিবারের সিমলা-বিহার উপলক্ষে ব্রিটেনিয়া বিস্কুট ও টিঙ্চার আয়োডিন থেকে দাঁতের বুরুষ ও জাপানী খড়্কে অবধি সংগ্রহ করলে নিবারণ।

একদিন রাজা বল্লেন—বাবা বলছিলাম কি—মানে হচ্চে রাগ করবি কি বাবা ?

আমি বল্লাম—মহারাজ অতি বড় পাষণ্ড না হ'লে আপনার কথায় রাগ করতে পারে না।

রাজা বল্লেন—বাবা তোরা সাহেব মানুষ ভাল ভাল কাট-ছাঁটের সাহেবী পোষাক পরবি—ছোট লালের তো বাবা ওরকম পোষাক নাই। কথা বলছিলাম কি—

আমি হেসে বল্লাম—মহারাজ যদি রাগ না করেন আমিও একটা বলছিলাম। দু'টো চাঁদনীর কোট আছে আর কিছু নাই। তাই —

—দু'জনের কথা যখন এক হ'য়েছে তখন বাবা—তোরা দুই বন্ধুতে গিয়ে সাহেব বাড়ী থেকে কিছু পোষাক করিয়ে নিয়ে আয় না। নিজের দেশে খুব কাপড়ে চলে। কিন্তু বিদেশীকে মানুষ প্রথমে শ্রদ্ধা করে পোষাক দেখে।

আমি বল্লাম—মহারাজ সাহেব বাড়ীও হবে না শ্রদ্ধা পাবার মত পোষাকও হ'বে না। কি ক'রে গুছিয়ে সুলভে ভদ্দর সাজ্‌তে হয়—তা জানি। আমাকে এক মাসের মাহিনা যদি অগ্রিম দেন তো নিজের সব বন্দোবস্ত করতে পারি। সত্যি মহারাজ আপনার কর্ম্মচারীরূপে বিদেশ যাচ্চি—একটু সাজ সরঞ্জাম চাই। তবে হ্যাঁ কুমারকে আমি সাজিয়ে ন'ব ভাল দর্জ্জির দোকান থেকে। সে বিশেষ যখন যাচ্চে শ্বশুরবাড়ীর সহরে।

চুপ ক'রে শুনলেন মহারাজা—সোণার নলটি মুখে দিয়ে। উৎসাহ পেয়ে আমি সাংসারিক জ্ঞান উদ্গার করলাম অবাধে কথায় বাধা দিলেন না। আমার অভিজ্ঞতা-মূলক অর্থ-নীতি-সুধা পরিবেশন শেষ হলে বল্লেন—আমার কাজে যাবি সিমলা পাহাড়। নিজের পয়সায় কাপড় পরবি কেন বাপ্ আমার। আর কুমারের এক পোষাক তোমার এক পোষাক লোকে যে আমায় নিন্দা করবে বাবা। তুমিও তো যে সে ঘরের ছেলে নও। বিশেষ যখন মুষলগড়ের আর্য্য-অনার্য্য শিশুদের ভার তোমার ঘাড়ে।—শেষ কথাগুলা বল্লেন অমায়িক হেসে।

এবার আমি অভিমানের সুরে বল্লাম—কেন আমার স্বভাবটা মাটি করবেন মহারাজ। সেখানে আমার ঠাকুরদাদা আছেন বাবা আছেন—মা আছেন! তাঁরা কি বলবেন?

—আমিও তো ঠিক্ সেই কথাই বলছি বাবা। দেখছিস তো বাবা—আমাদের দু'জনের সব কথায় মতের ঐক্যি হচ্চে। সত্যিই তো তাঁরা কি বলবেন? আর আমার বেহাই আছেন বেহান আছেন।

আমি এবার হতাশের সুরে বল্লাম—অসম্ভব মহারাজ! আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। মতের তো ঐক্য হচ্চে কিন্তু ফল যে হচ্চেবিপরীত।

বাগাড়ম্বর বৃথা। শেষে ঠিক্ হ'ল—কলিকাতায় কতক পোষাক ক'রে ন'ব—বাকী পোষাক সেখানে গিয়ে ইব্রাহিম দর্জ্জিকে আবশ্যক মত ফরমাস দ'ব। ইব্রাহিম সিমলার প্রসিদ্ধ শিল্পী। শৈল-প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুলভে পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করবার ভার ন্যস্ত ছিল, ইব্রাহিম মিঞা মাষ্টার টেলারের দক্ষ হাতে। সে হেসে বল্‌ত—বিলাতেও জামা তৈরী ক'রে দর্জ্জী—ব্যারীষ্টারে নয়।

একদিন তিলু বল্লে—মাষ্টার মশায়—আমার ক্যারম চাই, লুডো চাই, জালিব্যাট চাই আর মস্তবড় একটা ডলী পুতুল চাই।

—একটা না দু'টো? বৌরাণী-দিদির জন্য একটা চাই না?—জিজ্ঞাসা করলাম।

বৌরাণী বল্লে—সত্যি চাই একটা না ছয়টা। সেখানে যখন পাড়ার মেয়েরা দিদি বলে এসে দাঁড়াবে তাদের হাতে কি দ'ব? এখন আমি রাজ-বধূ।

ঠিক্ কথা।

কিন্তু নিজের পিতামাতার জন্য সে কোনো দামী দ্রব্য খরিদ করতে দিলে না। মা'র জন্য নিলে—চীনের সিঁদুর, আল্‌তা আর মাথা-ঘসা—রাজেন্দ্র বাবুর জন্য এক বাণ্ডিল চন্দন ধূপ। অভাব ছিল না রাজেন্দ্র বাবুর কোনো আবশ্যক উপকরণের জীবন-যাত্রার। কিন্তু কন্যা নিশ্চয় চাইছিল না লোকেরা মুখরোচক নিন্দা—ধনী বৈবাহিকের উপঢৌকন নেওয়া প্রসঙ্গ তুলে।

রাজা পুত্রবধূর দারিদ্র্য-অভিমানের বিরোধ করলেন না। অথচ উপঢৌকন দেওয়া তাঁর একটা খেয়ালী সখ—ফুটবলের ময়দানে গুণ্ডার গালাগালি খাওয়া যেমন অনেক গৃহস্থের।

রাজা বল্লেন—বাপজান আমার বেহাই-দাদার জন্যে একজোড়া বেশ কড়া দেখে রূপার বুরুষ কিনে আনাতে পারিস।

আমি বল্লাম—ও কার্য্য নিবারণ বৈষ্ণব পারবে না—কারণ ওর সে নজর নাই। কিন্তু মহারাজ—

—আবার এক মত হচ্চি কেনা-বেচার কথায় বাবা! বেহাই-দাদার মাথায় চুল নাই—তাই তো বুরুষের কথা বল্‌ছি।

তারপর পুত্রবধূর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন পরাক্রম দেব—বৈবাহিকদের সঙ্গে ঠাট্টা মোস্কারা হ'ল সমাজের প্রাচীন রীতি। আসল কথা কি জান বাবা—উভয় পরিবারে যদি প্রেম না থাকে—সংসার হয় কাঁটা নোটের ঝোড়। কিন্তু ভাব থাকলে হয় কলমী-লতা।

এ উদ্ভিদ্ ওনৃ-তত্ত্বের রহস্য কথার পর সবাই হাসলাম।

রাজা দার্জ্জিলিঙ্ দেখেছেন—সিমলা দেখেননি। সেখানে গিয়ে যথাসম্ভব পরিচয় গোপন ক'রে থাকবেন। লাটসাহেব বা অন্য রাজন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না বা তাঁদের আহ্বান করবেন না।

আমার বিশ্বাস রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে যদি অভিজাতেরা সাক্ষাত না করে তা হ'লে তারা অসন্তুষ্ট হয়। রাজ-কর্ম্মচারীরা প্রতীক্ষা করে জমিদারের প্রতীক্ষা তাদের বাসা-বাটীর বারান্দায়।

—পাগল হয়েছিস বাবা?—বল্লেন রাজা—যখন চাঁদা চায় না দিলে অসন্তুষ্ট হয় কর্ম্মচারী—যেমন সব মানুষ হয়—আত্মীয় স্বজন। দাও-থোও

মাসী পিসী না দাওতো কাদায় ঠেসি। নিজের দুরূহ দিনের-কাজ শেষ ক'রে একটা উজবুগের সঙ্গে কাষ্ঠ-হাসি হাসা কি সুখের কাজরে বাবা ?

রাজার কথা-বার্ত্তা সরল অথচ শিক্ষাপ্রদ। কেন জানি না প্রতিদিন আমার শ্রদ্ধা চক্র-বৃদ্ধি হারে বেড়ে যাচ্ছিল—এই সেকালের রীতি-নীতির আকর—লক্ষ্মীর বরপুত্রটির প্রতি।

ইংরাজি ভাষা বা পাশ্চাত্য সমাজের রীতি অনভিজ্ঞ—এক রাজার সঙ্গে প্রাদেশিক লাট সাহেবের সন্দর্শনের গল্প বল্লেন—রাজা।

—রাজা সাহেবকে তো এডিকং নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে। এডিকং লম্বা সাদা মানুষ—লাল মুখ! তালে তালে পা ফেল্‌ছে—আর কত রকম শব্দ হচ্ছে রে বাবা! বাম হাত তলবারের বাঁটের ওপর পাঁচটা আঙ্গুল যেন একছড়া মর্ত্তমান কলা।

রমা বল্লে—বাবা রাজাসাহেব কেমন দেখতে ?

রাজা বল্লেন—গৌরবর্ণ। কিন্তু ইংরাজের পাশে আমাদের বর্ণ একটু তামাটে মেরে যায়। রাজা বেঁটে—গোরার পাশে আরও ছোট দেখাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ—গোল চেহারা—আর পাগড়ীতে একটা হীরা ছিলরে মা—সেটা পেলে তুই-ও খুসী হ'য়ে যেতিস!

রমা বল্লে—আমার কিসের অভাব—অনেক হীরা আমার আছে।

রাজা হেসে বল্লে—রাগ করিস কেনরে বিটি। যার যত আছে সেই-তো তত চায়।

তিলোত্তমা বল্লে ছটা ডলী পুতুল।

হাসির বেগ সামলে আবার রাজা গল্প বল্লেন।

—লাটসাহেব হাত মিলিয়ে বস্‌লেন—রাজাসাহেব বসলেন। তার পর মামুলী কথা জিজ্ঞাসা ক'রে লাটসাহেব ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাজাও ঐ কার্য্য করলেন। তখন লাটসাহেব দাঁড়ালেন। রাজাও ভদ্র ভাবে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। রাজার সঙ্গে হাত মেলালেন—লাটসাহেব হাসলেন—রাজাও হাসলেন। তার পর লাটসাহেব বসলেন—রাজাও বসলেন।

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

—এই রকম দু'বার হ'ল। তিন বারের বার লাটসাহেব বল্লেন—রাজাসাহেব আপনার মূল্যবান সময় আর ন'বনা। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি আবার করমর্দ্দন করলেন। এবার আর লাটসাহেব না ব'সে এডিকঙ সাহেবকে সঙ্কেত করলেন।

—ছিঃ। কি লজ্জার কথা—বল্লে রমা।

—লজ্জা মোটে না। এডিকঙ সেক-হ্যাণ্ড করলেন কিন্তু হাত ছাড়লেন না। দরজার দিকে চল্‌তে লাগলেন—যেমন কান টানলে মাথা আসে—রাজাসাহেবও দরজার দিকে অগ্রসর হ'লেন।

শেষে রাজা বল্লেন—উভয় পক্ষের কোনো পক্ষের লাভ হয়না—এ মিলনে। রাজা সাহেব হাত ধরে বার করাটাকে অতি সম্মানের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন—বেচারা লাটসাহেবও বিপদে পড়েছিলেন ভারত-বাসী তাঁদের আদব কায়দা বোঝে না—অভ্যাগত বিদায় নেবার সঙ্কেতও মানে না।

সিমলা যাবার দু'দিন পূর্ব্বে রমাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার পোষাক পরিচ্ছদের কোনো সমাচার তো পাচ্চিনা—অন্ততঃ গরম কিছু আবশ্যক।

রমা বল্লে—অনেক আছে।

আমি হেসে বল্লাম—রমা দক্ষিণেশ্বরে দেখা হবার আগে তোমায় কোথায় দেখেছিলাম মনে আছে ?

সে বল্লে—খুব আছে। পাঁচ বছর আগে। সিমলা কালীবাড়ীতে।

—হ্যাঁ। সভা হয়েছিল। তুমি গান গেহেছিলে—আমি গান গেহে-ছিলাম।

রমা হাসলে। বল্লে—হ্যাঁ। বিদায় সঙ্গীত। কিন্তু যাঁর বিদায়ে —পাহাড়ের অঙ্গে হেরি বিষাদের ছায়া—ইত্যাদি সুর করে বলেছিলাম —তাঁকে ভাল চিন্‌তাম না।

আমি হেসে বল্লাম—যত শ্রেষ্ঠ গান—ঈশ্বর সম্বন্ধে। তাঁকে কোন গায়কই চেনে না।

রমা বল্লে—প্রেমের গানও তাই। যারা প্রেমের গান গায় তারা প্রকৃত প্রেমকে জানে না।

—হ্যাঁ। তা বটে। হ্যাঁ বলছিলাম সেই দিনের কথা। আমার মনে আছে তুমি স্যাম্পেন রঙের শাড়ী—

—সর্ব্বনাশ! তোমার স্মরণশক্তি তো খুব ভাল চুণীদা।

আমি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লাম—যদি শাড়ী কিন্‌তে হয় তো ঐ স্যাম্পেন—

ঠিক্ সেই সময় কুমার এলো ঘরে। সে বিস্ময়ের ভান দেখিয়ে বল্লে—স্যাম্পেনের কথা কি হ'চ্ছে ? তুমি বল তুমি কখনও সুরা পান কর না! ভাল ছেলে—আলোচনাটাই তো নির্দ্দোষ নয়।

—পান নয় রঙ্। স্যাম্পেনের রঙ্।

সে বল্লে—ঐ একই কথা। আমাদের কলেজের ছেলেরা অডি-কলন খেয়ে ভিদ্ পত্তন করত তার পর স্যাম্পেন।

রমা বল্লে—শাড়ীর রঙ্—চাঁপা রঙের শাড়ী।

কুমার বল্লে—ক্রমশঃ গভীর জলে গিয়ে পড়ছি।

বলা বাহুল্য আমি একটু অপ্রতিভ হ'লাম। এ-কথাটার উল্লেখ করাও ঠিক্ রুচি-সম্মত হয় নি। আমি একটু অনুতপ্ত হ'লাম। যদিও মুখে হাসছিলাম কোন ঠাসা হওয়ার হাসি।

রমা বল্লে—চূর্ণীদার বিয়ে হ'লে ওঁর স্ত্রীকে মানাবে চাঁপা রঙের শাড়ীতে, চাঁপা রঙ্ ওঁর ভাল লাগে।

বাকীটুকু বল্লেনা। আমার বুকের বোঝাটা নেমে গেল। এবার হাসিটা বোধ হয় মুক্ত হাসি হ'ল।

সে বল্লে—যেহেতু তুমি চাঁপা রঙের শাড়ী ভাল বাসি—আমার জন্যে একখানা স্যাম্পেন রঙের শাড়ী কিনে এনো। পাড়টা হবে গোলাপী।

কুমার বল্লে—এবং যেহেতু তোমার পরস্ত্রী সম্বন্ধে নীতি চাণক্যের নীতির কপিরাইট জাল।

সাত

আবার সেই আশৈশব পরিচিত স্বর্গের সিঁড়ি—কালকা সিমলার পথ। ময়াল সাপের মত ঘুরে ঘুরে উঠছিল আমার মোটর গাড়ী। এক দিকে পাহাড়, এক দিকে খাদ। খাদের মধ্যে সরু নদী। কত প্রাণকে পোষণ করছিল—তার স্বচ্ছ তরল শীতল জল। সানু দেশের গাছগুলো নিশ্চয় হিংসা করছিল, সূর্যের কিরণমালা শৈল শিরের তরু-রাজির—যদি উদ্ভিজ্জ মনস্তত্বের বিধি নিয়ম মানুষের মনস্তত্বের অনুরূপ হয়।

অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো হিমালয়ের এ অঞ্চল। কাজেই আমি দেখলাম পুলক নাচিছে গাছে গাছে। ধরমপুর পার হয়ে একটা বড় ঝরণার ধারে গাড়ী থামলো। মোটর চালক ইঞ্জিনে জল ভর্ত্তি করতে লাগলো।

আমার গাড়ীতে ছিল কানুঘোষ। তার ভাব গতিক দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছিল তার স্বচ্ছন্দতা এমন কি নিরাময়তা সম্বন্ধে।

আমি বল্লাম—কানুবাবু কেমন লাগছে? কি সুন্দর পাহাড় কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া আর কেমন ঝরণার জল।

—হুঁ—

—সত্যি এমন জায়গায় কথা কহে শক্তি অপচয় করতে ইচ্ছা করে না।

—দেখ বাবা জজের নাতি। বুড়োর সঙ্গে লেগোনা, একবার বইতো

ডুবার মরব না—আর সে মরণেরও যে বেশী দেরী আছে তা মনে হয় না।

—কি বলছেন ?

—কিছু বলছিনা বাবা। মাপ কর। ক্ষমা কর। গো কর।—বল্লে কানুঘোষ অঙ্গভঙ্গি ক'রে।

আমি বল্লাম—যদি অপরাধ না নেন্ তো বলি। আপনি যদি সিনেমা করতেন—আপনার ভাগ্য খুলে যেত। আর তার উপর অথন্ তবলার চাঁটি।

সে এবার একটু তুষ্ট হ'ল। বল্লে—বাবা জজের নাতি বলে দেবে না তো ?

—কি সর্ব্বনাশ। দেখুন কানু—

—অনেক কিছু করলে ভাল হ'ত। এই অপদার্থ অপোগণ্ডের পাল্লায় পড়ে ইহকাল পরকাল গেল। দু'পুরুষে মোসাহেব কি আর মানুষ মশায় ?

মাত্র দু'পুরুষ ! আমি ভেবেছিলাম—যুগ যুগান্তরের সাধনা।

এদের দেখে আমার মনে হ'ত—মোসাহেবী যখন ভারতের কৃষ্টির অঙ্গ, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচিত—প্রকৃষ্ট রূপে এ বিদ্যাটা শিক্ষা দেওয়া। হাটে বাজারে কুটীরে প্রাসাদে সর্ব্বত্র আছে কানু ভানু। তবে যেহেতু আমার সহযাত্রীর ছিল ওটা মাত্র উপজীবিকা—ওর মত দক্ষ শিল্পী দুর্লভ দর্শন।

আমি অপাদ-মস্তক দেখলাম লোকটাকে। রহস্য করছে না—আন্তরিক অভিমত ব্যক্ত করছে। কি জটিল মনুষ্য চরিত্র। যদি পাহাড় দেখা

তার বাঞ্ছনীয় নয় তবে সে বারশো মাইল দীর্ঘ যাত্রা করবার ভার ঘাড় পেতে কেন নিলে। অথবা মিথ্যার বোঝার উপর একটা ঘাসের আটি চাপালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত?

—আস্তে খান তার ফোঁড় গোনেন না তো মশায়। কেন এলাম? না হ'লে রাজার সিপুইয়ের পো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বুঝবেন—বুঝবেন।

আমি হাসলাম। ড্রাইভার অনুরোধ করলে গাড়ীতে ওঠ্‌বার।

এমন জায়গায় বসেছিলাম যেখানে কবিতা স্বচ্ছন্দ গতিতে উদ্গত হয়, ঝরণার জলের মত। স্থানটা পাহাড়ি ফুলে আর অসংখ্য ক্ষারণে ভর্তি। আর কোথা থেকে ঘোরপাক খেয়ে বহিতেছিল মৃদু হিল্লোল বাতাসের—শীতল প্রাণ মাতানো পুষ্টিকর।

গাড়ীতে বসে কানু ঘোষ বল্লে—ঘর জ্বালানো শুনে হাসলেন? ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া আর চষা জমির ওপর হাতী চালিয়ে দেওয়া তো অত্যাচারী জমিদারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে। বলুন তো এতো উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ী, পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকতে ইন্দ্ররাজ কেন হাতী পুষলে।

আমি বল্লাম—এরা কি সেই শ্রেণীর?—দেবরাজ ইন্দ্রের বাহনের আলোচনা করলাম না।

সোজা জবাব দিলে না। বল্লে—এখন তো এদের কাজে ঢুকেছেন—সব নিজের চোখে দেখবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের ঐ সব গর্হিত কার্য্যে সহায়তা করতে হয় কিনা।

কথার জবাব দিলে না। কাণ্ডা ঘাটে গিয়ে গাড়ী থামলো—ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে শিখ্ ড্রাইভার যন্ত্র অসুরের দেহ শীতল কর্ব্বার চেষ্টা করলে। একপাল উঠ ধুলা উড়িয়ে উপদ্রব করছিল।

এবার কানু ঘোষ কথা কহিল। বল্লে—মশায় কি ভাবছেন চিরদিন মাষ্টার থাকবেন? মোটে নয়। কাউকে বলবেন না। আপনাকে মহারাজ কেন এনেছেন জানেন?

—যতটুকু জানতে পেরেছি তার চেযে বেশী জানবার সৌভাগ্য হয় নি।

হাত মুখ নেড়ে চুপি চুপি কানু ঘোষ বল্লে—আপনাকে দেওয়ান করবে। কাকেও বলবেন না।

তার পর সে কারণ বল্লে। উপস্থিত দেওয়ান দিগম্বর বিশ্বাস, দারুণ অত্যাচারী এবং অসাধু। প্রভুর মোটা গলায় বেশ কচ কচাকচ—মানে ছুরি চালায়। প্রজারও ভিটে মাটি নষ্ট করে। রাজা চাননা কুমারের আমলে প্রজার উপর অত্যাচার হয়—অত্যাচার করার যত পাপ নিজের জীবনের সঙ্গে শেষ করতে চান।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম যে দিগম্বর যদি অত্যাচারী অনাচারী রাজা তাকে বরখাস্ত করেন না কেন? সে হাসলে। বল্লে—কেবল আইনের কেতাব পড়ে এ জ্ঞান হয় না। বাবাজী ভুত নামাতে ভুত ঘাড়ে চাপে। তাকে তাড়ানো তখন দায় হয়। খুব ভালো ওঝার ঝাড়ন-মন্ত্রে নেহাৎ যখন যায়—বাটনা বাটার শীল মুখে করে নিয়ে যায়।

বুঝলাম অনেক গুপ্ত রহস্য জানে দিগম্বর যে রহস্য প্রকাশ করতে চায়না রাজা। তার কি উপায় নাই?

তার বাঞ্ছনীয় নয় তবে সে বারশো মাইল দীর্ঘ যাত্রা করবার ভার ঘাড় পেতে কেন নিলে। অযথা মিথ্যার বোঝার উপর একটা ঘাসের আটি চাপালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত ?

—আস্তে খান তার ফোঁড় গোনেন না তো মশায়। কেন এলাম ? না হ'লে রাজার সিপুইয়ের পো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বুঝবেন—বুঝবেন।

আমি হাসলাম। ড্রাইভার অনুরোধ করলে গাড়ীতে ওঠ্‌বার।

এমন জায়গায় বসেছিলাম যেখানে কবিতা স্বচ্ছন্দ গতিতে উদ্গত হয়, ঝরণার জলের মত। স্থানটা পাহাড়ি ফুলে আর অসংখ্য ঝরণে ভর্ত্তি। আর কোথা থেকে খোরপাক খেয়ে [illegible]কি থাক্‌বে না। দণ্ড বাতাসের—শীতল প্রাণ মাতানো পুষ্টিকর [illegible]বে !

গাড়ীতে বসে কানু ঘোষ বল্লে—

জ্বালিয়ে দেওয়া আর চষা[illegible]জী এ সব কথা প্রক[illegible] পেলে আমার তো [illegible] জমি[illegible] চাটি হবে—তোমারও দেশে ফেরা খুব সহজ হবে না। জজেরি নাতি হও আর নন্দ দুলালই হও।

গাড়ী যখন গিরি পথে ছোটে এঁকে বেঁকে তার মুখের ভাব হয় অপরূপ। সদাই সন্ত্রস্ত—সর্ব্বদাই যেন আশঙ্কা বুঝি গাড়ী খাদে পড়বে গিরি নদীতে মাছ ধরতে। কিম্বা পাহাড়ের শিখরে উঠ্‌বে সূর্য্যি মামার দেশে মিশিয়ে যেতে।

শোণে যখন গাড়ী পৌঁছিল—দেখলাম রাজার কুমারের আর মেয়েদের গাড়ী যাতে উঠেছিল বধূরাণী রাজকুমারী আর এক জন

কথার জবাব দিলে না। কাণ্ডা ঘাটে গিয়ে গাড়ী থামলো—ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে শিখ্ ড্রাইভার যন্ত্র অসুরের দেহ শীতল কর্ব্বার চেষ্টা করলে। একপাল উঠ ধুলা উড়িয়ে উপদ্রব করছিল।

এবার কানু ঘোষ কথা কহিল। বল্লে—মশায় কি ভাবছেন চিরদিন মাষ্টার থাকবেন? মোটে নয়। কাউকে বলবেন না। আপনাকে মহারাজ কেন এনেছেন জানেন?

—যতটুকু জানতে পেরেছি তার চেয়ে বেশী জানবার সৌভাগ্য হয় নি।

হাত মুখ নেড়ে চুপি চুপি কানু ঘোষ বল্লে—আপনাকে দেওয়ান করবে। কাকেও বলবেন না।

—অভিসম্পাত? ...স্ক। উপস্থিত দেওয়ান দিগম্বর বিশ্বাস, দারুণ

—হ্যাঁ এদের অভিসপ্ত ... মোটা গলায় বেশ কচ কচাকচ—মানে অভিসম্পাত এই রকম প্রবাদ। সে ...করে। রাজা চাননা কুমারের

কারণ আর একখানা বুইক এসে পৌঁ... করার মত পাপ নিজের ঝুপ করে নামলো ভানু সিং মানু সিং আর সানু ঘোষ।

এরা আমাদের দিকে এসে পাহাড়ের গায়ে পাথরের উপর বসলো। ...একটা সিগারেট ধরালে, আমাকে একটা দিলে।

...কানু বল্লে—আরে ঝাড়ু মারো পাহাড়ে। বাপ এদেশেও মানুষ ...। ...লাট বে-লাটদেরই পোষায় বাবা।

...মানু বল্লে—রাজার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। নহিলে আর এদেশে ... না?

...চার ...নু—পুত্র স্নেহ। কুমার গত প্রাণ—যা বলবেন।

কানু—আর পুত্রের হল ইস্ত্রী গত জ্ঞান। বধূরাণী বাপ-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন—কাজেই ঝাঁক বেঁধে সবাই এলাম বর যাত্র। আঃ মোলো যে দিকে তাকাও—কেবল পাহাড়। ছোটনাগপুরের পাহাড় —পাহাড়ের বেটা পাহাড়। আর এ কিরে বাবা! যেন রাক্ষস—গিল্‌তে আসে।

সানু বল্লে—কহ কেন কথা? আচ্ছা বাবা পাহাড় হবি তো পাহাড় হ! জোড়ের মুখে আবার নদী কেন রে বাবা!

এ-ক্ষেত্রে সানুর রস-বোধ আত্মগোপনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস সহ্য করতে পারে না। সে বল্লে—আর দেখেছ—এ দেশের লোকগুলার কথার ছিড়ি-ছাঁদ নেই। ঘরের শত্রু হয় যে, বর যাত্র যায় সে।

দুর্ব্বৃত্তের দল! কিন্তু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের শক্তি এদের অপরূপ। আমি বর যাত্র না কন্যা-যাত্র ঠিক্ করতে পারলাম না।

আমাদের দেখতে পেয়ে রাজা হোটেলের উপর হ'তে নেমে এলেন।

—আরে বাবাজী—আরে তো শালারাও আসছিস। কেমন দেশটি বল্‌তো রে ভাই। খাসা—কি বলিস?

সমকণ্ঠে তারা বল্লে—আঃ! স্বর্গ।

—না হ'লে মহারাজ, স্বয়ং মহাদেব টেকে থাকতেন এই হিম পর্ব্বতে। তিনি তো ষাঁড় চড়ে যথা ইচ্ছা যেতে পারেন।

—আর কি তোফা হাওয়া—

—আর কী দিরিশ্যি। আমাদের রাজবাড়ীতে এত ছবি গাদা এমনটি একখানিও নয়।

মহারাজা বল্লেন—তাও কি হয় রে ভাই। এ হ'ল আসল আর তারা হ'ল নকল।

সবাই আন্তরিক হাসলে—যেন ছায়া ও কায়ার পার্থক্যের সন্ধান পেয়ে তাদের তিন পুরুষের অন্তরাত্মা সত্যের আসল রূপ দর্শন করে চরিতার্থ হ'ল।

এবার কানু ঘোষ বর্ণনা করলে ঝরণার—অনিন্দ্য চিত্র যার মধ্যে অস্ফুট ফার্ণ—অনাবিল জলের উপলদের সঙ্গে কলহের গান এবং পাহাড়ী বুলবুল কস্তুরার মধুকণ্ঠের নিখুঁত চিত্র ও শব্দ ফুটে উঠ্‌লো।

বাকি ছিল ভানু সে বর্ণনা করলে খাদের।

ভাবলাম এ একটা সাধনা। ক্ষণে ক্ষণে ভাষা বদলানো ভাব বদ্‌লানো—অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন—দক্ষ শিল্পীর আর্ট।

কিন্তু কোন্ ভাবটা এদের আসল—রাজ-বিদ্বেষ না রাজ-প্রীতি।

যখন রমা ও তিলোত্তমা পুনরায় গাড়ীতে উঠ্‌লো বুঝলাম—হিমালয়ের মোহিনী মায়ার ফাঁদে তারা ধরা পড়েছে। আনন্দ তাদের প্রতি পাদক্ষেপে হ'ল সূচিত। গাড়ীতে ওঠবার সময় তিলোত্তমা বল্লে—বাবা—বাবাই বেশ মজা না!

স্নেহ-ভরা তুষ্ট দৃষ্টি। রাজা পরাক্রম দেব সিংহ চৌধুরী বাহাদুরের সকল উপাধি সকল বিক্রমের আবরণ খসে পড়লো। পিতা আনন্দে অভিভূত হ'ল কন্যার স্বচ্ছন্দ বিমল স্ফূর্তিতে।

তেমনি সেই আনন্দ ফুটে উঠ্‌লো মার চক্ষে, আমি যখন মোটর থেকে নেমে সটান শীলা-লজে গেলাম। জননী জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বের সমাচার কিন্তু প্রত্যুত্তরের কোনো কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলে না

—মুগ্ধ হ'লেন তিনি পুত্রের কণ্ঠস্বরের সুখ-শব্দে। কিসের কথা—কথার অর্থ। পুত্রের কণ্ঠস্বরের অপেক্ষা মাধুরী নাই কোনো ধ্বনিতে।

আমার মনের স্তরে স্তরে সাজানো ছিল অনেক কথা। কিন্তু মাতৃ-দর্শনের সুখ-অনুভূতি যেন নিমেষে তাদের করলে অবলুপ্ত।

বাবা বল্লেন—মোটের ওপর সুখে আছিস্ তো।

আমি বল্লাম—বাবা আপাততঃ উত্তেজনার মধ্যে আছি। যে কাজে বাহাল হ'য়েছি—সে কাজ ছাড়া সকল কাজ করছি। রাজাদের নামে অনেক কথা শুনছি কিন্তু এদের ব্যবহার দেখছি অমায়িক।

মা বল্লেন—হ্যাঁ রে রমার কি রাজার ঘরে পড়ে মেজাজ বদ্‌লেছে।

—কিছু না মা। আমার বিশ্বাস তারই সুপারিশে আমার চাকুরী হ'য়েছে। অথচ সে কিছু ভাঙ্গে না।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—রাজেনের জামাইটি কেমন? বেশ লেখা-পড়া শিখেছে ব'লে শুনেছি।

আমি তার বর্ণনা দিলাম। কেহ চিনিয়ে না দিলে রাজপুত্তুর বলে বোঝা যায় না। ভারী আমোদ প্রিয় রসিক আর মিশুক—যেমন মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা হয়।

পিতামহ বল্লেন—রাজা ভারি অমায়িক। তবে লোকজনের উপর দাব নেই। রাজত্বটি চোরের বাসা—দলাদলি অত্যাচার অনাচার।

মা ভীত হ'লেন। বল্লেন—কাজ নেই বাপু ওদেশে গিয়ে। কোনো ছল ক'রে ছেড়ে দে ওদের কাজ।

আমরা তিন পুরুষ হাসলাম।

আট

আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী ছিল জ্যাকো পাহাড়ের অঙ্গে ঝোলা। বাড়ীগুলা—বিশেষ যে সব প্রাসাদগুলা কেলুগাছের ঝোঁপের মধ্যে লুকানো। রাজেন্দ্রবাবু রাজ-বৈবাহিকের জন্য যে বাগানবাড়ী মনোনয়ন করেছিলেন তার অব্যবহিত উপরেই জ্যাকোর একটি শিখর। বাগানে দাঁড়ালে দিক-চক্রবালে দেখা যায় পাহাড়ের আর আকাশের মিলন—সবুজ পাহাড়—নীল আকাশ। সমস্ত সিমলার বড় বাজার মৌচাকের মত প্রতিভাত হয় বাগানে দাঁড়ালে। সম্মুখের পাহাড়ে দৃষ্টিগোচর হয় বড় লাটসাহেবের প্রাসাদ—গৌরবের স্থাপত্য।

মানুষের সন্তোষ হয় না কিছুতে—শত পতি যেমন লাখ পতি না হওয়ার দুঃখে জর্জ্জরিত—কুটীরবাসী তেমনি মাট-কোটাবাসী না হওয়ার মর্ম্ম-বেদনা কাতর।

রাজা বল্লেন—বাড়ী থেকে সব দেখা যায় বাবাজী—কিন্তু বরফ দেখা যায় না।

আমার ছাত্রী বল্লে—বাগানে ডালিয়া আছে, জিনিয়া আছে, ফুসিয়া আছে, রুক্স আছে, কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা তো নাই।

কুমার বল্লে—তাই সব ভাল—কিন্তু রিক্স কিম্বা ঘোড়া না হ'লে কার সাধ্যি ম্যাল থেকে উপরে ওঠে।

কানু, ভানু, মানু, সানু যথা পূর্ব্বং তথা পরম। আমার সামনে বল্লে—কেবল মাথা-ক্ষ্যাপারাই এদেশে আসে।

রাজা ও কুমারের কাছে বল্লে—এইটাই কি কৈলাসপর্ব্বত ? মহারাজ দেশে ফিরতে তো আর মন চাইছে না।

কিন্তু হিমালয়ের হাওয়াতে অচিরে সবাই হ'ল প্রফুল্ল।

রাত্রে আমি থাকতাম নিজের বাড়ীতে। কিন্তু রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারতাম না। প্রায় আটটা থেকে ন'টা অবধি গান হ'ত তার পর আরম্ভ হ'ত রাজ-ভোজ—আমি হাজার ফুটের অধিক নেমে—মাইল দুই পথ চলে গৃহে পৌঁছিতাম।

পিতামহের যত অস্ফালন ছিল পত্রে। পিতার অনুপস্থিতিতে জজ সাহেবকে জেরা করতাম—দাদু আমি বকাটে ছেলে—স্থানে অস্থানে গান গেয়ে বেড়াই নয়।

পিতামহ হাসিলেন—সরল অমায়িক হাসি। তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমাদের সংসারের অবস্থা। আমি মাত্র বংশধর পরিবারের এই শাখার। এ ক্ষেত্রে আমার উন্নতির উপর বংশের মান-মর্য্যাদা নির্ভর করছে।

এ মান-মর্য্যাদা বাড়াতে গেলে, কিম্বা বজায় রাখতে গেলে কেন সরকারী চাকুরী সংগ্রহ কর্ত্তে হ'বে, এ সমস্যা আমাকে ব্যথিত এমন কি একটু লাঞ্ছিত কর্ত্ত। এদেশে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষা লাভ করেছি। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কৃষি-শিল্প শেখে না, ব্যবসা-বাণিজ্যের রহস্য আয়ত্ত করে না—তার পক্ষে মর্য্যাদার যে বাঁধা রাজপথ আছে—আমি সে পথে চলেছি। দেশের গণ্যমান্য লোকেদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন আইন-জীবি। পিতামহ স্বয়ং ব্যবহারজীবিরূপে জীবনপথে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। তবে কেন তিনি এ বৃত্তিকে হীন মনে করেন।

তাঁর দুর্ব্বলতার কথা বল্লাম। তিনি ওকালতী করা অধ্যায়টি জীবন-চরিতের পুস্তক থেকে মুছে ফেলতে চান—এ রহস্য আমার নিকট অত্যন্ত জটিল মনে হত।

দাদু জজীয়তী মেজাজে আমার বক্তৃতা শুনলেন। তাঁর বিপক্ষে দুর্ব্বলতার অভিযোগ যখন বিবৃত কল্লাম মৃদু হাস্য উদ্ভাসিত হ'ল তাঁর প্রশান্ত মুখে। শেষে রায় দিলেন জজ—রায় রমাপ্রসন্ন গুপ্ত বাহাদুর।

ওকালতী ব্যবসাকে নিন্দনীয় বলতে পারে মাত্র বাতুল। কিন্তু সকল এমন কি বেশীর ভাগ উকীলকে সম্ভ্রান্ত—নীতির দিক থেকে,—বলে যে সে অনভিজ্ঞ উকীলের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে। পরের দ্বন্দ্বের এক পক্ষে যুদ্ধ ক'রে—প্রতিপক্ষের মাত্র অন্যায়টুকু সে দেখতে পায়। নিজের পক্ষের অন্যায়কে গোপন করা বা তার উপর রাঙ্‌তা মোড়া হ'ল ব্যবহারজীবির ধর্ম্ম—উৎকৃষ্ট সাধু ব্যবহারজীবির ধর্ম্ম। আর অসাধু ব্যবহার-জীবি গাউনের অন্তরালে কি জঘন্য বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করে—সেটা তোমায় জানাতে চাই না। এরা তীর্থ-পাপী—প্রথম শ্রেণীর পাপী।

আমি বল্লাম—তা হ'লে দাদু আপনার নাতি তীর্থ-পাপী হ'তে পারে?

—ছিঃ দাদু অমন কথা বলে।

—অকেজোর বিয়ে করা ভাল?

—মোটেই না।

—তবে কেন বিয়ে করতে বলেছেন?

—তুমি তো দাদু অকেজো নও।

—বল্‌ব দাদু— রোগ। আপনি চান আমাকে কাছে রাখ্‌তে। তা হ'লে অর্ডার সাপ্লাই করলেও দোষ নেই।

পিতামহ রুমালে মুখ মুছলেন। উত্তর দিলেন না। আমি শিশুর মত তাঁর গলা জড়িয়ে বল্লাম—আপনার তো নিজের ছেলের কাছে আছেন দাদু। আমাকে দুনিয়াটা চিন্‌তে দিন দাদু, আপনার বড় বংশের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন কর্ব্বনা—অসাধু হ'ব না।

এবার দাদুর মুখে হাসি ফুট্‌লো স্পর্শের কুহকে। বল্লেন—টাকার চেয়ে যে সুদ মিষ্টি ভাই! তা যা দুনিয়া চিনে আয়।

মা রাত্রে উঠে এসে গায়ে হাত বুলিয়ে যেতেন। মোট কথা—এই স্বার্থপর লোকগুলি মিলে আমার ভবিষ্যৎ কালকে নিষ্প্রভ কর্ব্বার চেষ্টায় বিধি-মতে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন।

প্রথম দু'রাত্রি নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা এত হ'ল যে, আমার নূতন কর্ম্মস্থলের কথা উঠ্‌লো না।

তৃতীয় রাত্রির মজলিশে মা তুললেন ওদের কথা আমারই সুখ দুঃখের কথা প্রসঙ্গে।

—যদি রমুর মত মেয়ে পাইতো চুণীর বিয়ে দি। কি সুন্দর হ'য়েছে বাবা। ওর মা ওকে চিনতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিলাম। সে স্বামী ও শ্বশুরের অতি প্রিয় তা বললাম। তারই নিস্তব্ধ প্রভাবে ওরা এসেছে সিমলায় কারণ কুমার সেদিন বলছিল বিয়ের পর ওদের বংশের বৌ-রা বাপের বাড়ী যেতে পায় না। বৌরাণীকে তার মা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুবিধা দেবার জন্য শ্বশুরমশাই এখানে এসেছেন। নিত্য কালীবাড়ীতে পাঠান হয় রমাকে

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অবসর দেবার জন্য।

মা বল্লেন—তার ফলে আমাদের কালীবাড়ীর মজলিশ বেশ জম্‌ছে ক'দিন। মেয়েটাও বাপু তেমনি গায়ে পড়া। ভারি আনন্দ হ'য়েছে চূণীদা ওদের দেশের মাষ্টার হ'য়েছে বলে।

আমি বল্লাম—আমার ছাত্রীকে দেখেছ মা?

—দেখিনি? সে তো নিজের জায়গায় বসে না—সারাক্ষণ আমারই কোলে বসে থাকে।

এবার পিতামহ কথা কহিলেন। বল্লেন—এবার মুষলগড়ের রাজার বংশের অভিসম্পাত কাটবে ওরা এত যখন গণতান্ত্রিক হয়েছে!

আমি বিস্মিত হ'লাম। অভিসপ্ত পরিবার বলেছিল কানু ঘোষ। পিতামহ অভিসম্পাতের গল্প বল্লেন।

পরাক্রম দেবের পিতা অত্যন্ত অত্যাচারী জমিদার ছিল—ভারি সন্দিগ্ধ ততোধিক দাম্ভিক। তার ধারণা ছিল যে বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন নারায়ণ, তার সেবার জন্য। অত সমৃদ্ধি তবু তার বিশ্বাস ছিল যে শত যন্ত্রনা একত্র হ'য়ে তার শরশয্যা রচনা করেছে। তার শরশয্যায় শোয়া একটা মূর্ত্তি আছে ওদের রাজ-প্রাসাদে।

আমি এতাবৎ কাল তো মুষলগড়ে যাই নি। যে প্রাসাদে শরশয্যায় শোয়া মূর্ত্তি থাকে—নিশ্চয় সে রাজবাড়ী আরও কৌতুকে ভরা।

পিতামহ বল্লেন—একদিন হাতী চ'ড়ে যাচ্ছিল রাজা উদয় দেব এক গ্রামের পাশ দিয়ে। হাতী এক মাচার উপর থেকে একটা কুমড়া পেড়ে নিয়ে ভোজন করেছিল। কুটীর স্বামীর দশ বছরের ছেলে এসে

বলেছিল—নারায়ণের সেবার জন্য চালে কুমড়া ছিল, হাতীকে খাওয়ালেন—আপনার পাপের ভয় নাই ?

রাজা এমন কথা কোনো দিন বড় ছোট কারও মুখে শোনেনি। সে বল্লে—বেয়াদব ফাজিল ছেলে জানো আমি কে ?

বালক জানতো না। সে ব্রহ্ম তেজের টুক্‌রো বল্লে—যেই হও রাজাই হও আর মহারাজাই হও নারায়ণের নামে রাখা ফল—ছিঃ মহাপাপ !

ক্রোধান্ধ রাজা উদয় দেব মাহুতকে আজ্ঞা দিলে ব্রাহ্মণ কুমারের কান মলে দিতে।

বড়র ভৃত্য—তারাও অভিসপ্ত। দাসত্বে তাদের দেহ মন সমস্তই অপবিত্র হয়। সে বীর দর্পে কম্পমান কুমারের কানে হাত দিলে ভ্রূকুটি ক'রে। বালক পায়ের খরম দিয়ে এমন জোরে মাহুতের রগে মারলে যে তখনই লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

উন্মত্ত হ'ল রাজা উদয় দেব। তার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে মুষলগড়ের রাজ-হস্তীর মাহুত সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের অর্ব্বাচীন পুত্রের কাঠের পাদুকা প্রহারে ভূমিশায়ী। এ লাঞ্ছনা বরদাস্ত করবার মত শিক্ষা দীক্ষা বা তিতিক্ষা ছিল না রাজা উদয় দেবের। তার হাতে পিস্তল ছিল। অন্ধ মুনির পুত্রের মত ব্রাহ্মণ বালক পিস্তলের গুলি-বিদ্ধ হ'য়ে ধরাশায়ী হ'ল।

মা দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন—না বাপু তুই ও পাপ সংসারে কাজ কর্ত্তে যাস নি। এঁদের বংশের তুই সবে ধন নীলমনি।

পিতা বল্লেন—পাষণ্ড।

আমি বল্লাম—ফাঁসি হ'ল না?

—যার প্রভাব আছে প্রতাপ আছে তার কি ফাঁসি হয় দাদু? দশরথ রাজার স্পষ্ট নজির আবহমান কাল চলে আসছে জগতে। কেহ বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল না। বরং প্রকাশ হ'ল যে দিন-দুপুরে একটা বুনো শুয়োর রাজার হাতীর শুঁরের নীচ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল—তাকে মারতে গিয়ে রাজা ব্রাহ্মণের ছেলেকে মেরে ফেলেছে।

—কি কেলেঙ্কারী!—বল্লেন মা।

—না মা ভগবানের বিচার আমাদের বিচারের মতন নয়। তার শোকাতুরা বাঘিনী মা এসে বল্লে—দেখ্ রাজা—তোর যুবরাজ তার বড় ছেলে ছেলের যুবরাজ এমনি অপঘাতে মরবে তোর চেয়ে নিষ্ঠুর জন্তুর কামড়ে।

—রাজার পিস্তলে আর গুলি ছিল না?—জিজ্ঞাসিলেন পিতা।

—সে সাহস হ'ল না রাজার। সাতদিনের মধ্যে তার যুবরাজকে সর্পাঘাত করলে। তাই আজ পরাক্রম দেব মুষলগড়ের রাজা। ইনি ছোট কুমার ছিলেন। ওদের নিজেদের মধ্যে বলে ছোট লাল।

ঘড়িতে বারোটা বাজ্‌লো।

আমার প্রাণ শিহরে উঠ্‌লো। ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাত ছিল তিন পুরুষ যুবরাজের উপর। আহা! বেচারা কপিধ্বজ! আর ভেসে এলো সেই পাহাড়ের হাওয়ার সঙ্গে কেলু চিড় চেড় বাণ গাছের ঝোপের ভিতর দিয়ে প্রসন্ন ইন্দুমুখ—আনন্দময়ী রমা-প্রতিম বধূরাণী রমার স্মৃতি।

মায়ের মনও ঐ রকম ভাবধারায় প্লাবিত হচ্ছিল।

—আহা! আর যেন না হয় বাপু। রাজেনবাবুর জামাইকে দেখি নি—শুনেছি ছেলেটি বড় অমায়িক।

বাবা ছোট এক কথায় বন্ধু-প্রীতি প্রকট কর্লেন।

—হুঁ!

দাদু বল্লেন—ওরকম অভিসম্পাত কি ব্যর্থ হয় মা? এ যুবরাজও ঠিক ঐরকম নিদারুণ পশুর কামড়ে প্রাণত্যাগ করেছে।

—হ্যাঁ করেছে? তা হ'লে রাজেনের জামাই—

—ও ছোট লাল। যুবরাজ মস্ত শিকারী ছিল। জঙ্গলে জঙ্গলে শীকার ক'রে বেড়াতো। একটা বাঘকে মেরে মাচা থেকে নেমে তাকে তাড়া করেছিল। হঠাৎ ফিরে বাঘটা ধরলে তাকে। সেই বনেই মৃত্যু হ'ল তার।

সকলের মনের যেন একটা ভার নেমে গেল। এই সংসারের রীতি —প্রেমের এই স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুরতা। যুবরাজের মৃত্যু-সমাচার নিরাময় করলো তাকে যে বিবাহ করেছে এক মহিলাকে—যে মহিলা এ সংসারে প্রিয়! মৃতের জন্য কেহ সন্তপ্ত নয়—তার মৃত্যু সকলকে নিরুদ্বেগ করলে।

স্পষ্ট-ভাষিণী জননী আমার—বল্লেন—তবু ভাল। আহা! ভারি অমায়িক আর গায়ে-পড়া রমা মেয়েটা। জ্যেঠিমা ব'লে এমন বাপু গলা জড়িয়ে ধরলে। অমনি একটি বৌ পাই।

পিতা ডিপ্লোম্যাট! জিজ্ঞাসা করলেন—যুবরাজের ছেলে-পুলে নাই?

—হ্যাঁ একটি ছেলে হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে বিচ্ছুর কামড়ে! তিন পুরুষ! তারপর যুবরাণীটি অবধি মারা গেছে—সর্পাঘাতে।

একশো সতেরো

সর্ব্বনাশ !

মা জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা সে ব্রাহ্মণরা আছে ?

—পাগলী বৌমা। সে দেশে তারা থাকতে পারে ? কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—কে তাদের সন্ধান রাখে।

বলা বাহুল্য সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হ'ল না। যে সব স্বপ্ন দেখলাম সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারলামনা ভোরে। তবে সে স্বপ্ন নাটকে সাপ হরিণ, বাঘ বন—বরাহ রমা ও লোল-জিহ্বা মা কালীর ভূমিকা ছিল।

আর ছিল তেজ-দীপ্ত ব্রাহ্মণ কুমার—যার ছিল না তুচ্ছ প্রাণের ভয়—যে অত্যাচারের সঙ্গে আত্মীয়তা কর্ত্তে শেখেনি—ক্ষমা গুণে নয়—ভয়ে—উপদ্রবের কণাকণা থেকে আপনার তুচ্ছ স্বার্থ পুষ্ট করবার নীচ অভিসন্ধিতে।

এ রোমান্সে যে পরিবারের ইতিহাস জড়ানো—সে পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা অসম্ভব বোধ হল।

এক একবার নিজের মনোভাব বিচার করতাম। আমার কুতুহলের অন্তরালে কি কুৎসিৎ অনাগত কালকে জানবার কামনা ছিল—যে যুগে অঘটন ঘটবে এই অভিশপ্ত রাজ-সংসারে। কিন্তু নিজের সকল ভাব-ধারাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখেছি—সেখানে প্রেম ভিন্ন অন্য কোনো ভাব বিদ্যমান ছিল না। এই কয়েকদিনে এত বন্ধুত্ব হ'য়েছিল এদের সঙ্গে যে তাদের অকল্যাণের আতঙ্ক আমাকে ব্যথিত করছিল।

মনের অন্তস্তলে যেন কার অজানা সুর শোনা যাচ্ছিল—এ পরিবারের সঙ্গে আমার মিত্রতার ফল হ'বে ইষ্ট।

নয়

যুবরাজের সঙ্গে অশ্বারোহনে বেড়াতাম—সিমলার সকল পথে।

দিন দিন তার চরিত্রের অমায়িক সরলতা ফুটে উঠ্‌ছিল আমার চক্ষে। তার কথা-বার্ত্তা হাব—ভাব মোটে ইঙ্গিত দিলে না তার নরঘাতক পিতামহের অনাচারের।

একদিন এনানডেল খেলবার ময়দান থেকে বড় রাস্তা দিয়ে ওঠ্‌বার সময়—পথের ধারের ঝরণার পার্শ্বে বস্‌লো কুমার। স্থানটি অতি নির্জ্জন—অভ্রভেদি কেলু—দেবদারুর এমন ঝোঁপ যে অতি অস্পষ্ট দেখা যায় আকাশ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রশ্মি ঝরে পড়ছিল—যার ফলে অশেষ প্রকার চিত্র অঙ্কিত হচ্ছিল ভাঙ্গা পাথরের ওপর। শীতল জলের অতি ক্ষীণ-স্রোত উপলরাশির ফাঁকে ফাঁকে উপর নীচে আশে-পাশে বহিতেছিল।

অভুক্ত ভাড়া-করা অশ্বযুগল অবসর বুঝে ফর্ণ আর ঘাস খেতে লাগল — শক্ত কাঁটার মত পাহাড়ী তৃণ।

আমি মুষলগড়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। যুবরাজ বল্লে—দেশ ভাল দৃশ্য ভালো। কিন্তু মুস্কিল রাজপুত্তুরের। সে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বস্‌তে পারে না পাথর পথের কুড়িয়ে নিয়ে মুষলের জলে ছিনিমিনি খেলতে পারে না।

বুঝলাম ক্ষুদ্র রাজধানীর বাহিরে পোষ্ট অফিস আছে—কিন্তু সেথায় থান্না নাই এমন কি সাব্‌রেজিষ্ট্রি নাই।

কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

তার রসবোধ প্রবল। কুমার বল্লে—এ বিদ্যা কলেজে শেখা যায় না। আমাদের দেশের জন সাধারণের মাথার ওপর অনেক পাথর চাপানো আছে—স্তরে স্তরে। মহাজন—জমিদারের আমলা—জমিদার—সর্ব্বোপরি রাজপুরুষ। তা ছাড়া পুরুত মোল্লা মোড়ল প্রভৃতি তো আছেই। এক গগনে দুই সূর্য্য থাকতে পারে না। পুলিস আসলে—তার প্রতাপ ম্লান করবে নকল-রাজার শক্তিকে। সুতরাং আমরা দেশে থানা বসাতে দিই না। বেচারা পোষ্ট-মাষ্টার রাজ-পুরুষ হলেও নিরুপদ্রব। গ্রামের বাহিরে তাকে সহ্য করি।

এইসব অতি উত্তম সমাচারে আমার কুতুহল বেড়ে উঠ্‌তো, এদের ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে। যার উপর অভিশাপ ভাবনা হবে তার আনার কি?

হাঁফ্‌ ধরে চড়াই উঠ্‌তে। পাহাড়ীরাও হাঁফায় কায়থু বাজার থেকে যক্ষ পাহাড়ের হিল্‌ ভিউ প্রাসাদে উঠ্‌তে কাঙ্গড়া জেলার পাহাড়ী। শ্রমিকেরাও হাঁফায়। তবে একটা গাছের তলায় মাত্র দু'মিনিট বসলে শ্রান্তি দূর হয়। হিমালয় বায়ুর সঞ্জীবনী শক্তির চিরাচরিত রীতি।

যখন হিল্‌ ভিউতে প্রবেশ করলাম শৈল-বায়ু সযত্নে আমার ঘাম মুছে দিয়েছে। টেনিস খেলবার মাঠে গাছ কোমর বেঁধে তিলোত্তমা ছুটাছুটি করছিল। খেলার সাথী তার আধা সাঁওতালী আধা বাউড়ী দাসী। অবশ্য সে কালো পাথরের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন ঘটাবার সাধ গৌরীশঙ্করেরও ছিল না। তিলোত্তমার মুখ সিঁদুর বর্ণ ধারণ করেছিল।

দাসী আমাকে দেখে একটা খোবানী গাছের নীচে লজ্জায় লুকালো। তিলোত্তমা ছুটে এসে আমার হাত ধরলে।

আমি মুগ্ধ নেত্রে তার পাকা আপেলের মত গালের দিকে তাকালাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কানু—ভানু কোম্পানী কোথায়। একবার দেখায় সিমলার বাতাসের গুণ।

সে নিগুঢ় তত্ত্বটা বুঝতে পারলে না। বল্লে—বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—দাদা?

—ঐ ঘরে।

আমি তার হাত ধরে ড্রয়িং রুমে টেনে নিয়ে গেলাম। দুষ্ট মেয়ের পেটেন্ট হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত ছিল।

ঘরে ঢুকতেই সে হাত ছাড়িয়ে হাত তালি দিলে। কাব্যে বর্ণিত চকিতা হরিণীর মত শিহরে উঠলো রমা। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে এলাম।

কুমার বসেছিল একখানা কৌচের উপর। সে বল্লে—লজ্জা নেই এস।

রমার হাতে ছিল একটা পালকের ঝাড়ু। নিজের শাড়ীর ওপর একটা ধবধবে সাদা মলমলের আবরণ ঢাকা দিয়ে আসবাব পত্র পরিষ্কার করছিল। আমাকে গৃহে প্রবেশ করতে দেখে তিলোত্তমার খুব আনন্দ হ'ল।

—বৌ-রাণী দিদি পালাতে পারলে না; ধরা পড়লে।

সে আর একবার হাত তালি দিয়ে নেচে নিলে। আমি তাকে ধরে বল্লাম—কুমার দেখতো বধু-রাণীর দেশের গুণ।

কুমার বল্লে—রোদে হুড়াহুড়ি করলে আমাদের কোলেদের দেশেও অমনি গাল লাল হয়।

—কখনই নয়। হ'তে পারে না!—বল্লে মুষলগড়ের উত্তর কালের রাণী!

এবার রাজকুমারী বুঝলে বিতর্কের প্রসঙ্গ তার পক্ক বিম্বাধর ওষ্ঠ আর দাড়িম্ব গণ্ড। বনের হরিণের মত সে তিন লাফে পালিয়ে গেল ময়দানে।

কুমার বল্লে—ভাই সেই—এত্তা জঞ্জাল গানটা একবার গাও না।

আমি বল্লাম—বৌরাণীর মামাশ্বশুরবা এসে পড়বে। শেষে আমার চাকুরী যাবে।

—মামাশ্বশুররা?

কুমার বল্লে—কানু ভানু কোং—নূতন নাম দিয়েছে তাদের—চুণী! বাবাই রাত দিন তাদের শালা শালা বলেন কিনা তাই—

রমা বল্লে—বাবাই ওদের সঙ্গে থাকেন ভাল।

আমি বল্লাম—নিজে ঘর পরিষ্কার কর—তাই তোমার ঘর দ্বারা এত পরিষ্কার রমা—এই বধূ—বধূ-রাণী অর্থাৎ।

কুমার বল্লে—বিম্বত্বক্ক নৃপত্বক্ক—

সে বল্লে—কেবল তাই? এই কুমার বাহাদুরের মাথার উকুন অবধি মেরে দিতে হয়—একেবারে অকেজো।

আমি তাকে বল্লাম—সিমলার গৃহিণীরা তোমার গুণে মুগ্ধ হয়েছে।

তার পর মা যা বলেছিলেন বল্লাম—কেবল একটা কথা বাদ দিয়ে।

সে কথাটা সে বল্লে—জ্যেঠিমা কি বলেন জান চুণীদা। আমার

মত সুন্দরী বৌ পেলে তোমার বিয়ে দেবেন। আমার মত সুন্দরী—তা হ'লে কত সুন্দরী বুঝেছ। স্নেহ অন্ধ তাই আমিও সুন্দরী।

সে শিশুর মত হাসতে লাগলো।

কুমার বল্লে—কেবল ছেলে নয় মাও বদ্ধ-পরিকর হ'য়েছেন চাণক্য-শ্লোক ভাসাবার।

রমা বল্লে—নূতন কিছু রসিকতা থাকে তো কর।

তার পর সিমলার গল্প হল। কুমার শতমুখে সুখ্যাতি করলে সিমলা শৈলের, কেঁলু গাছের, বুল বুল বস্তার, ঘন নীল আকাশের।

রমা বল্লে—আর কিছু না হয় বাবার শরীরটা নিশ্চয় সারবে। মন খুব প্রফুল্ল—কলকাতায় একেবারে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পিছনের দরজা দিয়ে স্বয়ং সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা পরাক্রম দেব সিংহ চৌধুরী গৃহে প্রবেশ করলেন। শেষ কথাটা তিনি শুনেছিলেন। বল্লেন—বুড়ো রাজাকে মারবার কি সব ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে।

আমি লজ্জিত হলাম। রমার গণ্ড দ্বয় লাল হ'ল। এদের বংশের কুমারী বা বধূরা বাহিরের লোকের সঙ্গে কথা কয় না। পরদার যথেষ্ট সম্মান ছিল।

কুমার বল্লে—চুণীবাবুকে তিলু ধরে এনেছিল ঘরে।

রাজা বল্লেন—তাতে কোনো অপরাধ হয় নি। ভাই-বোনে সাক্ষাৎ হওয়া আমার বংশের রীতির বাহিরে নয়।

—এ বিদেশ। দেশে গিয়ে আবার মহারাজের পরদার মর্য্যাদা—

—ওটি কথা নয় রে বাপ্ আমার। যে কাজ দেশে ভাল সে কাজ বিদেশেও ভাল। মন্দ যা তা পাহাড়েও মন্দ দেশেও মন্দ।

আমি অভিভূত হ'লাম।

রাজা বল্লেন—তবে কথাটা কহে নি বাবা! বাহিরের কেহ নাই। এখনও কাকেও বলিনি—ও শালারা না শোনে—

আমি অতর্কিতে বলে ফেল্লাম—বধূ-রাণীর মামা-শ্বশুরেরা।

রাজার রস-বোধ খুব বেশী। তিনি শিশুর মত হাসলেন—বল্লেন—বেশ নাম দিয়েছিস বাবা। কানু-ভানু কোং।

আমি বল্লাম—মহারাজের গোয়েন্দা বিভাগের বাহাদুরী আছে।

রাজা হেসে বল্লেন—ঐ যে গোয়েন্দা। মা আমার গ্রামোফোন।

তার পর রাজা বল্লেন গোপন কথা। আমাকে ম্যানেজারি নিতে হবে ছ'মাস পরে—দিগম্বর বিশ্বাসকে ইস্তফা দেবেন। আমি এ ছ'মাস মাষ্টারী করব—ভিতরে ভিতরে কাজটা বুঝে ন'ব। দিগম্বরের সঙ্গে এক বাসায় থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছে আমার। দিগম্বর চোর—কিন্তু চোরের কাজ না শিখলে জমীদারী শাসন করতে পারা যায় না।

স্থির হ'য়ে শুনলে কুমার। নিজের মনে ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছিল রমা।

কপিধ্বজ বল্লে—বাবা আমাকে কেন একটু ভার—

—ও কথা মুখে এনো না বাবা—যত দিন না সেটা কাটে।

বুঝলাম অভিসম্পাতের কথা।

তার পর খুব ধরলাম বৃদ্ধকে যোসাত্রা পার হ'য়ে ওয়াইল্ড্ ফ্লাওয়ার হ'লে যাবার জন্য। বৃদ্ধ সম্মত হ'লেন না।

—তোরা তিনজনে যা বাবা।

—তিলোত্তমা ? সে ত যাবে না ! শালা-ভগ্নি-পতির ঠাট্টা বিষদরূপ ছেলে মানুষ নাই বা শুন্‌লোরে বাবা !

রমা বল্লে—বাবাই ঠিক্ বলেছেন—ওঁদের সঙ্গে আমাদের যাওয়া ঠিক্ না !

—না তুই যাবি মা।

রমা বল্লে—ওঁরা যাবেন ঘোড়ায় ! আমি একলাটি নির্জ্জন পাহাড়ে ষোল মাইল কার সঙ্গে যাব বাবা ! লক্ষ্মী বাবা—সোনার বাবা চলুন। আমাদের তিনখানা গাড়ী আর ওঁদের দুটো বেতো ঘোড়া।

—আর তোর মামা-শ্বশুররা।

আমি বল্লাম—আমি ওদের ভয় দেখিয়ে কামনা দেবী পাঠিয়ে দ'ব। অর্থাৎ যদি মহারাজা ইচ্ছা করেন।

তাই স্থির হ'ল।

দশ

পাহাড়ের সেই নির্জ্জন স্থান থেকে হিমাচলের তুষার ক্ষেত্র দেখা যায়। আমি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন সিমলায় এসেছিলাম—বাঙ্গালী গ্রন্থাগারে স্ব-রচিত একটি গান গেয়েছিলাম। আজ সে সঙ্গীত স্মরণ হ'ল। কাজেই নিজের মনে গলা ছেড়ে গাহিলাম—

চির হিম-তনু হিমানীর
প্রখর কিরণে তব রবি
তুষারের জাগাতে অন্তর
শীত-অঙ্গে আঁকো কত ছবি।
দিকে দিকে শিখরে শিখরে
তুহীন তুষার ক্ষেত্রে ধীরে অতি ধীরে
সারাদিন কত রঙে কত নব ছাঁদে
রেখা টানো চির শিল্পী কবি।
অরুণ উষার রক্ত রাগে
শুভ্র দেহ স্পর্শে তব জাগে
প্রচণ্ড তোমার তাপে হিম
ঝলকে রূপ অসীম
বিদায় রশ্মিতে তব রবি জ্বলে ওঠে সবি।
অনন্ত শীতল হিম গিরি—
শেষে কাজল আঁচলে তারে রজনী আবরি
মুছে দেয় সব চিত্র—সব আলো—ছবি

এক অনির্ব্বচনীয় স্থিতিশীলতার আবেগ তুষ্ট করছিল আমাকে। কেন দ্বন্দ্ব কেন হুড়াহুড়ি—জীবনের এত জটিলতার জালে ধরা দেবার কি প্রয়োজন—যখন শৈল-শিরে দেব-তরুর উষ্ণ ছায়ায় বসে শীতল হিমাদ্রীর সঙ্গে চপল রবির হোলি খেলা দেখা যায়। গানের রেশটুকু রহিল কানে—তার সঙ্গে মিশিল পাহাড়ের হাওয়ার চলা-ফেরার সোঁ সোঁ শব্দ। চোখটা মুদে আসছিল—জীবনের গৌরব মনের মাঝে আসর জমা চ্ছিল।

কিন্তু—জীবনের একটা রসের দিক আছে—মানে রসিকতার। এমন জমাটি কাব্য-বোধের যদি কান ধরে না হ্যাঁচকা টান মারতে পারেন তো বিধাতা পুরুষ রসিক কেমন করে।

—এই যে চুণীলা—ল। বড্ড চ—ড়াই।

—তোমার গান—ওঃ বাবা!

—শুনে এলাম।

এ দ্বৈত আলাপের বক্তাদ্বয়—শ্রীযুক্ত নীরদ বরণ সেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য।

নীরদবাবুর বাড়ী পূর্ব্ব বঙ্গে—কলিকাতায় শিক্ষিত এবং সি দিল্লী-পুষ্ট—সুতরাং কেবলকে ক্যাবল বলা ভিন্ন—কথায় জন্মভূমির কোনো খোঁচ ছিল না। উনি কালীবাড়ীর কার্য্যাধ্যক্ষ—অতি দক্ষ ভিক্ষুক। আগন্তুককে মিষ্ট কথার বেড়াজালে ফেলে—মা কালীর প্রসাদ খাইয়ে—শেষে কালীবাড়ীর জন্য কিঞ্চিত আদায় করেন।

ভট্টাচার্য্য মশায়ের ঝুলি বেশ সোজাসুজি দুলে প্রার্থীর সামনে মুখ-ব্যাদন করে। তার প্রচেষ্টাকে সফল করে মুচ্‌কী হাসি এবং—ব্রাহ্মণের ছলে—প্রচ্ছদ-পট।

কি করি। স্বর্গ হ'তে একেবারে সোজা নেমে পড়লাম ক্লাইভ ষ্ট্রীটে—কারণ বুঝলাম এখনি টাকা আনা পাই এবং তার সঙ্গে মুঘল-গড়ের ধন-কোষের গবেষণা হ'বে।

পাহাড়ের চিরাচরিত ধারা—অচিরে শ্রান্তি দূর হয় বিশ্রান্ত পথিকের। তাঁরা ফেলুর ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করলেন।

নীরদবাবু বল্লেন—এইখানে কোথা থেকে না শতলেজ নদীর উপত্যকা দেখা যায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ যে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্চে—চিক্ চিক্ করছে—ঐটা নাকি শতদ্রু নদীর উপত্যকা।

নীরদবাবু মাত্র সতেরো বছর সিমলায় কাজ করছেন কিন্তু এ দৃশ্য দেখেন নি একে সরকারী দপ্তরখানার নথী—তার উপর কালীবাড়ী-বিস্তৃতি।

প্রায় পাঁচ মিনিট—ঐ যে—ঐ কামনা দেবীর পাশ দিয়ে—ওর নাম-কি-র রগ ঘেঁষে—ইত্যাদি দিক্ নির্দ্দেশ বাণীর সহায়তায় ভট্টাচার্য্য মশায় এবং অধীনতাঁকে স্বীকার করিয়ে ছাড়লো যে শতলেজ নদীর চড় হ'য়েছে তাঁর দৃষ্টিগোচর।

ভট্টাচার্য্য মশায় রসিক। তিনি সিমলা রঙ্গ-নাট্য সম্প্রদায়ে পূর্ব্বে বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করতেন। এখন জামাতা সিমলায় কাজ করেন—তাই ব্রাহ্মণ—বৃদ্ধ মন্ত্রী—বড় রাজা প্রভৃতি সাজেন।

তিনি বল্লেন—তুমি চশ্‌মা বদলাও নীরদ। দেখ্‌তে পাচ্চ না—জাট মেয়েরা কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্চে—বালীর চরে।

নীরদবাবু বল্লেন—তা দেখি নি—তবে একজন ধীবর যে—ইশে—

বিড়ি ধরালে তা দেখছি।

অপ্রস্তুত হ'লে কিম্বা রাগলে তাঁর পশ্চিম বঙ্গ ও পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতির বূ্যহ ভেদ করে ইসে শব্দ বার হয়—কোনঠাসা অভিমন্যু। প্রয়োগ করলেন ইসে বাণ।

ভট্টাচার্য্য বল্লেন—যাক্ দুর ছেড়ে নিকটে এসো।

আমি ভাবলাম—এবার ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

নীরদবাবু রাজনীতি বিশারদ্। একেবারে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে তিনি পৌঁছাতে চিরদিন নারাজ। তাই বল্লেন—আচ্ছা অবিনাশ—তোমাদের সেই পাগ্‌লা দর্শনিকের পার্টটা কেন চুণীলালকে দাও না গোটা কতক ভাল গান হ'লে জমে যাবে।

অবিনাশবাবু বল্লেন—নীরদ তুমি কি ভাব আমি চোখ বুজে পার্ট বিলি করি। ও পার্টটা তো চুণীলালের জন্য রেখেইছি। লালকালি দিয়ে মাখমের নাম কেটে চুণীর নাম বসিয়েছি—দেখ নি।

যে কালীবাড়ীর নামে চাঁদা ভিক্ষা করে তার পক্ষে না-দেখা এবং না-থাকা নাম দেখেছে বলা নির্দ্দোষ নয়, সুতরাং সেন মশায় তুষ্ণীভাব ধারণ করলেন।

বাল্যকালে এদের থিয়েটারে অভিনয় করেছি আমি। রমা—নীরদ-বাবুর কন্যা ঝরণা—আরও অনেক ছেলেমেয়ে নবীন প্রবীণের প্রমোদ মেলা—সিমলা নাট্য-সম্প্রদায়ে ঋষি কন্যা থেকে গোবরা মাতাল অবধি ভূমিকায় সোনা-রূপার গিল্‌টী-করা পদক লাভ করেছে। আমার নিজের তিনখানা মেডেল মা'র গহনার বাক্সয় বিরাজিত। আমার বিবাহের পর আমার ভাগ্যলক্ষ্মীর হস্তে সেগুলাকে সমর্পণ করবার উচ্চাশা মা'র মুখে প্রায় ব্যক্ত হ'ত।

আমি বল্লাম—নরেশবাবু নাববেন তো ?

—নরেশ ! ও না হ'লে কি আর থিয়েটার হয় ?

সত্য বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সিমলার গ্যারিক নরেশ সেন ।

—কোথায় মহল্লা হচ্চে ?

—কেন যেখানে হয়—হরিদাস গুপ্ত হলে ।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নীরদবাবু দেখলেন পাঁচ নকলে বুঝি আসল ভ্যাস্তা হয়। আবার দেড় মাইল ওতরাই গড়িয়ে নামতে হবে।

তিনি বল্লেন—হ্যাঁ দেখ চুণীলাল বলছিলাম কি—বাঙ্গালী রাজা—বিশেষ রাজুর বেহাই—তা একবার ওর নাম কি কবলে—কি বল ভট্চাজ।

—তার আর কথা আছে ? বিশেষ তুমি বাঙ্গাল কোন্ না একটু ইসের চেষ্টা করবে। কি হে মাষ্টার চুণী—রাজা বাহাদুর একটু এথি-উথি করেন তো।

—আমি তো মাত্র মাসখানেক ওঁদের চিনি। তবে খুব ভাল লোক বলেই তো বোধ হয়। টাকা-কড়ির মালিক বোধ হয় দেওয়ান দিগম্বর। তাকে এখনও চক্ষে দেখি নি।

রাজা বাগানে বেতের চৌকীতে বসে তামাকের নল হাতে নিয়ে কানু-ভানু কোম্পানীর অত্যুক্তি-প্রতিযোগিতা পরীক্ষা করছিলেন।

আমার কানে গেল কানু ঘোষের কথা।

—আমার মেসোমশায়ের ভায়ের শ্বশুর বলতেন—বদরীকাশ্রম এত ঠাণ্ডা যে কথা কইলে মুখ থেকে টস্ টস্ করে বরফ পড়ে।

ভানু বল্লে—বলতেন ? আমার ছোটপিসের মামাতো ভাই—অর্দ্ধ

ঘণ্টা কথা কহে নিজেরই জমাট কথার বরফে কোমর অবধি পুঁতে গিয়েছিল।

সানু বল্লে—তার পর আমার মামার শালার খুড়-শ্বশুর কড়ুল দিয়ে সেই বরফের চাঙ্গড় কেটে কেটে তাঁকে উদ্ধার করেন।

মানু বল্লে—মহারাজ আমার দাদাশ্বশুরের মাস্তুতো ভাই সে কুঠারে কাঠ চেলিয়ে—সেই কাঠে হালুয়া রেঁধে খেয়েছে।

এতক্ষণ আমরা গাছের ঝোঁপের আড়ালে ছিলাম। নীরদবাবু বল্লেন—ভট্‌চাজ বুঝছ ব্যাপার ?

ভট্‌চাজ বল্লেন—হুঁ ! ইথে বড় ই লয়।

নানা জেলার চল্‌তি প্রবচন সংগ্রহ করা অবিনাশবাবুর চিরদিনের সখের খেয়াল।

রাজার অভ্যর্থনায় কিন্তু তাঁরা অভিভূত হ'লেন।

—আমি সিমলার রাজাদের সভায় আর রাজা কি বেহাই মশায়রা। যেখানে জয়পুর আসেন যোধপুর আসেন। বাজ-পাখীর কাছে দুর্গা-টুন্‌টুনী দাদা।

অবিনাশবাবু মনের খাতায় প্রচবনটি লিখে নিলেন নিশ্চয়। নীরদ বাবু নিশ্চয় ভাবলেন—দুর্গাটুন্‌টুনীর ইসে বড় সুবিধা হবে না।

কালীবাড়ীর গল্প হ'ল। সেটা যে বাঙ্গালী জীবনের মিলন ক্ষেত্র—এ সত্যকে নূতন দেওয়ালে পেরেক ঠোকার মতন ক'রে রাজার মাথায় পোঁতবার প্রচেষ্টা হ'ল। স্বর্গীয় রাজেন মুখোপাধ্যায়, হরিদাস গুপ্ত, কালিদাস বাবু, সার ভূপেন মিত্র প্রভৃতি উদ্যোক্তাদের নাম হ'ল। বর্ত্তমানে যে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সার লেডী রায়বাহাদুর প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমে

কালীবাড়ী অনেক অ-বাঙ্গালীর দৃষ্টি-কটু হ'য়েছে সে তথ্য বিবৃত হ'ল।

রাজা কিন্তু ভ্যাসলিন মাখা মাগুর মাছের মত হাত ফস্‌কাতে লাগলেন।

এবার অবিনাশবাবু সোজা মার মারলেন। তিনি বল্লেন—রাজা বাহাদুর আপনি কিছু ভিক্ষা দিন।

রাজা জোড় হাত ক'রে বল্লেন—ওরকম কথা বলবেন না বিহাই দাদা। মা'র নামে প্রণামী দিতে হ'বে। কি বলিস্‌ রে মাষ্টার বাবা—শালা দেওয়ান কি হাজার টাকার বেশী দেবে?

কুমার কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল।

রাজা বল্লেন—তুই কথা কস্‌ না বাবা! কম হ'লে ইয়ারা জামাইকে বাপ তুলে গালাগালি দেবেন আর যা দিবি দেওয়ান বল্‌বে শ্বশুরবাড়ীর দিকে টেনে বেশী দিয়েছে।

ভট্টাচার্য্য নিজের মনোভাব গোপন কর্ত্তে পারলেন না। বল্লেন—বাঃ! রাজা বাহাদুর জ্ঞানের খনি।

রাজা শিশুর মত হাসলেন। বল্লেন—মাষ্টার বাবা দেওয়ান হ'লে আপনারা একবার মুষলগড়ে পায়ের ধুলা দেবেন—কয়লার খনি দেখবেন। অভ্রের তামার লোহার সব খনি আছে—ক্রমশঃ খাদ কাট্‌তে হবে।

শেষে রাজা বল্লেন—মাষ্টার বাবা—ভদ্রলোকদের কিছু খাওয়া রে বাবা।

আমি তাড়াতাড়ি আয়োজন করতে বল্লাম, উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে।

কানু ভানু কোম্পানীর ঠিক যথাসময়ে সরে পড়া অভ্যাস ছিল।

কাজেই সন্দেশের থালা হাতে ক'রে হাসিমুখে রমা এলো। কুমারও উঠে গেল।

রাজা বল্লেন—মা আমার মেম। তোমার বাড়ী ওঁরা এখন খাবেন না মা—আমাদের নাতি না হ'লে। মাষ্টার বাবা তুই নে।

বিস্মৃত সামাজিক রীতিটি তাঁরা বুঝলেন। কিন্তু এ বিবৃতিতে যে আত্মীয়তা সূচিত হ'ল তাতে আগন্তুকেরা অভিভূত হ'লেন।

নীরদবাবু বললেন—রাজকুমারী তো আমাদের মেয়ে—ওঁর হাতে আমরা খাবো রাজা বাহাদুর।

তিলু কোমরে শাড়ী জড়িয়ে ভ্রাতৃ-জায়ার হাত থেকে থালা কেড়ে নিয়ে বল্লে—কেমন অপ্রস্তুত।

সবাই হাসলে!

রাজা বল্লেন—ননদের গঞ্জনা খেয়ে হাসছিস কেমন করে রে বৌ-রাণী-মা।

পিতৃ-বন্ধুদের কাছে একটু আদর কাড়িয়ে বধূরাণী বল্লে—ওর আর কি দোষ। যার মাষ্টার পাহাড়ে পাহাড়ে গান গেয়ে বেড়ায়—তার আর কি বিয়ে হবে!

এবার সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে।

মহারাজের সরল সুষ্ঠু ব্যবহারে প্রত্যেকের মধ্যে সহজ-স্বচ্ছন্দতা ফুটে উঠ্‌ছিল।

অবিনাশবাবু বল্লেন—আবার থিয়েটারে সাজবে সামনের রবিবারে।

—পাগলা দর্শনিক।

তখন থিয়েটারের কথা হ'ল। রাজার ভারি আনন্দ।

নীরদবাবু বল্লেন—প্রোগ্রামে লেখা থাকবে—মুষলগড়ের রাজা বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য অভিনীত।

অনেক অনুনয়—বিনয় করলেন মহারাজা। কিন্তু—আগন্তুকেরা হ'লেন—হিমালয়ের মত অচল অটল।

তাঁদের বিদায় দিয়ে মহারাজা বল্লেন—এ ফ্যাঁসাদের গুরুমশায়—মাষ্টার বাবা।

আমি বল্লাম—দোহাই মহারাজ কিছু জানি না।

তিলোত্তমা সব-জান্তা। সে বল্লে—আমি সব জানি। বৌ-রাণী-দিদি ফ্যাঁসাদ করেছে।

ফ্যাঁসাদটা কি তা অবশ্য সে জানে না।

রমা বল্লে—আমিও জানি লক্কর বাজারে ডলী-পুতুলের ড্রইংরুম ফারনিচার কেনা বারণ করা হ'য়েছে।

তিলু বল্লে—হ্যাঁ! মিছে কথা!

সে রমাকে জড়িয়ে ধরলে।

রমা সস্নেহে তার চিবুক ধরে বল্লে—না ভাই তিলু মিছে কথা। আজ সন্ধ্যায় নিয়ে আসবে বুড়ো খড়গসিং।

এগার

সে দিন বুধবার। বৃহস্পতিবারে আমাদের ফাগুর পথে ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হ'ল যাবার দিন।

সন্ধ্যার সময় একটা পাক দণ্ডী পথে জাকোর উত্তর পশ্চিমদিকের বনের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম। ঝোপের ভিতর দিয়ে দেখা যায় নীচের একটা রাজ-পথ। যে পথ হোলিওকের পথে গিয়ে মিশেছে—কতকটা পাকা—কতকটা পাক্দণ্ডী। সঙ্গোলী উচ্চ পাহাড় পড়ন্ত সূর্য্যের বিদায় রঙে রঙিয়ে উঠেছিল।

আমি একটা প্রকাণ্ড-শীলা-খণ্ডের উপর বসলাম। মাথার উপর বরাশ ফুলের গাছে দুটা বাঁদর কুঁ কুঁ শব্দ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলে।

এই হ'ল জীবনের ট্র্যাজেডি। কিনিলে কোনো দ্রব্য দাম চায় যত অসভ্য ইত্যাদি ইত্যাদি এবং শৈল শিরে বসে দিনমণির অস্তগমন দেখ্‌তে গেলে মাথার উপর বাঁদর কুঁ কুঁ করে।

আমি চিরদিন বেষ্টনী এবং অবশ্যম্ভাবীর কাছে মাথা হেঁট করি। যদি থাকে কাজ আর আকাশ ভেঙ্গে বহে জলের ধারা—স্থির হয়ে বসে থাকিনা—কবে রোদ উঠ্‌বে সেই ভাবনা ভেবে।

সুতরাং ঠিক্ করে নিলাম বাঁদরের সুরটা—সেই সুরে গলা ভিড়িয়ে গাহিলাম গৌরী।

আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা ইত্যাদি—

নীচের পথ দিয়ে এক জোড়া লোক যাচ্ছিল—প্রেমিক। পুরুষটি ইংরাজী পোষাক পরা মাথায় পাগড়ী পাঞ্জাবী—বেশ সুপুরুষ। আর স্ত্রীলোকটি—জর্জ্জেটের শাড়ী পরা অতি সুন্দরী।

উভয়ে উপর দিকে তাকালে। বুঝলাম আমি যেখানে বসেছিলাম—সে স্থল দেখা যায় না নীচের পথ থেকে। কিন্তু বুঝলাম অর্থ সংস্কৃত কথার—চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।

আমি মনের সাধে গাহিতেছিলাম। অকস্মাৎ বামা কণ্ঠে—কাতর মন্ত্রে—ডাকলে কোন স্ত্রীলোক—বোধ হয় রমা—চূণী-দা চূণী-দা শীঘ্র এস ছিঃ—না—তোমার পায়ে পড়ি—মেরোনা মেরোনা।

আমি ছুটে গেলাম। দেখলাম কুমারকে জাপটে ধরে তার সঙ্গে যুঝছে রমা—আর পারে না। সর্ব্বনাশ কুমারের হাতে পিস্তল।

—কে—ড়ে না-ও। —বল্লে রমা। আর পারে না। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যুঝেছিল।

আমি কুমারের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলাম। তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

কাটা কলাগাছের মত পড়লো রমা—চেতনা-হীন নিষ্প্রভ।

কুমারের বন্য-পশুর মত চক্ষু দেখলাম। ওঃ! কি দৃষ্টি! অভিসপ্ত পরিবারের বংশধর।

—পাষণ্ড! পশু। —বল্লাম আমি। —একি? অভিশপ্ত!

সে আমার মুখের দিকে চাহিল। যেন তার বিকার-ঘোর কেটে গেল। আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম রমাকে আড়াল করে। বুঝলাম এবার আমাকে আক্রমণ করবে।

সে তা করলে না। ধীরে ধীরে ভূ-পতিত স্ত্রীর প্রতি চাহিল। বল্লে—অ্যাঁঃ।

তার পর নিমেষে বসে নিজের কোলে তার মাথা তুললে,—নিষেধ করবার, প্রতিরোধ করবার পূর্ব্বে। অতি কাতর-কণ্ঠে বল্‌লে—জল—চূণীদা—জল।

আমি বল্লাম—হয়তো এটা তোমার চাতুরী। দেখ কুমার আমি জল আনতে যাচ্চি। কিন্তু জগদীশ্বরের শপথ করে বলছি এই তোমার পিস্তলের গুলি তোমার বুকের মধ্যে বিঁধবো—রাজপুত্র হও আর যে হও—যদি ওর অনিষ্ট কর।

সে আবার কাতর-নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিল। বল্লে—জল।

তারপর ক্রোড়-স্থিত সহধর্ম্মিণীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে-অ-ভি-শ প্ত।

বুঝলাম নিরাপদ। সে বন্য-পশুর ভাবটা কেটে গেছে—পিতামহের ব্রহ্মহত্যার ঝোঁক স্ত্রী-হত্যার!

আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। পথের কোনে একটা বাউড়ি ছিল। একজন পাহাড়ি জল ভরছিল একটা বাণ্টায়। আমি তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম পাত্র—স্বচ্ছ শীতল জলে পূর্ণ গাগরী। ছুট্‌লাম। পাহাড়ী পশ্চাদ্ধাবন করলে বল্লে—মঁয় লাউন্দা বাবুজী।

আমি সে পুণ্য বারি তার হাতে দিলাম না। তাতে জীবনী-শক্তি নিহিত ছিল।

জোরে রমার চোখে জলের ঝাপটা দিতেই সে চোখ খুললে। পাহাড়ী কুমারের টুপি তুলে নিয়ে রমাকে বাতাস করতে লাগল।

—রমা রমা তাকাও—ভয় ক'রনা—বল্লাম আমি।

—রমা রমা তাকাও—এই যে আমি কপী—চূণীদা রমা।।—বল্লে তার স্বামী পাষণ্ড নিষ্ঠুর নরঘাতক অভিশপ্ত।

—পানি পী-যা-নৃদা মারী জি—বল্লে পাহাড়ী।

রমা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। স্বামীর দিকে চাহিলে—হাসলে—স্বর্গের সুষমা ঝরা হাঁসি। তারপর আমার দিকে চাহিল—কৃতজ্ঞতার বিনীত হাসি। তার পর কুলীর দিকে চাহিল—বিশ্ব মৈত্রীর অমায়িক হাসি।

তারপর বল্লে—খেলা করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম।

—খেলা! জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ও উষ্মা ছিল আমার ভাষায়।

সে বল্লে—হ্যাঁ খেলা। উনি ঠাট্টা করে বল্লেন একটা বাঁদর মারবেন। আমি ভাবলাম বুঝি সত্যি। ভয়ে তোমাকে ডাকলাম কুস্তি লড়লাম। শেষে কেলেঙ্কারী।

ভারতের নারী। আজন্ম লাঞ্ছিতা উৎপীড়িতা। নর-ঘাতক অভিশপ্তের অপরাধ এমন মধুর মিথ্যায় কেবল ঢাকতে পারে সে।

রমা বল্লে—কি কেলেঙ্কারী। কিছু মনে ক'রনা ভাই চূণীদা।

তারপর সে পাহাড়ীকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করলে।

প্রায় দশ মিনিট তিনজনে নীরবে বসে রহিলাম। তখনও পিস্তল ছিল আমার হাতে।

আমি পিস্তলটা কুমারের হাতে দিয়ে বল্লাম—এই নাও।

এবার তার চিরন্তন ভাব ফিরে এসেছিল। সে রমাকে বল্লে—

তোমার চুণীদার বিশ্বাস আমি তোমাকে গুলি মারছিলাম-বাঁদরকে না।

রমা বিস্ময়ে বল্লে—সত্যি ?

—হ্যাঁ সত্যি কারণ কথাটা সত্য !

রমা গম্ভীর হয়ে বল্লে—ও মা সে কি কথা। আমি এই স্বামীর গা ছুঁয়ে বলছি—জগদীশ্বরের শপথ করে বলছি—একেবারে মিথ্যা। জীবহত্যা বন্ধ করবার জন্যে আমি স্বামীর কাছে অপরাধিনী। আমাকে হত্যা করবে—আমার স্বামী! ছিঃ! ছিঃ ও পাপ কথা মুখে এনো না! আমার স্বামী—ছিঃ ছিঃ কি পাপ কথা!

—যে পাষণ্ড অভিশপ্ত—কহিল স্বামী !

রমা এক হাতে স্বামীর কণ্ঠ ধরলে—অপর হস্তে তার মুখ টিপে ধরলে। বিস্ময় নেত্রে আমার দিকে চাহিল। তিরস্কার তার চাহনীতে—সামান্য ঘৃণা মেশানো।

বুঝলাম আমি নির্ব্বোধ—সংসার অনভিজ্ঞ—স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে ভীষণ অজ্ঞ। সত্য, অপরাধ করেছি এত বড় একটা ভ্রমে পড়ে। উপকারী বন্ধুকে অযথা গালি দিয়েছি।

আমি তার পা ধরলাম বললাম—ক্ষমা কর। ক্ষমা কর কুমার—রমা। আমি ভুল—

চকিতে রমা আমার দু'হাত ধরলে। কুমার সরে গেল। রমা বল্লে —ছিঃ ছিঃ কি কর ? অকল্যাণ হবে কুমারের।

আমি উঠ্‌লাম। বল্লাম—অভিশপ্ত আমি। পাষণ্ড আমি। সত্য, ক্ষমা কর তোমরা। জগদীশ্বর মঙ্গল করুন তোমাদের। আর তোমাদের সুখের পথের কাঁটা হব না। হাঃ ভগবন—ছিঃ—চঞ্চল মতি।

আমি তিন চার পা মাত্র চলেছি—বিদায় গম্ভীর পদে—তখন কুমার আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—মাইরি ইয়ার তাও কি হয়। এ একটা অভিনয় হয়ে গেল। জীবন সিনেমায় এমন হয়।

রমার সে তিরস্কার-কঠিন ভাব তিরোহিত হয়েছিল।

সে বল্লে—বুঝেছি। হটাৎ আমাদের মল্লযুদ্ধ। পিস্তল, পতন ও মূর্চ্ছা হিমালয়ের ঝোঁপ—এ সব একসঙ্গে মনে করলে ঐ ধারণাই হয়। তুমি নিরপরাধ যেমন আমরাও।

আমি নত শিরে তার উদার ক্ষমার আশ্বাস-বাণী গ্রহণ করলাম।

বারো

বেলা সাড়ে আটটায় টাউনহলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। ওতরাই পথে অশ্বারোহণ মোটে মনোরম নয়। কুমারের ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে হেঁটে নেমে এলো শৈল-পথে। একখানা রিকসতে এলো বধূ-রাণী আর রাজ কুমারী তিলোত্তমা। অন্য গাড়ীতে স্বয়ং রাজা। একখানা খালি গাড়ীতে ছিল অনেক কম্বল, ফল, মিষ্টান্ন, সোডাজল, পানি পাত্র প্রভৃতি।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। সেখান থেকে প্রায় জঙ্গি-লাটের বাড়ী স্নোডন অবধি সামান্য গড়ানে জমি। রিকস বেশ ছুটলো। যাত্রার সময় উত্তরের বরফের পাহাড়গুলা সূর্য্যের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করছিল, স্থানে স্থানে। বরফের ছায়ায় তুষার রাশির গভীর সাদা চূণের রঙ্!

জঙ্গি-লাটের বাড়ী থেকে সঞ্জৌলির মোড় অবধি পথ ধীরে ধীরে উঠেছে। আমরা রিকসদের পার হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম—তিলোত্তমা একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল বল্লে—এতক্ষণ তো আপনারা হেরে গিয়েছিলেন।

সঞ্জৌলির মোড়ে একটা পথ গেছে জ্যাকো পাহাড় প্রদক্ষিণ ক'রে, ছোট সিমলার দিকে। একটা পথ গেছে সঞ্জৌলি পাহাড়ের সুরঙ্গের দিকে। সে পাহাড়ের উচ্চ শিখরে একটি পাহাড়ী কুটীরে মন্দির আছে। অশ্বতর প্রভৃতির সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ নিষেধ তাই তাদের জন্য একটা পথ উপর দিকে উঠে গেছে। সে পথ প্রায় পাঁচশত ফুট উপরে উঠে আবার নেমে সুরঙ্গের পর পারে হিন্দুস্থান তিব্বত রাজ পথের মিলেছে।

পূর্ব্বদিনের ঘটনার পর আমার বিশেষ একটা লজ্জা এসেছিল। কুমারেরও তদ্রূপ। আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কাজেই প্রকৃতির হাস্য-উজল-রূপ আমাদের তরুণ প্রাণে আধিপত্য স্থাপন করবার চেষ্টা করছিল।

সঞ্জৌলির মোড়ে এসে কুমার বল্লে—এবার কোন পথে?

আমি তাকে পথের কথা সব বুঝিয়ে দিলাম। সঞ্জৌলির পাহাড়ের দুটা পথ ছাড়া আরও একটা পথ ছিল। সে পথ নেমে জ্যাকো পাহাড়ের তলায় তলায় জঙ্গীলাটের বাড়ীর নীচ দিয়ে সিমলা বাজারে পৌঁছেচে অনেক ঘুরে। আমরা পাহাড়ের কোমরের পথ দিয়ে এসেছি। হাঁটু পথ টাউনহলের ময়দানের তলা দিয়ে গেছে একটা সুরঙ্গের ভিতর। টানেলের উপর পাহাড় হ'তে নীচে নেমে অশ্বতর এবং তাদের চালকেরা আরো দু'শো ফুট নীচের ঐ রাস্তা দিয়ে তাদের পণ্য দ্রব্য নিয়ে যায় সিমলার বাজারে ম্যালের নীচের এক সুরঙ্গ দিয়ে।

কুমারকে বল্লাম—এ পথটাকে আমরা ছেলে বেলায় বলতাম প্রেমের তুফান। অবশ্য পাঞ্জাবী নাম—ঠাণ্ডি সড়ক।

তখনও কুমারের অবাধ হাসির-উৎস-চাপা পাথর সরেনি। সে উদাস ভাবে বল্লে—কেন?

আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছিলাম। আমারই কর্ত্তব্য এ-পাথর উঠানো। কাজেই সুর করে গাইলাম—

ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে
টানে প্রাণ যায়রে ভেসে কোথায় নে-যায় কে জানে।
কোথাও গভীর ঘুরণ পাক—

একশো সতেরো

সর্ব্বনাশ—পাহাড়ের আড়াল থেকে মহারাজার গাড়ী বার হ'ল। বৃদ্ধের মুখ রঙ্গ হাঁসিতে উদ্ভাসিত।

আমি জিভ্ কামড়ে জ্যাকো প্রদক্ষিণের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। কুমারও পিতার নিকট মনের ও কর্ণের নিরাময়তা দেখাবার জন্য আমার পশ্চাদ্ধাবন করলে।

রিকসর সঙ্গে আমাদের সহিসরা আসছিল। আমার সহিস সুরু চীৎকার করে উঠলো—ইথে আযানা বাবুজি। মাসোব্রা—খাবে সড়ক বাবুজি।

—ওঃ।—

আশৈশব জানা পথ। প্রডিগাল সানের মত ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

মহারাজা ঠাণ্ডি সড়কের নীচের একটা পথ দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—নীচের ওটা কোন রাস্তা বাবাজী?

—ওটা মহারাজ অন্তিম রাস্তা—ধোবী খদের পথ। ধোবী খদ সিমলার শ্মশান।

—ওঃ বাবা—বল্লে রাজা।—চালা বাবা চালা চালা।

কুমারের মুখ গম্ভীর। সে এগিয়ে গেল বাজারের দিকে।

আমি মহারাজের গাড়ীর পাশে পাশে গেলাম। টানেলের কথা বোঝালাম। তার পর রাস্তা একেবারে শুকনো—নাইকো ছায়া নাইক তরু।

—মাষ্টার মশায়ের কথায় কথায় গান।—নাইক ছায়া নাইক তরুটা জানুনা মাষ্টার মশায়।

আমি তার দিকে কৃত্রিম রোষ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লাম—চোপ।

—বাবা গান শুনেছেন। রাস্তায় আবার গান।

সবাই মুখ টিপে হাসলাম।

কুমার চিন্তাশীল। তার জড়তা যায় না। পথের কথা অনেক বল্লাম—ফাগু, কুলু, তাতো-পানি। কুলুর সুন্দরীদের মোহিনী শক্তির কথা। নবীন পথিক কুলুতে গেলে উল্লু হয়।

কুমার বল্লে—ধোবী ঘাট। কি ভীষণ রাস্তা।

যেখানে লাটসাহেবের মাসাত্রা প্রাসাদের পথ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার পথে মিশেছে সকলে একত্র হ'লাম সেথায়। তার পর নির্জ্জন জঙ্গলের পথ দিয়ে যেতে হ'বে। পথ ক্রমশঃ উঠেছে। গম্ভীর নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য পথ।

কুমারকে বল্লাম—এবার গ্যালপ। ওদের বিলম্ব হবে।

মাইল দুই অলকা পুরীর পথ দিয়ে পাহাড়ের একটা কোনে এসে পড়লাম। ঝরণা দিয়ে জল পড়ছিল। বিরাট নিস্তব্ধতা ভাঙ্গছিল পাহাড়ী কস্তুরা শিষ দিয়ে। ঝরণার নীচের দিকে বান গাছের গায়ের শিহালার ভিতর লুকিয়ে কটা প্রেমিক ঝিঁ ঝিঁ পোকা কাঁপানো ঝিল্লিরবে মুখরিত করছিল স্থানটি।

ঘোড়া থেকে নেমে এক একখানা পাথরের চাঙড়ের উপর বস্‌লাম। স্রোতস্বতী আমাদের ঘিরে ঘিরে বহু ধারায় বহে যাচ্ছিল।

অশ্বেরা জল পান করলে। তারপর পাহাড়ের গায়ের স্বচ্ছন্দজাত ঘাস, ষ্ট্র-বেরী এবং ফার্ণে বুভুক্ষা নিবৃত্তির চেষ্টা করলে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কুমার কপিধ্বজ বল্লে—অভিশপ্ত।

এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্তরালে থাকে আভিজাত্য গর্ব্ব।

অন্যায়ের তীব্রতা নষ্ট করে আন্তরিক ক্ষমা ভিক্ষা। আমাদের কষ্ট জীবনের এই হ'ল রীতি। এমন কত অন্যায় মনের মাঝে গুমরে মরে যাদের জন্য কেহ ক্ষমা চায় না। যে অন্যায়ের স্মৃতি নিষ্ক্রামণের পথ পায় সে হাঁফ ছেড়ে অগস্ত্য যাত্রা করে।

আমি বল্লাম—কুমার একবার না শতবার আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমি তোমার এখন অন্নদাস—সব বুঝি—

সে বাধা দিয়ে বল্লে—পাগল হয়েছ? কি বক্‌ছ।

আমি বল্লাম—ইংরাজ, মনিব চাকরের, বড় ছোটর, ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্য বজায় রেখে জীবন যাপন করে ব'লে তার জীবন চলে ভাল। আর আমাদের রাজার ছেলের সঙ্গে সেকেণ্ড মাষ্টার বন্ধু ভাবে মেশে আর খানসামা তাল দেয় রাজার গানের আসরে—

সে আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বল্লে—কি প্রলাপ বক্‌ছ! এত ঠাণ্ডাতেও মাথা খারাপ হয়—

—না কুমার তুমি মহানুভব—আর লজ্জা—

—কথা শোনার মত ধৈর্য্যের সাধনা করাও শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য।

আমি নিরস্ত হ'লাম। হাত জোড় করলাম।

সে বল্লে—ওরা আসবার আগে কথাটা বলি। তুমি কাল যে অভিশপ্ত বলেছিলে সে ইংরাজি কথা একার্শেড তর্জ্জমা না কারও মুখে তুমি আমাদের পরিবারের ইতিহাস শুনেছ।

এর পর মিথ্যা চলে না। স্বীকার করলাম পিতামহের কাছে শুনেছি অভিশাপের কথা।

—কতটুকু শুনেছ?

যতটা শুনেছিলাম ততটা বল্লাম। সে বল্লে—মোটা মোটি তাই। খুলি শোন রহস্য কথা। বাবার বিশ্বাস যদি আমি রাজার মত না থাকি —সাধারণ গৃহস্থের মত থাকি তা হ'লে আমরা শাপমুক্ত হব কারণ অভিসম্পাত রাজপরিবারের উপর।

আমার বুকের বোঝা নেমে গেল।

সে বল্লে—আমাদের বংশে গৃহস্থের মেয়ে আসে নি পূর্ব্বে। সবাই আমাদের মত এক-একটা লুপ্ত-গৌরব রাজ-বংশের মেয়ে বিবাহ করেছে। যুবরাণীও ছিলেন ঐ রকম বংশের।

বাকীটুকু আমি জুগিয়ে বল্লাম—তাই রমা গৃহস্থ ঘর থেকে—কেরাণী কুল থেকে—রাণী হ'য়েছে।

সে বল্লে—একথা স্বীকার করতে হ'বে যে কোনো রাজবংশের মেযে গত গুণে ভূষিত নয়।

—যদি ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল—রাণীর গুণ হয়।

—নয় কেন? দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি। যাক্—একবার ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জালটা গাও। ওসব বোঝা নামুক—মনটা হালকা কথায় পঙ্কা করাই জ্ঞানের কথা।

—ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল! ইত্যাদি গাইলাম। গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। দ্বিতীয়বার রাজার কাছে হেটো গান গেয়ে ধরা পড়বার ভয়ে সত্বর যা মুখে এলো সুর করে গাহিতে আরম্ভ করলাম—

কি গান গাহিছ ঝরণা
ঝিরি ঝিরি ঝিরি তানের লহরী
বুক-ভরা প্রেম—গুমরী গুমরী

একশো সতেরো

কহিছ পাষাণে ওগো প্রিয়তম

আমি তো তোমার পর না

গাহিছ কি গান ঝরণা ?

গাড়ী দু'খানা খুব কাছে এলো।

কুমার বল্লে—চালাও—ওরা বুঝুক আমরা ভাল গান গাচ্ছি।

ওরে বুলবুল পাখী

কেলুর চামড়ে ঝোপের আড়ালে

আ—ড়া—লে ওরে বুলবুল

কি যে কুল্-কুল্

রবির কিরণ মাখি।

ওরে বুল-বুল পাখী।

তাদের দেখে আমরা সসম্ভ্রমে দাঁড়ালাম।

তারা গাড়ী থেকে নামলো।

রাজা বল্লে—ঝরণার গানটা আর একবার গা রে

বাপ্ আমার।

—সত্যি কথা বলি মহারাজ—বে-মালুম ভুলে গেছি।

তিলোত্তমা বল্লে—আমার মনে আছে কথাগুলো।

—বল—

—বলি ? কি দেবেন ? বলি ?

—যদি সমস্তটা বলতে পার—সিমলের বাজার থেকে সে গন্ধ-দ্রব্য চাইবে কিনে দ'ব।

—না একটা ঘোড়া দিতে হবে।

—ঘোড়া ? ওঃ ! ওহে সেকেণ্ড মাষ্টার ! ঘোড়া ?

—তাই তো। ঘোড়া ! বড় বেয়াদব তো দেখছি ঘোড়া দু'টা।

ঝরণার শীতল জলে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে—পাহাড়ী তৃণগুল্মে জঠর জ্বালা নিবারণ ক'রে সরে পড়েছিল অশ্ব যুগল। একটু এধার ওধার দেখলাম—উধাও।

কুমার বল্লে—মাষ্টার এটা ঘোড়া চোরের দেশ তাতো বল নি।

রাজা বল্লেন—এমন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে বাবাজিরা যে দু' দু'টা ঘোড়া পালালো টের পেলে না।

এখন আর ঝরণার শব্দ ভাল লাগলো না—বুল বুল বস্তার গান যেন বিদ্রূপ করছিল। আর তার ওপর আমার ছাত্রীর হাসি।

কুমার বল্লে—আর কতদূর আছে ?

—তা মাইল তিন চড়াই। তবে বেশ ছায়া আছে পথে। আর হাওয়াটাও উত্তরের—বেশ ঠাণ্ডা—গম্ভীরভাবে বল্লে রমা।

তিলোত্তমার বুদ্ধি ভাল। সে বল্লে ঐ কম্বল আর শোডাপানির রিক্‌সটায় আপনারা আসুন।

আমার উকীলের মাথা—ওকালতী না করলেও শিক্ষার রশ্মি অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করে। আমি বল্লাম—চোর ধরা পড়েছে। সেই সহিস দুজন কোথা ?

—তাইতো সহিসরা। তারাই ঘোড়া চুরি করেছে।—বল্লে কুমার।

কুলীদের জিজ্ঞাসা করলাম।

সো-হি-স বাবুজী ? কেয়া মালুম ?

—কেয়া মালুম ? ছামারা সাথ সাথ আতাথা। তোম লোক ভি ঘোড়া চোর কা মদদগার।

—ঘোড়া চোর বাবুজী ?

—বেটার ছেলে ন্যাকচন্দ্র হায়। ঘোড়া কাঁহা—কিথে ?

আত্মবিস্মৃতি পঁচিশ বছর বয়সে সবার হয়। এরূপ রুচি ও নীতি বিগর্হিত কথার জন্য সমবেত মহিলা ও ভদ্র মণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করলাম।

কুমার বাহাদুর যখন তিন মাইল চড়াই উঠবার জন্য পা-ঝাড়া দিয়ে তৈরী হ'চ্চে আবির্ভূত হ'ল সহিসদ্বয়।

—কোড়া কাঁহা ?

—ঘোড়ে বাবুজী ? বাগ্ গিয়া ?

আর একবার অনুসন্ধানের ধূম পড়লো। মহারাজ বল্লেন—খুব কাজের লোক বাবা তোরা। দু'দুটা জল জীয়ান্ত ঘোড়া উবে গেল কর্পূরের মত—হুঁস্ নাই।

তিলোত্তমা বল্লে—ঝরণার গানটাও মনে নাই বুল-বুলি পাখীর গানটাও—

রমা বল্লে—ছিঃ! তিলু।

তিলু বল্লে—তবে ঘোড়া বার করব। ঐ দেখ।

সবাই ছুটে গেলাম। কারও চোখে পড়েনি। ঠিক আমরা যেখানে বসেছিলাম তার নীচে পথের প্রাচীরের তলায় গাছের ঝোঁপে—এক-জোড়া অশ্বমেধের ঘোড়া পাহাড় গায়ের ঘাস খাচ্চে।

মুক্রু বল্লে—ও কোড়েকে বাচ্চা তু মর যা।

এস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিলোত্তমা দেখেছিল আহার রত তুরঙ্গমদ্বয়।

সেদিন বৃহস্পতিবার। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হলের বিস্তৃত শৈলশিরে আমাদের দল ব্যতীত মাত্র এক ফরাসী দম্পতি ছিল। তারা স্বল্প পোষাকে বাগানের এক কোনে বসে রোদ পোহাচ্ছিল।

সেদিন আকাশে কুহেলিকার লেশ মাত্র ছিল না। হিম-গিরির ধবল তুষার অতি অপরূপ লাবণ্য ধারণ করেছিল। রাজা শিশুর মত হাত তালি দিয়ে বল্লে—ঐ উঁচু সাদা পাহাড়টা কিরে বাবা।

—ওটা যোশীমঠ। ওর ওপাশে বদরিকাশ্রম এখান থেকে নজর হয় না।

গাছের তলায় ভোজন করা গেল। মহারাজা একখানা আরাম কেদারায় শুয়ে নিদ্রিত হ'লেন। তিলোত্তমা গাছের ঝোঁপে বেঞ্চে পিতৃপথ অনুসরণ করলেন। অবশ্য তার পূর্ব্বে আমার পাহাড় রাঙানো সূর্য্য ও রঙ-মোছা আঁধারের গানটা হ'য়ে ছিল।

আমরা তিনজনে পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে হোটেলের ছায়ায় বেতের চৌকীতে বসে নানা প্রকার গল্প করতে লাগলাম। কিন্তু কথা ঘুরে ঘুরে সেই অভিসম্পাতের প্রসঙ্গে এলো।

—বাবার সাপের ভয় সকলের চেয়ে বেশী। ভীম বেটাকে দেখেছ? ও আসলে মাল—সাপ ধরতে পারে—বিষদাঁত ভাঙতে পারে। ওকে তাই বাবা আমাদের বডিগার্ড করে রেখেছেন।

—ওর গালপাট্টা দেখে সাপেরা ভয় পায়।

—সিমলাতে সাপ আছে যদি শোনেন বাবা তা হ'লে ভীম চন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরবে সর্ব্বত্র।

ফেরবার সময় প্রেমের তুফানের কাছে দেখলাম একটা ভীড়।

গত রাত্রে জ্যাকোর উপর একজন লোক সর্পাঘাতে মারা গেছে!

শরীর শিহরে উঠ্‌লো। ভয়ের বিশেষ লক্ষণ দেখা গেল কুমারের মুখে। বিশেষ দুপুরের গল্পের পর।

ধোবীঘাটে নিয়ে যাবার পূর্ব্বে খাটুলী নামিয়েছিল বাহকেরা ঠাণ্ডা সড়কের মোড়ে। দু'জন সাহেব মুখ দেখতে চাহিল শবের আমরা দুজনেও দেখলাম।

নীলমুখ—কিন্তু বিশেষ বিকৃত হয় নি।

লোকটা সেই প্রেমিক যাকে দেখেছিলাম চকিত হরিণী প্রেক্ষণার সঙ্গে যেতে জ্যাকোর নিভৃত পথে।

কুমারের হাত ছিল আমার কাঁধে। তার হাত কাঁপছিল!

পথে তাকে বল্লাম—লোকটাকে কাল বিকেলে দেখেছিলাম।

—তাই নাকি, কে ও?

যতটুকু জানতাম বল্লাম।

সে বল্লে—বাবাকে বল্‌না। তা হ'লে ভীমে বেটা ঘাড়ে চাপ্‌বে। আর বাঁদর মারার কথাও না—রমাকে বলেছি। তা হ'লে বাবা ক্ষ্যাপা হ'বেন। আমরা সূর্য্যবংশীয়—আমার নাম কপিধ্বজ।

অনেক দূর এসে সে বল্লে—কাল রমা আর তুমি আমাকে বড় বাঁচিয়েছ। বাঁদর মেরে জীব হত্যা করলে নূতন অভিসম্পাত অর্জ্জন করতাম।

আমি বড় অভিভূত হয়েছিলাম। কুমার ততোধিক।

আবার কিছুক্ষণ পরে সে বল্লে—কাল সারারাত ঘুমাইনি। কি সর্ব্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছ! বাবার বিশ্বাস আমাদের বংশের পাপ এবার কাটবে। কিন্তু কাল গুলি চালালে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হ'ত।

—কাট্‌বে না তো কি ভাই? রাজ টি মহাদেব আর তুমি—

—চোমড়াচ্চ বাবা! অকেজো তা জানি। কিন্তু আমাদের শ্রেণীর লোক যদি মাত্র অকেজো হয়—জগতের মঙ্গল। তারা কর্ম্মী হয় বলেই তো কু-কর্ম্ম করে বসে।

আমি বল্লাম—কজন তা বোঝে ভাই।

সে বল্লে—দিন বদলেছে। আমি তবু কুমার চিফস কলেজে পড়েছি। রমার ছেলে আর দীন প্রজার ছেলে যদি এক স্কুলে পড়ে তবেই সে সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে। রাজাগিরি আর চলবে না।

আমি হেসে বল্লাম—আচ্ছা কুমার—আগেকার দিনে একজন বেকার যুবক—বেকার কেন,—তোমার ষ্টেটের চাকর যদি তোমার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিত—

—আমাকে পাষণ্ড ইত্যাদি যাত্রার দলের ভাষায় গালাগালি দিত—

—আর বলতে—আমার এখনও লজ্জা করছে—ওঃ! তাহ'লে কি হ'ত?

সে বল্লে—তার জন্ত শাস্তি কি কম পেয়েছ? যে রমার তুমি আদর্শ বন্ধু—সে তোমায় কি দাবড়ানিটা না দিলে! আর মজা কি জান?

—সে দাবড়ানি নয়—আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ।

—বাবা ওকে বুঝিয়েছেন যে ওর জন্যই বংশের অভিসম্পাত কাট্‌বে।

ভাবলাম—বিবাহিত হ'লে আমারও কি এমনি অধঃপতন হবে। তার অধঃপতন খুব বেশী—কারণ রাজার ছেলেদের পক্ষে স্ত্রী নাকি মাত্র একটা বিলাসের সামগ্রী।

তেরো

এ-ঘটনার পর এক সপ্তাহ সিমলার সর্ব্বত্র সেই সর্পাঘাতের কথা। নিহতের নাম সুন্দর মল। সেই দিন সে এবং তার স্ত্রী সিমলায় পৌঁছে গাড্ডি সড়কে সেণ্ট্রাল হোটেলে বাসা নিয়েছিল। তারা কোন্ দেশের লোক কেহ জানে না।

কঠিন কাজ পুলিসের। এক নূতন রহস্যের মধ্যে পড়লো তারা। কারণ যেদিন প্রভাতে সুন্দর মলের লাস পাওয়া গেল সেদিন সুন্দরের স্ত্রী তার ভৃত্যের সঙ্গে সিমলা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। লাস সনাক্ত করেছিল হোটেলের ভৃত্যেরা—তারাই সংবাদ দিয়েছিল সুন্দরের স্ত্রীর অন্তর্ধ্যানের।

সর্পাঘাত তার উপর ভৃত্যের সঙ্গে মৃতের স্ত্রীর গোপনে দ্রুত সিমলা ত্যাগ—ঘটনাকে প্রহেলিকার আবরণে ঢাকলে। সর্ব্বত্র গল্প তর্ক বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত চল্‌তে লাগলো এই রহস্যকে কেন্দ্র ক'রে।

আমাদের উপর এর ফল হ'ল—অতীব ভীষণ। কারণ রাজাজ্ঞায় আমাদের সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হ'ল। দিনের বেলায় ঘোড়া এবং রিকস যোগে মাত্র ম্যাল বাজার প্রভৃতি লোকালয়ে ভিন্ন অন্যত্র ঘোরবার অধিকার রহিল না। অথচ সিমলা-জীবনের প্রকৃত উপভোগ্য স্থানগুলা ঐসব স্থানের বাহিরে।

কানু-ভানু কোম্পানীর সুবিধা করলে সুন্দর মল তার প্রাণ দিয়ে। তাদেরই সুপরামর্শে নাট্যাভিনয়ের পরে, রাজ-পরিবার মূষলগড় যাত্রা করবার আয়োজন করলে।

লেডী প্রতিমা মিত্র হলে নাট্যাভিনয়ের রাত্রে সিমলা-প্রবাসী বাঙ্গালী অধিবাসী যেন কোন্ যাদুকরের কুহকস্পর্শে নবীন জীবন লাভ করেছিল। রাজার কথায়—আজ যেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারের ছেলের অন্ন-প্রাসন। রাজ-পদের পার্থক্য—নবীন প্রবীনের স্বাতন্ত্র সমস্ত যেন এলোমেলো পাহাড়ী হাওয়ায় উবে গিয়েছিল। কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি লাট কাউন্সিলের আইন সচীব নিজেরই দপ্তরের ষাট টাকা বেতনের কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন কিসে অনুষ্ঠান হয় ত্রুটিহীন। তাঁর লক্ষ্মী-স্বরূপিনী ভাগ্যলক্ষ্মী নিজে গৃহ-কর্ত্রীর সনাতন রীতিতে মহিলাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করছিলেন। নারীর ভূমিকার ছেলেদের পোষাক এবং অলঙ্কার এলো বাবুদের অন্তঃপুর থেকে।

নিজের সৌজন্যে আর সরল ব্যবহারে এই ক'দিনের মধ্যে রাজা ও কুমার জনপ্রিয় হ'য়েছিল। প্রেক্ষাগৃহে তাঁর আসন হ'ল সম্মানের। প্রথমেই তাঁর সম্বর্দ্ধনা সঙ্গীত গীত হ'ল। কুমারী পারুল সেন কুমারী শেফালী রায় কুমারী বরাসফুল চট্টো—ইত্যাদিদের দ্বারা।

অভিনয়-শেষে মহারাজা প্রায় সকলকেই এক একটি মেডেল এবং গায়িকা কুমারীদের এক একটি কমল ও চেনার পাতা আঁকা কাশ্মিরী কোট উপহার দিলেন।

এসো বরেণ্য এসো হে সুধী ইত্যাদি বাহার-সুরে ঝাঁপ তালে যারা

গেয়েছিল তাদের ইহাপেক্ষা স্থলভ পারিতোষিক দিলে সূর্য্যবংশের অতি প্রাচীন দীপ্তি গণতন্ত্রের অমানিশার আঁধারে অবলুপ্ত হ'ত।

পর দিন প্রভাতে শালের পরদা-শোভিত ড্রইংরুমে যখন এ বিষয় আলোচনা হ'ল রাজা বল্লেন—দেখ্‌লি বাবা! যদি লাটসাহেবের সন্দর্শন পেতাম বা রাজা মহারাজার দলে পড়তাম—আমার সেই দশা হ'ত, ভীম বেটার যা হয় এখানে। মিশবি সমান দরের লোকের সঙ্গে। সেটুকু বিনয়। বুঝলাম নীতি হচ্চে—যে সমাজে শ্রদ্ধা পাওয়া যাবে সেই সমাজ সুখের।

কুমার বল্লে—আর আমি যদি রাজ-পুত্তুর সেজে বসে থাকতাম আজ ছেলেগুলা আমাকে নকল করে বাজারে ঘুরতো। আমি সোজা মিশে গেলাম অভ্যর্থনা সমিতিতে—দেদার বন্ধু জুট্‌লো—ভারি মজা। অনেকে বল্লে—কুমারবাবু—কুমারটা যেন আমার নাম।

রমা হেসে বল্লে—তিলুর ঐ দশা। রাজকুমারী যেন ওর নাম।

—আর বৌরাণী-দিদি—সবার কাছে আদর কাড়িয়ে কাড়িয়ে—আবার যিনি গান গাইলেন বাবা ঝরণাদিদি তিনি বল্লেন—রমা তুই কেন আমাদের সঙ্গে গাইলি নি।

রমা আমার দিকে চেয়ে হাসলে।

আমি বল্লাম—তা গাইলেই পারতে।

—পাগলা দার্শনিকের মত তিনবার তাল কাটিয়ে ফেলতাম হয়তো।

কুমার পিতার পিছনে গিয়ে খুব হাসলে।

রাজা বল্লে—মেডেল তো পেয়েছে ওদের বিচারে কাটা তাল জোড়া তাড়া দিয়ে।

যাবার সময় আমার হাতে টিকিট ও একশত টাকা দিয়ে পরাক্রম দেব বল্লেন—বাবাজী মা'র ছেলে এক সপ্তাহ মা'র কাছে থেকে মুষলগড়ে এসো। এ টাকা তোমার পথ খরচের! আর কালীবাড়ীর হাজার টাকা বাকী প্রতিষ্ঠানের হাজার টাকা দেশে গিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো তোমার বাবার হাতে উনি বেটে দেবেন।

আমি কেবল মা'র ছেলে নই—দাদুর নাতি এবং পিতার পুত্র। সুতরাং সাতদিন কোথা দিয়ে কেটে গেল তার কোনো হিসাব পাওয়া গেল না।

শেষ দিন রাজেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

তাঁর গৃহিণী বল্লেন—বাবা অনেকে অনেক কথা বলে ওদের সম্বন্ধে। বোনটিকে দেখো!

—যে ক'দিন ওদের সঙ্গে মিশেছি তাতে তো মনে হয় বর্ত্তমান ও আগামী যুগের রাজা রমাকে কোনো দিন অযত্ন করবে না।

রাজেন্দ্রবাবু বল্লেন—কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক দলাদলি আছে। তারা না ক্ষতি করে: দেখ চুণী ওদেরও যেমন মধ্যবিত্ত ঘরে বিবাহ দেওয়া একটা এক্সপেরিমেণ্ট আমাদেরও তেমনি বড় ঘরে বিবাহ দেওয়া একটা সামাজিক পরীক্ষা।

আমি বল্লাম—জানি না ওদের নব-বিধানের মূলে কি যুক্তি আছে।

যেদিন সিমলা ত্যাগ করি পিতামহ বল্লেন—ওদের দলাদলির মধ্যে মোটে প্রবেশ ক'র না। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তার করো। তিনি আমার বন্ধু আমি তাঁকে পত্র দিয়েছি। আর তোমার রাজা নিজে তোমাকে যত্ন করেন বলেছেন।

পত্র দিয়াছেন—ম্যাজিষ্ট্রেটকে ? এত বিপদের আশঙ্কা কেন ?

পিতামহ বল্লেন—সাবধানের বিনাশ নাই। তরুণের প্রাণ চায় বিপদকে বরণ কর্ত্তে। বাধা দ'ব না। কিন্তু মনে থাকে যেন সকল কাজের একটা সীমা আছে।

সিমলা রেলে বসে জানালার ভিতর দিয়ে দেখছিলাম—পাহাড়ের পর পাহাড় চূড়ার চারি দিকে চূড়া—যেন সাগরের জমাটি ঢেউ—মনকে আলোড়িত করছিল নানা চিন্তা। একটা অজানা ভয় কিন্তু ভাবী-কালকে করছিল চিত্তাকর্ষক —দেখি কি হয়।

অভিসম্পাত! সমস্ত জাতিটাই যখন অভিশপ্ত—তখন একটা পরিবারের অভিশাপে শঙ্কিত হবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু সেই বানর-মারা চোখ! সত্যই কি বানর-মারা? কে জানে। কিন্তু আন্তরিক ব্রহ্মশাপ না হ'লে মানুষের আঁখি অমন পাশব জ্যোতি বিকাশ করতে পারে না।

চৌদ্দ

ফেরবার পথে গেলাম হরিদ্বার। বাল্যে কত কষ্টে যেতে হ'ত লছমন-ঝোলা—তাঙ্গায় কিম্বা একায় হৃষিকেশ-তারপর সটান পারি—ছুটা গিরি-নদীর খাদ পার হয়ে পাহাড়ের পাদ-মূলে তরুণ গঙ্গার তরঙ্গ-লীলা দেখতে দেখতে।

এখন মোটর বাস নাচতে নাচতে মনীকি রেতীতে পৌছে দিলে—শৈল-রাজি মোটে দেখাতে পারলে না তাদের গৌরব—জাহ্নবীর প্রত্যেক লীলাটার অঙ্গে অপরূপ খেলা তেমন অভিভূত করলে না মনকে। মানচিত্র পটের ভাগিরথী—বাষ্প-যন্ত্রের-কুলু কুলু। ধীরে ধীরে দর্শন করলে তবে তাদের মাঝে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়।

গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ে উঠবার সময় আবার হিমালয়ের ঐশ্বর্য্য একে একে অনুভূতিকে জাগালে। লছমন ঝোলার সেতু পার হ'য়ে স্বর্গ-দ্বারের দিকে না গিয়ে—গঙ্গার তীরে তীরে হনুমান চটীর দিকে গেলাম।

তারপর নিরালা—অভ্র-ভেদী-শৈল—বিশাল বন— বিপুল আনন্দ জাহ্নবীর প্রতি পদে প্রত্যেক রুদ্ধ গতিতে।

কে জানে ওদের অভিনয়ে পাগলা দার্শনিকের গানটা কে রচনা করেছিল। তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ কিন্তু কথাগুলা সত্য—উচ্চ অলঙ্কার পূর্ণ না হ'লেও।

কা-কস্য পরিবেদনা। জন মানবের চিহ্ন নাই। যদি গাছের উপর

পাখীরা পারে গাহিতে আমি মানুষ জানোয়ার কেন ভাব্‌ব জগতটা মিথ্যা মায়া। এ মধু রচনা যে স্রষ্টার কেন তাঁর সৃষ্টি শক্তিকে নিন্দা করব তাঁকে মাত্র ভণ্ড অভিনেতা বলে। আমি গলা ছেড়ে—আনন্দ মনে গাহিলাম—

জগতটা যদি মিথ্যা তবে কে গড়িল এ নীলিমায়
মায়ার-জগতে প্রণয়ের-গীত কেন বা মলয় গায়।
মায়া-তরঙ্গ জীবন গাঙে—
বেদনা কেন তবে পাঁজর ভাঙে
এত হাসি কেন শিশুর শ্রীমুখে—চাঁদ সুষমা কোথায় পায়।
অনাদি সত্য শিল্পী বিরাট এ বিশ্ব তাঁর সৃষ্টি
মিথ্যা কেবলি রচনা তাঁহার আলো ছায়া রোদ বৃষ্টি
যত আনন্দ সব সমৃদ্ধি ছেলে ভোলানো মায়া
জননীর স্নেহ সাপের কামড়—সমান মিছার ছায়া
সত্যের ভগবান—সকলি মিথ্যাভান
সত্য যদিও স্রষ্টা—তাঁহার সৃষ্টিটা অভিনয়
কভু নয় কভু নয়—স্রষ্টা যখন সত্যের মূল সৃষ্টি সত্যময়
সত্য সরবীর মিথ্যা কমল—পাগল যুক্তি হায়।

গায়কের যুক্তিকে প্রবল করলে সেই উপত্যকার গাম্ভীর্য্য। দাম্ভিকের দম্ভ—সত্যের ভগবানকে ভণ্ড বলা। কে জানে প্রাণের কোন অজানা গভীর স্তর থেকে পদ্মের মত ফুটে উঠ্‌লো—ভক্তি—শ্রান্ত শান্ত মনের কৃতজ্ঞতা। আমি লুটিয়ে পড়লাম সেই জাহ্নবী তীরে। তাঁর চরণে প্রণাম করলাম—এত মধুর এত সত্য যাঁর সৃষ্টি।

একশো সতেরো

সেইখানে শুয়ে শুয়েই গাহিলাম—প্রাচীন গান—যার মধ্যে নিহিত আছে বাঙ্গালা দেশের অন্তরাত্মা—তার সাধনা—তার সংস্কৃতি।

—যবে তারা তারা তারা বলে নয়ন বহে পড়বে ধারা এমন দিন কি হবে তারা—

—নমস্কার—

আমি লাফিয়ে উঠ্লাম—জীবনের ট্র্যাজেডি! সত্যের ভগবানের ন্যায় বিচারে ভণ্ড ভক্তের শাস্তি। কাণ ধরে যেন প্রবেশ নিষেধ মার্কা নন্দন কানন থেকে টেনে বার করে দিলে কানন-রক্ষক এক কথায়।

আবার ট্র্যাজেডি অফ্ ট্র্যাজেডিজ অভিবাদিকা সাপে খাওয়া সুন্দর মলের চকিত হরিণ প্রেক্ষণা বিধবা।

দর্শন মাত্রেই চিন্লাম—সে মুখ ভোলবার নয়—

সে জোড় হাত করে বল্লে—ক্ষমা করবেন সাধু—ক্ষমা করবেন—

—সাধু? সাধু? দেখুন মিসেস সুন্দর মল—

—অ্যাঁ! অন্তর্য্যামী আপনি—কেমনে চিনলেন?

সে পায়ে ধরতে গেল। আহাঃ! এ অবস্থায় পাগল হওয়া বিচিত্র নয়। আমি বল্লাম—আপনি ধীর হ'ন। আমার কথা শুনুন। আমি সাধু নই। আমাদের বংশে কেহ সন্ন্যাসী ছিলেন না—থাকলে আর আমি জন্মাব কেমন করে।

সে বল্লে—আপনার জ্ঞান—আপনার গান—আপনার ভক্তি—

—আমার ভণ্ডামি—

—ভণ্ডের ভণ্ডামি কি নির্জ্জন জাহ্নবী-তীরে—

—যেদিন। আমি আসি। এখন বলুন আপনি এমন বাঙলা শিখলেন কোথা ?

—মার মুখে—আমি বাঙ্গালী।

—অ্যাঁ! সুন্দর-মল—

—একটি অনুরোধ রাখবেন ?

—আজ্ঞা করুন।

—জীবনে কোনো দিন কোনো মুহূর্ত্তে—আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না।

আমি বল্লাম—জীবনে ? কেন আমাদের পরিচয় কি আজকের পরেও—

—সেটা নির্ভর করবে আপনার উপর। আমিও আপনার পরিচয় চাইব না।

জয় মা কালী! জগৎ মোটে মিথ্যা নয়—যখন ঘুরে ফিরে এতো সত্য রোমান্সের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।

রমা—কুমার—রাজা—মুষলগড়—সুন্দরমল—বিষধর সর্প—হরিণী নয়না বিধবা—অর্ডার সাপ্লাই—নিবারণ—মেডেল—

স্থির হয়ে রহিলেন যে—প্রতিশ্রুতি দেবেন না। আচ্ছা নমস্কার।

—না না আমি প্রতিশ্রুতি কেন গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করব—কাজ কি আপনার পরিচয়ে আমার। তবে—

—আপনি ঠিক্। আপনি সাধু। দেখুন জীবনে আমার কি সুখ আছে—নিজেকে কেন্দ্র করে ?

আমি বল্লাম—যখন আপনাকে চিনি না বা চিনতে পারব না—তখন এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে অধীন সক্ষম নয়।

সে বল্লে—হ্যাঁ বুঝেছি। আমি নিজে বলছি—জীবনে উদ্দেশ্য নাই। তাই এসেছিলাম মরতে—

আমি হাত জোড় ক'রে বল্লাম—দোহাই আপনার অমন কাজ করবেন না।

সে হাঁসলে—মলিন হাঁসি। বল্লে—না মরব না ঠিক্ করেছি। সমাজের কাজ করব—পরের দুঃখ—আপনি বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ অবস্থা বিশেষে—মানে একজনের এক ডজন—মানে অনেকগুলি ছেলে আর একজনের ততগুলি—উভয়গুলিতে মিলে মানে—বড় গণ্ডগোল—হাঙ্গামা—খরচা—

—সে তো সুবিধা অসুবিধা। আমি বলছিলাম—অসহায়ার বিবাহ—মনের সঙ্গে মনের মিল।

—ওঃ! নিশ্চয়। অমন বিবাহ বন্ধ করা হবে মহাপাতক। তবে বুঝলেন—আমার আপনার আপাততঃ মোটেই ওদিকে ঝোঁক নাই।

এবার সে হাসলে। বল্লে—আমার অর্থ আছে। কিন্তু আমি স্বদেশে ফিরতে চাহি না। আপনাকে আমি মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাব—আপনি নিজে হ'ক—কোন সাধু প্রতিষ্ঠানের মারফত হ'ক সে টাকা বিধবা বিবাহের জন্ম ব্যয় করবেন।

ভগবন! আর কত ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপাবেন! এক অভিশপ্ত পরিবারের মিতালি—তার ওপর রাজ্যের মৃত স্বামীর পরিণয় কাতরা রাক্ষসগণ বিধবা খুঁজে বার করতে হবে।

সে বল্লে—অনুরোধটা কি কিছু অধিক হ'ল?

আমি একটা বুদ্ধি বার করলাম। বল্লাম—একটু অন্তরায় আছে। যদি ঠিকানা দিই বা চাই—পরিচয় সম্বন্ধে যে শপথ করেছি সেটার বিরোধ করা হয়।

সে ভাবলে। বল্লে—বেশ্! আপনি বন্ধুর ঠিকানা দিন—নাম দেবেন না। জাহ্নবী কেয়ার অফ্ সেই বন্ধু। চিঠি বা টাকা দিলে তিনি যেন আপনাকে দেন চিঠি কিম্বা টাকা। আর আপনি চিঠি পাঠাবেন মাসের শেষ দিনে—জাহ্নবী কেয়ার অফ্ পোষ্টমাষ্টার হরিদ্বার—তা হ'লে আমি চিঠি পাব।

এতো ভালো আপদ। আমি বল্লাম—কেন আর এ অধীনকে—

—প্রতিশ্রুতি করেছেন।

আচ্ছা! মরিয়া হ'য়ে বল্লাম—আচ্ছা!

কলিকাতার এক বন্ধুর ঠিকানা দিলাম।

সে বস্ত্রাঞ্চল থেকে বার করলে ১১৭ টাকা। বল্লে—সঙ্গে আছে এই একশো সতেরো টাকা। এটা রাখুন। আর দেখুন। আপনার গানে ভগবানের সৃষ্ট একজনের প্রাণ বেঁচেছে। তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। আপনি আবার ঐ গানটা গান। আমি শুনতে শুনতে যাই। ও-গানটা না শুনলে এইখানেই মরতাম।

—আজ্ঞে! সর্বনাশ! ভাগ্যিস্—ওর নাম কি। টাকাটা পরে—

—নমস্কার।

গাহিলাম। সুন্দরী হনুমান চটীর পথে—বদরীকের পথে গেল।

দ্বিতীয়

এক

রেলষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে মূষলগড়। পাকা রাস্তা—ছোট ছোট টিপি ঢাপাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ছুটেছে। দু'টা নদীর উপর ফরাসী সাঁকো মন্দ না। অবশেষে পার হলাম মূষল নদী—যার উপর কায়েমী সেতু আছে।

মোটর পথে মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে দু'টা টিপির ভিতর দিয়ে রাজ প্রাসাদের একটা একটা অংশ দেখা যায়—গৈরিক রঙের প্রাসাদ। প্রকৃতির লীলা-ভূমির মাঝে—শিল্পীর আত্ম প্রকাশের প্রচেষ্টা।

প্রকাণ্ড ফটক—খিলানের ঠিক মধ্য ভাগে সূর্য্যের মুখ আর ছটা। সে চিত্র সোণার বর্ণে আঁকা। ফটকের বামপার্শ্বে হস্তীশালা। সেখানে মাত্র একটি হাতী ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে মোটর গ্যারাজ—সারি সারি অনেক গুলা।

তার পর কাছারী—এক তলা পুরাতন অট্টালিকা সেকেলে ধরণের। বারান্দায় মাদুরের উপর এক একটা বাক্স নিয়ে জন কতক মুহুরী বসে-ছিল—প্রত্যেকে দু'চারজন সাওতাল কোল বাঙ্গালী প্রজা পরিবেষ্টিত।

কাছারীর সবুজ প্রাঙ্গন—ইংরাজী ধরণের লন। কিন্তু তার স্থানে স্থানে ঘাস উঠে গেছে। কিশলয়কে হীনপ্রভ করেছে। চারিদিকে ছড়ান শুকনো পাতা এবং ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো।

দশটা লম্বা মার্ব্বেল পাথরের ধাপ। তার পর একটা চাত্তাল। দু'টা বৃহৎ কাঁচের আলমারীর ভিতর নানা অস্ত্র সাজানো। নানা আকারের—নানা ঢঙের কুড়ুল, খোঁচা, সড়কী, তলবার, তীর, ধনুক, তাঙ্গি, গাঁড়াসা—আরও নানারকম শত্রু জীব-জগতের—মানুষ-গড়া অস্ত্র মানুষ মারবার। অন্য আলমারীতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র—গাদা বন্দুক থেকে আরম্ভ ক'রে মৌজার রাইফেল অবধি। চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম—উদয় দেবের ব্রাহ্মণ-মারা পিস্তল আছে কি না, সন্ধান নিলাম না। সঙ্গীন-চড়ানো বন্দুকধারী দু'টো সেপাই পাহারা দিচ্ছিল অস্ত্রাগার।

একটা ঘর পেরিয়ে ভিতরের একটা কক্ষে গেলাম। চক্‌চকে মার্ব্বেলের মেঝে। ধারে ধারে কৌচ—প্রত্যেকের সামনে এক একখানা পারসী গালিচা। মাঝে গোটা কতক অতিস্থূল সাদা মখমলের বালিশ—মেঝে ব'সে মহারাজা—গৌর বর্ণ গায়ে ধব্‌ধবে সাদা যজ্ঞোপবীত।

—এসো বাবা এসো। বোসো বাবা কৌচে—বুড়া মানুষ ঠাণ্ডা মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছি।

আমি পাশে বসলাম—করিস্ কি রাপ্, আমার ওরে আসন দে না।

একজন লালকোর্ত্তা একখানা আসন দিল। আমি বল্লাম—কি বলছেন মহারাজ—আসনখানা সরিয়ে দিলাম।

তার পর অনেক গল্প করলেন। অবশেষে বল্লেন—তোর বাড়ীটা ভাল হবে না বাবা—কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের 'চেয়ে ভাল বাড়ী দিতে পারি না—না হ'লে এখানে থাক্‌তে পারতিস্‌ বাবা।

আমি তাঁকে বল্লাম যে বাসস্থানের বিপক্ষে বলবার আমার কিছু নাই। কলিকাতার বাসার তুলনায় ও আমার প্রাসাদ।

—আরও একটা কথা। ঐ বাড়ীর অন্য দিকে থাকে দিগম্বর বিশ্বাস। মাঝে দরজা আছে। একটু ভাব করলে ওর অনেক কথা বুঝতে পারবি। কিন্তু খুব সাবধান।

আমি বল্লাম—আপনি তো মহারাজ আমাকে চাকর ব'লে—

—আরে ছিঃ! ও কি কথা বাবা! তুমি আমার ছেলে! তবে পাছে অপর পাঁচজনা বলে—বুড়া এক চোখো তাই একটু পরদা করতে হ'বে।

—আপনার দয়া আর বিজ্ঞতা আমার জীবনের গতি বদ্‌লে দেবে মহারাজ।

এই জ্ঞানের কথা বল্লাম যখন একজন লাল পাট্টা বল্লে—হুজুর কানু বাবু।

—ডাক্‌ দে রে ভাই।

সৌজন্য আর অনাড়ম্বর মিষ্ট কথা ছিল রাজা সাহেবের সহজাত গুণ।

কানু ঘোষকে আজ্ঞা দিলেন রাজা, আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদ দেখাবার।

আমি কলিকাতার ধনীদের বাড়ী দেখি নাই। কিন্তু পিতামহের সঙ্গে বাঙলা ও বেহারের অনেক জেলার প্রধান সহরে সম্পন্ন লোকেদের অনেক সাজানো বাড়ী-ঘর দেখেছি। বহুমূল্য আসবাব আছে অনেকের —অনেকে ঘর সাজাতে পারে এমন ভাবে কাজে কর্ম্মে যাতে তাদের সৌন্দর্য্য-বোধ ফুটে উঠে। কিন্তু ভারতবাসীর গৃহ শয্যার দু'টা রীতি চিরন্তন। ধূলা থাকবে সাধারণতঃ সর্ব্বত্র। আর মধুরের সঙ্গে বীভৎস। বেশ সাজানো ঘর—বহুমূল্য আসবাব—কিন্তু হয়তো একটা কৌচের পেট ফেটে নারিকেল ছোপড়ার ঝোঁপ করছে আত্ম-প্রকাশ কিম্বা কাশ্মীরের যত্নে খোদা টেবিলের উপর জয়পুরের সাদা পাথরের বিষ্ণু মূর্ত্তির পাশে আছে একটা দাঁত-মাজনের কৌটা বা খোকাবাবুর কল কাটা দো ঘয়লা ঘুড়ি।

রাজা পরাক্রম দেব ঐশ্বর্য্যশালী। রাজা পরাক্রম দেবের পুত্র চিফ্‌স্ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করলেও রাজা স্বয়ং কৃতবিদ্য এ কথা বলব না—তার নিমক খাদক আমি। একটা যে বিশেষ বিষয় নির্ব্বাচন করে আসবাব পত্র জোগাড় করা হয়েছে—সে কথা বলা যায় না। চিত্র সম্বন্ধেও কোনো বিশেষ শিল্পের উপাসক ছিলেন না রাজা; কারণ শকুন্তলা, ম্যাডোনা রোজাল্যাম্বার্ট ও দক্ষযজ্ঞ পাশাপাশি শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বাস করছে তাঁর দরবার ঘরের প্রাচীরে। এ কথা অথচ অস্বীকার করা যায় না যে প্রত্যেক দ্রব্যটি যথাযথ স্থানে পরিপাটী রকমে রক্ষিত।

যেমন একদিকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আছে—রাজার হাতে মারা বাঘের ছালে খড় পোরা বাঘ। সে বাঘটি যেখানে আছে তার আশে

পাশে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পিতলের টবে আছে বড় বড় ক্রোটন-পাতা ধোয়া মোছা রৌদ্রস্নাত। সেই দেওয়ালে আছে বনের ছবি। আমি যখন উপরের ছবি দেখছি—বাঘটা ঘ্যাঁক্ করে গর্জ্জন করলে—হাঁ করলে—মাথা নাড়লে। তার চোখ দু'টা জ্বলে উঠ্‌লো।

আমি আকস্মিক ভয়ে তিন পা পিছনে গেলাম! বাঘটা আবার চীৎকার করলে। কানু ঘোষ অনেকটা সরে গেল।

আকস্মিক ভয়ের কারণটা কেটে গেলে বুঝলাম কানু ভানু কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার একটি সুইচ টিপে দিয়েছে। বিজলী প্রবাহ অনেক গুলা খড়ের গাদায় লুকানো বাঘের পেটের যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে মরা বাঘে প্রাণ সঞ্চার করেছে।

আর এক দিকে—রাজার রূপার সিংহাসনের পাশে দুখানা আধ পোড়া কাঠ—গনগনে আগুন জ্বলছে। এই গরমে—আগুন। বুঝলাম মাষ্টার কানু ঘোষ আর একটি বিদ্যুতের চাবি টিপেছেন।

এই রকম সব অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক রহস্যে সভাগৃহ পূর্ণ। সভাসদ কানু ঘোষ সগর্ব্বে আমাকে সকল পদার্থ দেখালে।

তারপর শিস্-মহলে নিয়ে গেল। চেয়ার টেবিল আয়না ও ছবির ফ্রেম সব কাঁচের। কলিকাতার দোকানে ও শ্রেণীর পদার্থ অনেক দেখেছি।

যা দেখবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা—সে পদার্থ কোথায়।

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলাম—কানুবাবু সেই শরশয্যাটা কোথায়?

—রাজা উদয় দেবের মহলে। আচ্ছা এসো বাবা জজের নাতি।

একটা পিছনের কক্ষে নিয়ে গেল! সে কালের সিন্দুকের মত পদার্থে

অনেকগুলা চক্‌চকে তীরের ফলা। বোধ হয় রূপার তার। তার উপর ভীষ্মের মত শায়িত—বোধ হয় পোড়া মাটির একটা ছয় ফুটের মূর্ত্তি।

জিনিষটার পরিকল্পনা ব্যতীত—এতে নূতনত্ব কিছু ছিল না। বারো-য়ারী তলায় এ রকম ভীষ্ম মূর্ত্তি অনেক দেখা যায়। অবশ্য সে তীর গুলা হয় রূপালী রাঙ্‌তা মোড়া বাঁশের—আর ভীষ্ম স্থির ধীর মুখের একটা পুতুল।

এ-মূর্ত্তির রচনা কিন্তু দক্ষ শিল্পীর হাতের। এক দেওয়ালে—অভিশপ্ত রাজা উদয় দেবের অশ্বারোহী যোদ্ধা বেশের তৈল চিত্র আছে। শর-শয্যাশায়ী মাটির উদয় দেবের মুখ একেবারে সেই চিত্রের হুবহু প্রতিকৃতি।

কানু বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি রাজা উদয় দেবকে দেখেছেন।

—দেখিনি মাষ্টার মশায়? তবে মেয়েরা ঘোমটা আর পরদার আড়াল থেকে যেমন পুরুষদের দেখে। তাতে দেখা জোর হয়।

—এমন চোরা গোপ্তা দেখার কারণ কি ঘোষজা মশায়।

—কারণ? সে পরাক্রম দেব নয় বাবা। উদয়দেব—একেবারে—

তার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে—রাজার বেটা রাজা। বাঘ্‌—বাবাজী বাঘ। ওঃ! কি ত্রাস ভারি!

—হুঁ!—আমি সেই শরশয্যা দেখতে লাগলাম। যে বাক্সর উপর শরশয্যা বাক্সটার চারি দিকে বোতাম লাগানো রয়েছে—হারমোনি-য়মের গায়ে যেমন থাকে। সামনে ছটা বোতাম প্রত্যেকের গায়ে বৃত্তাকারে

১২ ৩, প্রভৃতি ১২ অবধি লেখা। অর্থাৎ বৃত্তটি ১২ ভাগে বিভক্ত। পিছনের বোতাম গুলাতেও ঐ ব্যবস্থা। দুদিকে তিনটে করে বোতাম। প্রত্যেকে বোতাম ৮ভাগে বিভক্ত। এক দিকে ক খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ ঝ চিহ্নিত অন্য দিকে কেবল আটটা ভাগের চিহ্ন দেখানো আছে রেখায়।

—এগুলা কি কানু বাবু?

—বড় ঘরের বড় কথা বাবা। দেখনা ঘোরে।

সত্যি বোতামগুলো ঘোরে—অবশ্য একটু জোর লাগে।

কানু বাবু বল্লে—ছ—বারো বাহাত্তোরটা বোতাম—অর্থাৎ ৭২টা ঘর জ্বালিয়েছেন। পিছনের ৭২টার মানে ৭২খানা চষা ক্ষেতে হাতি চালিয়েছেন। যাক বাবা—এ সব দেওয়ালের ও কান আছে। ধারের গুলা খুনের আদম সুমারী।

বুঝলাম ননসেন্স। কিন্তু উদয় দেবের উপর তার আন্তরিক বিরাগ।

আমি বল্লাম—উদয় দেবের উপর আপনার আন্তরিক রাগ কেন কানু বাবু?

এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে—শুনবে বাবাজী। রাজা একটা বামুনের ছেলেকে গুলি করে মেরেছিল।

—অ্যাঁ।

—থাক্ বাবা। আমার বাবা স্বর্গীয় দামু ঘোষ মশায় ব্রাহ্মণের কাছে মাপ চাইতে বলেছিলেন বলে—

মানুর চক্ষু লাল হ'ল। বল্লে—হাতী দরজায় তাঁকে বিশ কোড়া—ওঃ! শয়তান—

আর বলতে পারলে না। ইচ্ছা মাটির রাজার ঘাড় মটকে দেয়।
আমি বল্লাম—কিন্তু এখনকার রাজা—

—না ও রকম অত্যাচারী নয়—তবে ফিচেল বুদ্ধি। কিন্তু হাড়ে টক্ না হ'লে ঐ বাপকে বলে দেবতা।

আমি একটু আশ্বস্থ হ'লাম। কারণ যদি বিষ বড়ি থাক্‌তো পরাক্রম দেবের মুখে দেবার এই অবসরে প্রয়োগ করত কানু ঘোষ। অত্যাচারী পিতাকে ভক্তি করা পিতা স্বর্গ প্রভৃতি নীতি-বোধ বুঝলাম এদেশে সুলভ।

এতক্ষণ দেখি নি। শরশয্যার সিন্দুকের গায় চতুষ্কোণ এক খণ্ড রূপার ফলকের উপর খোদাই করা ছিল—

বরাহ শরের ঘায়
যদি বক্র চক্ষে চায়
বাসনার পক্ষ কর ক্ষয়
ভুবনের দুঃখ হ'রে ধ্রুব কৃতান্তে করিবে জয়।

কানু বাবুকে বল্লাম—এ কি লেখা মশায়।

—কই লেখা তো লক্ষ করিনি। পড়তো বাবা কি লেখা। দেখেছ শিক্ষিত লোক আর মূর্খ লোকের প্রভেদ।

আমি পড়লাম। আর একবার পড়লাম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে—বামুনের ছেলেকে মেরে পুলিশের হাত এড়িয়েছিলেন—বন-বরাহ মারবার দোহাই দিয়ে। তারপর লোকটা একটু মুসড়ে ছিলেন—তবে তার ফলে নিজে কৃতান্ত জয় করেছেন এ স্পর্দ্ধার কথা লেখা আছে শরশয্যায় তা জানতাম না।

তার কথা সমীচীন বোধ হল। সত্যিই ভারতবর্ষে বস্তু পাওয়া কৃতান্ত জয়ী হাটে বাজারে অথচ মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাধিক পৃথিবীর সকল প্রদেশ অপেক্ষা। সিমলায় কামনাদেবীর টিব্বায়, জ্যাকোর শিখরের মন্দিরে, কত সন্ন্যাসী দেখতাম—গাঁজার দম দিতে অদ্বিতীয়—অশিষ্ট অশ্লীল বুলি তাদের হাতের জপমালার তালে তালে ঘুরতো সবাই কিন্তু কৃতান্ত জয়ের উচ্চাশা পোষণ কর্ত্ত। যে কদিন কাছারীর গাছ-তলা আশ্রয় করেছিলাম দেখেছিলাম—খুব যারা মিথ্যা মামলা করে—তারা ধার্ম্মিক কৃতান্ত জয়ী।

সন্ধ্যার পর ডাক পড়লো রাজ বাড়ীতে। রাজা বাহাদুর নিজের বৈঠক খানায় মজলিস করেছিলেন। মেজেয় মোটা গদি পড়েছিল—তার উপর ধবধবে চাদর—অনেক গুলা হুকা ইত্যাদি।

কানু ভানু কোম্পানী ছাড়া রাজার আরও পার্শ্বচর ছিল। একজন তার মধ্যে ওস্তাদজী। সঙ্গতকারী অবশ্য কানু।

খেয়াল হল, টপ—খেয়াল হল তানপুরার সঙ্গে। তারপর রাজা আমাকে গাইতে অনুরোধ করলেন। আমি ভীত হ'লাম ওস্তাদজীর পর গান গাওয়া সত্যই ধৃষ্টতা।

ওস্তাদজী বল্লে—বাবু আপনার কাছে কেহ প্রত্যাশা করবে না শোরী মিঞা বা গৌর-সারেঙ্গের তান। লজ্জা কি বাবু?

আমি বল্লাম—লজ্জিত হবেন আপনি ওস্তাদজী—আর সুরের দেবী। কারণ আপনার গান বুঝেছে পাঁচজন কি সাতজন। কিন্তু আমি গান গাইলে সবাই খুসী হবে—চক্ চকে গিল্‌টির গহনা সোনার গহনার চেয়ে চটক্‌দার।

ওস্তাদজী বল্লে—বাবু আপনি বিদ্বান লোক আর বড় ঘরের ছেলে তাই স্পষ্টবাদী। গানতো পরকে সুখ দেবার জন্য—তবে কথাটা বলে-ছেন ভাল। রুচি বদলেছে ব'লে সঙ্গীত বিদ্যার এ অধঃপতন।

কানু ঘোষ বল্লে—বাবাজী এখনও মুষল গড় চেনোনি? অত হক্ কথা বল্লে—এদেশে টেঁকতে পারবে না বাবা।

ভানু বল্লে—তাই কানু বাবু ভুলে সত্য কথা বলে না।

সকলের মন হাল্কা—বড় ছোট মিলে আনন্দ করলে। টাইপিষ্ট বাবু কলিকাতার ছেলে—সে দুখানা বাঙ্‌লা গান গাইলে যা কলকাতার সমাজে তার পিতামহ গাহিত।

কাজেই আমাকে গাহিতে হ'ল দুখানা নিধু বাবুর গান।

সভার শেষে টাইপিষ্ট নলিনী নিরালায় বল্লে—যদি এদেশে টেঁকতে চান তো দিগম্বর বিশ্বাসকে চটাবেন না। ওকে তুষ্ট করবার প্রধান উপায় ওর চেহারা ভাল বলা। আর দ্বিতীয় উপায় মহারাজের দিগু নিন্দা করলে তাতে যোগ দেওয়া এবং পরে এসে গ্রামোফোনের মত বলে দেওয়া মহারাজাকে সব কথা।

সর্ব্বনাশ! প্রথমটা পারা যাবে—কিন্তু দ্বিতীয় কথা। শুনলাম নলিনী ৪০৲ টাকা বেতন পায়। গোয়েন্দা গিরির পরিশ্রমের উপার্জ্জন কত—তা বুঝলাম না।

দুই

পেটের দায়ে অনেক কিছু করতে হয় মানুষকে—কিন্তু তা' ব'লে দিগম্বর বিশ্বাসকে অভিনন্দন করতে হবে দিব্য-কান্তি বা সুরূপ বলে এত খানি অসত্য কি সহ্য কর্ব্বেন সত্যের দেবতা। কারণ প্রথম যখন তাকে দেখলাম তখন বিশ্বকর্ম্মার শিল্প কুশলতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'লাম।

আমার জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যায় মুষল নদী সৈকতের চিক্‌ চিকে সাদা বালি—মুষলের স্বচ্ছ জলের ধারা—তার পিছনে গড়ানে জমি। সে গড়িয়ে উঠেছে অনতি উচ্চ একটি সবুজ ও ধূসর শৈলে। সূর্য্য উঠে তার বিপরীত দিকে—তার তির্য্যক কিরণ ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলছিল অনুর্ব্বর সেই ভূ-খণ্ডকে আর মাত্র গোটা কতক বৃক্ষকে যারা সেই চিত্রকে বিচিত্র করছিল। আমি মুগ্ধ-নেত্রে দেখছিলাম সেই গরিমা।

মনটা তখনও বাস্তব জগতে নামেনি—ঘুরছিল সেই কল্পনার রাজ্যে যাকে ইংরাজিতে বলে—নির্ব্বোধের স্বর্গ। হঠাৎ কান ধরে হ্যাঁচকা মেরে পৃথিবীতে টেনে নামালে এক অপরূপ মূর্ত্তি। ওঃ। কেরে বাবা!

প্রকাণ্ড একটা কাশীর তৈরি মাটির ডাবা হুকোয় সরপোষ ঢাকা কল্কের কলকে চাপা দিলে যেমন দেখতে হয়—আমার সাক্ষাৎ উপর ওয়ালা দেওয়ান দিগম্বর বিশ্বাসের তেমনি চেহারা। পেটটা খুব মোটা তারপর দেহ সরু হ'তে আরম্ভ হয়েছে। গলা ছিনে পরা তারপর আবার গোলমুখ —মাথার উপরটা চ্যাপটা—কেশ বিহীন। একখানা আধ ময়লা ধুতি চু-ভাঁজ হয়ে কোমর থেকে ঝুলছে—হাতে একটা রূপা-বাঁধানো হুঁকা।

ঠিক আমারি জানলার নীচে লোকটা পায়চারি করছিল—আর মাঝে মাঝে আমার জানালার দিকে তাকাচ্ছিল।

কি করি ? ভাবলাম—অদ্য প্রাতরেব অনিষ্ঠ দর্শনং সঞ্জাত ন জানে কিমদ্য ভবিষ্যতি। কিন্তু এই মূর্ত্তিমান অনিষ্ট তো থাকবে বাড়ির পার্শ্বে এবং উন্নতি করতে গেলে ওর কাছে না জানিয়ে কাজ শিখে নিতে হবে—একলব্য যেমন শিখেছিল ধনুর্ব্বিদ্যা দ্রোণাচার্য্যের কাছে। অবশ্য গুরু-দক্ষিণা হবে কলিকালের মানে গুরু মেরে।

আমি অবশেষে তার সম্মুখীন হ'লাম। নমস্কার করে বল্লাম—আজ্ঞে আমি চুনীলাল—সেকেণ্ড মাষ্টার।

—হ্যাঁ শুনেছি। বেশ বেশ। আপনার ঠাকুর দাদাকে জানি তিনি এ জেলার সব-জজ ছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি।

—তামাক ইচ্ছা করুন।

সর্ব্বনাশ! সেই শ্রীমুখামৃত মুছে দিগম্বর আমার হাতে দিতে গেল হুঁকা আমি বল্লাম—না সার আমি তামাক খাইনা।

জোড়হাত করলাম। মুখের সেই একভাব। জুতা ওয়ালা চীনের মত—নট্ নড়ন চড়ন।

দেশটা যে ভাল তা বল্লাম। সে একমত হ'ল।

শেষে বল্লাম—আপনাদের বংশের খ্যাতি বহু-দিনের !

—আমাদের বংশের ?

—মুষল-গড়ের রাজ-বংশের। বর্গী-হাঙ্গামা—

—আপনি ভুল করছেন গুপ্ত মশায়। আমি এ বংশের নই। আমার বাড়ী মেদিনীপুর। এঁরা ছত্রী-ক্ষত্রিয়-রাজপুত। আমরা মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়।

আমি ক্ষমা চাইলাম। বল্লাম—ক্ষমা করবেন—আপনার চেহারা দেখে—মানে বাংলার চেহারা—

সে বল্লে—না কিছু না। এদেশটার জল হাওয়া ভাল—আর আছি এদেশে পঁচিশ বৎসর—

—ওঃ! যৌবনে না জানি—যাক্ ক্ষমা করবেন।

জিতা রহো টাইপ-গট্ খট- নলিনী। কালই তোমার ঐ আঙ্গুল হারমনিয়মের পরদার উপর বিচরণ করবে—স্ব-রচিত একখানি হাম্বীর আদায়ের প্রচেষ্টায়।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার কর্ত্তব্যের কথা। এখন সে প্রসন্ন। বল্লে, কর্ত্তব্য বেশী কিছু না। হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে আজই পরিচয় করে দ'ব। স্কুলে দু তিন ঘণ্টার বেশী কাজ নয়—আর পড়ুয়াও তো সব মাখন চোরার দল—এ দেশের ছেলে—আধা বাঙ্গালী আধা কোল!

ভাবলাম এর পর ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দেশীয় বিদ্বেষ আরোপ করে যে—তার ফাঁসি যাওয়া উচিত—মেদিনীপুরের লোকের পক্ষে যদি হয় নেটিভ ছোট নাগপুরের লোক।

আমি বল্লাম—আপনাকে একটু স্যার দেখে দিতে হবে রাজকুমারীর বইগুলো। ওঁকে একটু বাংলা গদ্য পদ্য—ইংরাজি—

—চুলোর ছাই। আপনি যা ইচ্ছে শিখিয়ে দিন। কেবল সই করতে পারলেই হ'ল। ওদের আবার লেখা-পড়া।

আমি অমায়িক ভাবে হাসলাম। সর্ব্বংসহা পৃথিবী—দিগম্বরের দলকে তো সহ্য করছেন তিনি।

হুঁকোয় বার কতক জোরে দম দিয়ে দিগম্বর বল্লে—আসল কথা—

আপনাকে আমাকে এদের ভাঙ্গিয়ে, করে খেতে হবে। ওরা লেখা পড়া যত কম শেখে। বুঝেছেন তো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ জলের মত।

স্নান করে ডিম সিদ্ধ চা আর ব্রীটানিয়া বিস্কুট খাচ্চি—এমন সময় স্বয়ং দেওয়ানজি হেড্-মাষ্টার সমভিব্যাহারে এসে হাজির।

আমি স-সম্ভ্রমে দাঁড়ালাম। তাঁদের জন্য চা আনাব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম—যার ফলে নিম্ন-লিখিত বিশেষ সংবাদ লাভ করলাম—

—আঁজ্ঞে দেখুন ধর্ম্ম হ'ল প্রধান সহায়। এখনও পূজা আহ্নিক হয়নি—আর ওসব ম্লেচ্ছ জিনিষ আমি খাই না।

জয় মা কালি!

এতক্ষণ দেওয়ানজিকে তুষ্ট করবার গোলমালে হেড্মাষ্টারকে দেখিনি। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হ'লাম।

—অ্যাঁ আপনি হেড্মাষ্টার উপেন বাবু।

—অ্যাঁ আপনি সেকেণ্ড মাষ্টার! কি যোগাযোগ!

দেওয়ান বল্লে—তবে তো আপনারা পরস্পরকে চেনেন। আমি আসি।

আমি দরজা অবধি তাকে পৌঁছে দিলাম।

উপেন্দ্র চাটুয্যেকে আমি চিনতাম কলিকাতার ওয়াই এম সি এতে। সে আমার চেয়ে বছর কতকের সিনিয়ার। আমরা হকি আর টেনিস খেলতাম—উপেন্দ্র খেল্‌ত ক্যারম।

উপেন্দ্র গল্পে লোক। তার অভিনব উপায় ছিল স্বাস্থ্য রক্ষার। ট্রামের মাসিক টিকিট কিনে উপেন্দ্র ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়

এক খানা খিদিরপুর বেহালা কিম্বা আলিপুরের ট্রামে উঠে একেবারে সম্মুখের আসনে দুঘণ্টা বসে থাকতো—তার মধ্যে গাড়ি যত ক্ষেপ দেয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কাজের কথা। বিশেষ খাটুনি কিছু নাই। সে শুনেছে দেশে দলাদলি আছে—রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে। কিন্তু সে নির্ব্বিরোধ কোন দলে মেশেনা। কাজেই তার শত্রু নাই। এই ভাবে দু'বৎসর কাটিয়েছে।

—কি করেন সারা দিন?

সে হেসে বল্লে—অনেক বই জড় করেছি—আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকি।

—বলেন কি? শিখলেন কোথা?

—না শিখে আঁকা যায় ভাল। বুদ্ধি করে প্রত্যেক ছবির বিষয়কে প্রথমে বিশ্লেষণ করি—তার রেখা—তার আলো ছায়া তার রঙ্!

মামুলি কথা। আচ্ছা দেখব।

সে বল্লে—দেখুন এই ছবি আঁকা থেকে আমি মনে একটা বল পেয়েছি। ভীষণ বল। একটা ভার কেটে গেছে মনের। যদি কাকেও না বলেন তো বলি।

এই হ'ল দেশের বিশেষত্ব। রাজা থেকে টাইপিষ্ট অবধি যে যা বলে সেই শপথ করিয়ে নেয় যেন তার গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করি। বোঝার উপর এ শাকের আঁটি। সুতরাং আমার অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বল্লাম—দেখুন উপেন বাবু। লেখা পড়া ভাল শিখিনি। হকি তাও দুবার প্রতিদ্বন্দীর পায়ে চোট মেরে মাঠ থেকে বিতাড়িত হ'য়েছিলাম। আর টেনিস—গরীবের ছেলের খেলা সে মাত্র বাজে সময় কাটানো ভিন্ন—

—কেন গান ? অবশ্য বাকীগুলা মানলাম না।

আমি বল্লাম—ও কি গান ? গান হ'ল ধ্রুপদ খেয়াল, বাকী সব—আরে ছ্যা।

উপেন্দ্র ঠাণ্ডা লোক কিন্তু তার্কিক। সে একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা দিলে যার নাম দেওয়া যেতে পারে—সঙ্গীতে মনের সারা।

কিন্তু উপেন্দ্রের গুপ্ত-কথা ? তার কি হ'ল ? আমি বল্লাম—যেতে দিন কলা বিদ্যায় গানের স্থান বা মানব মনের গানে সারা। বলছিলাম—কিছু শিখিনি কিন্তু একটা জিনিষ শিখেছি—পরের রহস্য কিম্বা পরের অর্থ কেহ যদি গচ্ছিত রাখে আমার কাছে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা আর—মনে করুন—

—পরের স্ত্রী নিয়ে পালিয়ে পাওয়া একই কথা—বল্লে হেড্‌মাষ্টার মশায়।

তার পর সে রহস্য ব্যক্ত করলে। বাল্যকাল অবধি পুলের উপর চড়তে তার বিশেষ ভয়। এমন কি হাওড়ার পুল পার হ'য়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বা হাওড়া ষ্টেশনে যেতে তার বিশেষ আতঙ্ক হত। সে গঙ্গাপার হ'ত ফেরি ষ্টীমারে নিদেন ডিঙ্গি-বোটে—ব্রীজ ছিল তার পক্ষে বিপদের বিভীষিকা ! যমালয়ে যাবার সেতুর প্রতীক।

এ রকম একটা সংবাদ কেন কলেজের আমলে পাই নাই—এ মনস্তাপে দগ্ধ হ'লাম। ওয়াই, এম্, সি এর বিশু বলতো যে মানুষের খাম-খেয়াল টেনে বার করতে সে অদ্বিতীয় মানুষের মনের গভীর থেকে। নল-কূপের পাম্পের হাতল যেমন পৃথিবীর মর্ম্মস্থল থেকে স্বচ্ছ শীতল জল টেনে তোলে।

আর ভাবলাম—ঋষি-বাক্য—যদ্দেবেন যুষ্যতে লোকে—ইত্যাদি। এক দেশে এতগুলা খামখেয়ালী লোক জুটলো কোথা থেকে ?

সে বল্লে—বুঝতেই তো পাচ্ছেন—পায়ে হেটে যার উপর দিয়ে যাওয়া যায় না তার উপর দিয়ে রেলে চড়া কি ভীতিকর দুর্যোগ ছিল। যদি কখনও কলকাতার বাহিরে যাবার প্রয়োজন হ'ত—চোখ বুজে থাকতাম পুলের উপর ওঠবার আগে। এক একবার রাত্রে পুল পার হ'বার সময় যখন দেখতাম সবাই ঘুমাচ্চে—রেলের বেঞ্চির তলায় ঢুকে যেতাম।

পরিতাপ হ'ল—এ রহস্য প্রকাশ না করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম কেন। এ গল্প যে আসরে করা যাবে—মাল্য-চন্দন লাভ অনিবার্য্য।

কিন্তু পুলের ভয়ের সঙ্গে ছবি আঁকার সম্পর্ক এবং পরিশেষে প্রথমোক্ত বিষয়ের শেষোক্ত কুশলতার দ্বারা উচ্ছেদ কি প্রকারে সম্ভব সে তত্ত্ব জানবার জন্য ব্যস্ত হ'লাম।

সে বল্লে—যখন পুলকে ভয় করতাম তখন তাকে লক্ষ্য ক'রে দেখতাম না। কাজেই তার শক্তির পূর্ণ পরিচয় পেতাম না। মানুষ ভুতকে ভয় করে তার দিকে তাকায় না ব'লে।

অকাট্য প্রমাণ।

সে বল্লে—যখন ছবি আঁকবার ঝোঁক হ'ল—অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য টল টলে জলের উপর সেতু। জাপান চীন জল আঁকলেই সাঁকো আঁকে। কিন্তু পুল আঁকতে গেলে পুল দেখতে হয়। যখন মাণিকতলার খালের ধারে গিয়ে পুলের গঠন দেখলাম—খিলানের শক্তি—ইটের বিন্যাস—লোহার ভার বহন করবার অসুরের মত ক্ষমতা—ক্রমশঃ পুলের ভয় সাপের খোলসের মত খসে পড়লো আমার মন থেকে। এখন সেতু

পেলে আমি সোজা পথ চাহি না—পাথর চাই না চীনের প্রাচীর চাহি না দামোদরের বাঁধ না—দাও পুল, দাও পুল।

যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সে তার নির্ভীকতা ব্যক্ত করলে—অন্য কোনো অভদ্র লোক হ'লে বলত—দাও জল, জল দাও এর মাথায়। আমি কিন্তু সংযত দরদের সঙ্গে তার ভয় ভাঙ্গার গল্প শুনলাম।

কিন্তু পরে সে যখন তার চিত্র দেখালে তখন উপেন্দ্রের উপর শ্রদ্ধা হল। যেমন তার দৃশ্য নির্ব্বাচন তেমনি শিল্প কুশলতা। যে ছবিখানি আমাকে দেখালে সেখানি মুঘল গড়ের সেতুর ছবি। মুঘলের ঢল ঢলে জল সেতুর দৃঢ় গঠন—পিছনের পাহাড়—অতি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তার চিত্রে।

আমি বল্লাম—উপেন্দ্রবাবু আপনার সেতু ভীতির কথা এ ছবি দেখলে মনে হয় অলীক। আমি একবার এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম সোন ব্রীজের উপর—সেতুবন্ধু বলা যায় যাকে। মোট কথা সেতুর উপর তার নির্ভীক আচরণ দেখে আমারই বুক ধড়-ফড় করে উঠেছিল—যে বুক নেংটি ইঁদুর এমন কি আরসুলা দেখ্‌লেও বিচলিত হয় না। নিশ্চয় তার জন্ম সেতুর ভাই কেতু লগ্নে।

—কি রকম?

—ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী দুটি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠ্‌লেন মোগল-সরাই। সোন ব্রীজের উপর এসে ভদ্রলোক বল্লেন—বড় বউ সোন নদী। শিগ্‌গির। তখন স্বামী স্ত্রী এক একটা ছেলের ঘাড় ধরে ট্রেণের জানালার ভিতর দিয়ে বার ক'রে ধরলে। আমি বল্লাম—করেন কি মশায়? কারণ ভেবেছিলাম তারা পাগল। শিশু

ওটাকে জানালা গলিয়ে সোনের জলে ফেলে দেবে। ভদ্রলোক বল্লে—চুপ করুন না মশায়—ছেলেদের সোনের হাওয়া খাওয়াচ্ছি—মোটা হবে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।

তার স্ত্রী রাজ-যোটক উদ্বাহের দান। সে বল্লে—হ্যাঁ যদি স্বাস্থ্যই না ভাল রহিল তো বিশ্বনাথ দেখার কি ফল।

বোধ হয় বোতলে করে সোন নদীর বায়ু এই রকম বায়ুগ্রস্থ পরিবারে বেচতে পারলে অচিরে লক্ষ-পতি হওয়া যায়।

তিন

তিন মাস একঘেঁয়ে একটানা স্রোতে বহিতে লাগলো জীবন। সকালে উঠে নদীর ধারে ধারে একটু ঘুরতাম। দুপুরে স্কুলে যেতাম। বিকেলে পাঁচটা থেকে ছ'টা অবধি তিলোত্তমাকে পড়াতাম।

সন্ধ্যার সঙ্গে এক একদিন দেখা পেতাম কুমারের। সে নিজের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে গল্প করত। সন্ধ্যার সময় একটু ঘুরে আবার রাজ-সভায় যেতাম।

দেখা হ'ত রাত্রে এক একদিন দিগম্বরের সঙ্গে আহারান্তে। সে রাজ-সভায় যেতো প্রত্যহ। সে আমার সঙ্গে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কথা পরামর্শ কর্ত্ত। আমি তার কথা থেকে বুঝতাম অনেক তথ্য রাজ-জমিদারী সংক্রান্ত।

একদিন তাকে বল্লাম—দিগম্বরবাবু আপনার স্ত্রী পুত্র এদেশে আনেন না কেন?

সে বল্লে—একেবারে আনি না এ কথা সত্য নয়। কিন্তু আমার শত্রু অনেক—কে কবে মশায় বিষ খাইয়ে দেবে।

তার পর সে বুঝালো।

—অনেকে মিথ্যা ব্রহ্মোত্তর ব'লে জমি ভোগ কর্ত্ত তাদের জমি কেড়ে নিয়েছি। যে লোক পত্তনীর টাকা দিতে বিলম্ব করে—তাকে আমি উদ্বাস্ত করি। যে প্রজা বিদ্রোহী হয়, আমি হাতী দিয়ে এমা ঠেলা মারি তার মাটির ঘর যে একটু বরষাতে তার বাড়ি পড়ে যায়।

শেষের কীর্ত্তি—কথা বলবার সময় তার ভারি আনন্দ হ'ল। সে হাঁসলে।

আমি বল্লাম—এ সব শাসনের অত্যাবশ্যক বিধান অবলম্বন করবার সময় কি রাজার মত নিতে হয়?

সে বল্লে—জানে সব মহারাজা—তবে লোকটা ভারি ভণ্ড। এমন ভাব দেখায়—যেন জানে না। যার নিমক খাই তার উপকার কর্ত্তে গিয়ে যদি বদ্‌নাম হয়—সে বিচার নারায়ণ কর্ব্বেন। মন সাচ্চা তো কটোরামে ওর নাম কি।

ইংরাজের কড়া আইন। এমন লোকের ঘাড়টা ধরে মটকে দিলেও দণ্ড হয়। তার উপর ছিল জঠর জ্বালা। বোবার শত্রু নাই। নিঃশব্দে শুনে যেতাম তার জীবন-চরিত আর নীতি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

এক দিন জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা রাজা সারাদিন মোসাহেবদের সঙ্গে গল্প করেন—নিজে কেন একটু একটু জমিদারী দেখেন না?

সে অট্টহাস্য করলে। কি বীভৎস হাসি—হাড়ের ভিতরের মজ্জা অবধি শিহরে উঠে সে হাসিতে।

সে বল্লে—বলবেন না তো মশায়?

আবার একটা গুপ্ত রহস্য।—বলবেন—না—মশায়।

—দেওয়ানজী এই যে তরুণ অন্তঃকরণ দেখছেন এটিকে আপনি লোহার সিন্দুক ভাবতে পারেন। আগুনে ট্যাক্‌সই—চোরের নিগ্রহ।

সে হাসলে—তার স্থূল উদর তিনবার নেচে উঠ্‌লো—কাঁচা রাস্তায় লড়ির উপর যেমন বুগ্‌ড়ী চালের বস্তা নাচে।

সে বল্লে—রাজার বিশ্বাস যে তার বংশের যে কেহ রাজ কার্য্য করবে সে অভিসম্পাতের অনিষ্টের মধ্যে আসবে।

—বলেন কি দেওয়ানজি! অভিসম্পাত! কার অভিসম্পাত?

আবার সেই গল্প—ব্রাহ্মণ, কুমড়া, পিস্তল, অভিসম্পাত, বরাহ।

আমি বল্লাম—আপনার গল্পটা যেন উপন্যাস ব'লে মনে হ'চ্চে।

সে নিজের মনে বলে গেল।

—ধরি মাছ না ছুঁই পানি। রাজা সেজে বসে থাক্‌বো কিন্তু ম্যাও সামলাও দেওয়ানজি। আমি খাট্‌ব—উনি আমার রোজগারের টাকায় লোফাকা মারবেন। আমি ধরব গিরি গোবর্দ্ধন উনি করবেন বস্ত্র- হরণ।

আমি বল্লাম—দেওয়ানজি লেনিন ঠিক্ ঐ মর্ম্মে কথা বলে গেছেন, যদিও বল্গা নদীর ধারে বস্ত্র-হরণের কথা ইতিহাসে নাই।—মজদুর কি জয়—পুঁজি বাদ কী ক্ষয়। জিতা রহো লাল ঝাণ্ডা।

সে বল্লে—হ্যাঁ। আপনি তাঁকে বল্‌তে পারেন। শুনেছি আপনার সঙ্গে ওঁদের খুব প্রেম।

—বলেন কি? দরখাস্ত ক'রে চাকুরি। হ্যাঁ তবে সিমলে পাহাড়ে গিয়ে শুন্‌লাম—শুনলাম কেন দেখলাম—

—কুমারের মহিষী আপনার পরিচিত। তা শুনেছি।

—আপনার অজানা আর শ্যার আছে কি?

এবার সে হাসলে—তার পেটেন্ট ভুড়ি কাপানো হাসি।

সে বল্লে—তা হ'ক। তাতেই হ'বে! দু'পয়সা কামাতে চান? গৃহস্থের ছেলে। দুনিয়াতে যার পয়সা নাই গুপ্ত সাহেব, তার ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই কিছু নাই।

বলতে যাচ্ছিলাম—বল কি ইয়ার্ ? সামলে নিলাম।

—আজ্ঞে—তা না হ'লে আর এদেশে স্তার—ওর নাম কি করতে আসব কেন ?

সে বোঝালে। আমি যে ঘরে বসে রাজ-কুমারীকে পড়াই—তার উত্তর দিকের জানালা দিয়ে শরশয্যা দেখা যায়। রাজা রোজ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উদয় দেবের মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে পূজা করেন।

আমি বল্লাম—প্রভাতের কথা বলতে পারিনা কিন্তু সন্ধ্যা পূজা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

—আপনার নজর আছে। কতকগুলা বোতাম আছে জানেন বাক্সর গায়। সেই বোতাম ঘোরালে বাক্সর একটা ডালা খোলা যায়।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ কোন্ পাশের কাঠ কিম্বা কিভাবে বোতাম ঘোরালে বাক্স খোলে সে রহস্য জানি না। অন্ততঃ কোন্ ডালা খোলা যায় তা জানলেও কাজ হয়।

সয়তান! কিন্তু বোতাম দেখে আমার নিজের মনে সন্দেহ হয়েছিল একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বা লেখায় অক্ষর কিম্বা সংখ্যাগুলা সাজাতে পারলে, বোতামে বাক্সর ডালা খোলে। এমন কি গুঢ় রহস্য বাক্সর মধ্যে থাকতে পারে যা জানবার জন্য দেওয়ানজির নিটোল ভুঁড়ি অতবার হাসির দমকে নৃত্য করলে।

অর্থ কিম্বা বহুমূল্য রত্ন ওরকম কাঠের বাক্সে রাখবে রাজ-পরিবার এ কথা মনে হ'ল না। কারণ মাটির নীচে একটা লোহার ঘর আছে—তার মধ্যে লোহার সিন্দুক আছে—আর এঘরের চাবি রাজা স্বয়ং রাখেন। আজ

কাল টাকাও এতে বেশী থাকে না কারণ তাদের অনেকগুলা হিসাব আছে ব্যাঙ্কে।

দিগম্বর নিজে এ সমস্যার উত্তর দিল।

—অনেক রহস্য আছে এদের পরিবার সম্বন্ধে ঐ বাক্সে। হয়তো কিছু নাই—হয়তো আছে। যদি থাকে—সে রহস্য হাত করতে পারলে আর গোলামী করতে হবে না গুপ্ত সাহেব—বুঝলেন। আপনারও না। আমারও না। কেবল যদি জানতে পারেন কপাটটা কোথায় আছে।

চার

অবশ্য অতি-বাধ্য নিয়তন কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দেওয়ানের আজ্ঞা পালন করতে সম্মত হ'লাম। তার চরম সতর্কতা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তার কথা প্রকাশ হ'লে অনেক রকম বিপদের সম্ভাবনা আমার পক্ষে।

আমার প্রথম হ'তে সন্দেহ হয়েছিল—সিন্দুকের কোনো একটা দিকে দরজা আছে। কলিকাতায় এক দোকানে জাপানী বাক্স দেখেছিলাম। তাতে ঐ রকম বোতাম আছে। সে বোতামগুলা ঘুরিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সাংকেতিক সংখ্যা রচনা করতে পারলে বাক্সর ডালা খুলে যায়। শর-শয্যার সিন্দুকে নিশ্চয় ঐ রকম রহস্য আছে।

বহুদিন পরে বৌ-রাণীর সাক্ষাৎ পেলাম তিলোত্তমার পাঠগৃহে। আমি তাকে মুখে মুখে ভারতবর্ষের ইতিহাস শেখাচ্ছিলাম—রাজপুত-বীরত্ব কাহিনী।

হঠাৎ রমা এলো হাসি মুখে। বল্লে—দুর্দ্দান্ত ছাত্রী আজ মনোযোগ দিয়ে পড়ছে—ব্যাপার কি?

—পদ্মিনীর উপাখ্যান। ও নিজে রাজপুতের মেয়ে—শ্রীরামচন্দ্রের রক্ত ওর দেহে।

তারপর আমার স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে সে জিজ্ঞাসা কল্লে। আহারাদি উত্তমই হচ্ছিল—কলিকাতার ছাত্রাবাসের ভোজন-প্রহসনের তুলনায়।

সে বল্লে—হ্যাঁ। মহারাজা হ'য়ে বাবা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে চান না। সকলকে সমান ভেট পাঠিয়ে দেন।

মাসোত্রা শৈল-পথের ঘোড়ার মত ইত্যবসারে ছাত্রী পালিয়েছিল।

—তিলোত্তমা পালিয়েছে?

রমা হাসলে। ওর ঐ হ'ল মুস্কিল তা না হ'লে আরও অনেক জিনিষ শিখ্তো।

আমি তাকে শর-শয্যার কথা বল্লাম। দিগম্বরের কথা বল্লাম না।

সে বল্লে—আমারও বিশ্বাস সিন্ধুক খোলা যায়। তার ভিতরে কি আছে জান্তে চাই না—কিন্তু অঙ্ক কষার মত—ধাঁধার উত্তরের মত জানতে ইচ্ছা হয় সংকেত। মাঝে মাঝে কল্পনা করি, একটা উত্তরও ঠিক হয় কিন্তু—ফস্কে যায়। হয়তো সব ভুয়ো।

সে নিজের মনে হাসলে। আমিও হাসলাম।

ঠিক সেই সময় ঘরে কুমার প্রবেশ করলে। একটু মুখ গম্ভীর করে বল্লে—একেলা—ইত্যাদি ওস্মান যা বলেছিল আয়েষাকে জগৎ-সিংহের সঙ্গে কারাগারে দেখে।

ঠিক পাল্টা গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্লে রাজ-বধূ—তবে বলি শোনো ওসমান এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—

রক্ত ছুটলো নিমেষের মধ্যে আমার ধমনীতে।

কিন্তু এক টানে সে বল্লে—নয়। আমার অগ্রজ—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কুমার একটু অপ্রস্তুত হ'ল। আমি নীরব হ'লেম।

রমা বল্লে—জীবনে কোনো কথা তোমার কাছে গোপন করিনি আর করব না। দিগম্বর বিষ খাওয়ায় বা তুমি গুলি করে মার—

—ছিঃ! ক্ষমা কর।

রমা বল্লে—যা অনিবার্য্য—যা নিয়তি—তাতে ক্ষমা করবার কি আছে রাজ-কুমার। আমি শিশু নই। কেরাণীর মেয়ে রাণী—রাজার মেয়ে রাণীর চেয়ে—

—থাক্। ননসেন্স বোক না।

আমি বল্লাম—সন্ধ্যার সময় করুণ-রস কেন?

রমা হেঁসে বল্লে—যাক আমি চার বছর অমৃত পান করেছি। তুমি কিন্তু মাত্র চার মাস মাষ্টারী করছ—দিগম্বরকে চটিও না।

কুমার বল্লে—শিগ্‌গির যাবে। বাবা ওর টুঁটি পেয়েছেন হাতের ভিতর। কেবল টিপ্‌তে বাকী।

রমা বল্লে—টিপতে টিপতে মাছের ঝোলে ঠাকুর না বিষ দেয়। কারণ বর্গীর মাঠে তার সঙ্গে দিগম্বরকে গোপন আলোচনা করতে দেখেছে আমার এক দাসী।

আমার বীর-হৃদয় একটু উল্লম্ফন করলে। কুমারের চক্ষু রক্ত বর্ণ হল। সে বল্লে—রমা তোমার দিব্যি যদি কোন চালাকী করে দিগম্বর—বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখবো—তাকে মেরে শেয়াল কুকুর—

রমা তার মুখ টিপে ধরে বল্লে—আবার! আমিও বলছি কুমার বাহাদুর স্বামী দেবতা যদি ঠাণ্ডা হয়ে না থাক তোমায় সিমলা কলকাতা কিম্বা দিল্লী—কোনো দেশে উধাও করে উড়িয়ে নিয়ে যাব—সেখানে মুড়ি 'মছরির এক দর। রাজ-পুত্র বলে কেউ একটা সেলামও করবে না।

এবার সে হাসলে। রমা বল্লে—চুণিদা মানুষ খুব ভাল, কিন্তু যখন খুন চাপে—ভগবন্ কি জানি কপালে কি আছে।

সে কাঁদতে লাগলো।

আমি বুঝলাম তার অন্তরের বেদনা। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা এবং রমণী সুলভ প্রভাবের উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য তো কোন উপায় ছিল না। আর তাদের নিবিড় ঘনিষ্টতার মধ্যে প্রবেশও হবে অনধিকার।

আমি নীরব রহিলাম। কুমার যত্নে তার অশ্রু মোছালে। বল্লে—রমা তোমায় তো বলেছি। যেদিন নিজের সংযম একেবারে উবে যাবে—সে দিন তোমায় নিয়ে বনবাসী হব। পিতার চরণ স্পর্শ করে তো সে শপথ করেছি। এখন হাঁস। সব সহ্য করতে পারি—নারীর অশ্রুজল—

আমি প্রসঙ্গটা পালটে দেবার জন্য বল্লাম—তা হ'লে আমার ছাত্রীর সন্ধান করবার কি হবে।

তার শূন্য চৌকীর দিকে তাকিয়ে কুমার খুব হাসলে। সে বল্লে—তোমার ওপর হিংসা হয়। এ চাকুরী দেব-দুর্লভ—একেবারে ফাঁকি।

আমি বল্লাম—ও চাকুরীটাও কিছু মারাত্মক নয়। তবে আমি ড্রিল—জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি বাড়িয়ে একটা ঝঞ্ঝাট করেছি। দিগম্বর চটেছিল ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি।

তারপর বিবৃত করলাম কথোপকথন যার ফলে দিগম্বর বিশ্বাস কুচ-কাওয়াজে সম্মত হয়েছে।

দিগম্বর বলেছিল—গুপ্ত সাহেব আপনি দেশের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে মনিবের অনিষ্ঠ করছেন কেন? মনিবের মানে যারা মনিবের কাজ করবে তাদের। এই বেটারা জোট বাঁধতে শিখলে, কুচ-কাওয়াজ করতে শিখলে আর রক্ষা আছে। সাপকে হাঁড়ির ভিতর সরা-চাপা দিয়ে রাখতে হয় তবে সে সাপুড়ের হাতে নাচে।

এ-প্রকার যুক্তি পূর্ব্বেও শুনেছি। লাঠি না ভেঙ্গে দিগম্বর সাপকে মারা চাই।

আমি এপাশ ওপাশ চেয়ে বল্লাম—কিন্তু রাজা যেদিন আমাদের বলবে—নিকালো সেদিন তার উদ্দাম শক্তিকে প্রতিরোধ করবার কি অস্ত্র হাতে থাকবে দেওয়ানজি? লাল-ঝণ্ডা বহিবে কে? কাদের একদল বলবে—ইন্‌কেলাব—একদল বলবে জিন্দাবাদ।

দেওয়ানজি ভাবলে। বল্লে—হ্যাঁ রাজার সঙ্গে আমলার ঝগড়া বাঁধলে—প্রজা আমলার দলে হয়। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা।

আমি বল্লাম—এ আগুন ধরতে ধরতে আমাদের অবসরের সময় আসবে।

তার মনের মধ্যে কি হলাহল ছিল তা জানিনা কিন্তু দেওয়ানের হাঁড়ি মুখে প্রসন্নভাব দেখা গেল।

তারা হাঁসলে। রমা বল্লে—অত সোজা নয়। কিছু একটা মতলব আছে।

কুমার বল্লে—বলা যায় না—চালকরাই বেশি বোকা হয়—পুরাণো কামারের হাতেই পাঁঠা বলি বাধে।

আবার সেই বাক্স খোলার কথা উঠ্‌লো।

রমা বল্লে—বল্‌ব আমাদের কি সিদ্ধান্ত?

সে স্বামীর দিকে তাকালে। কুমার বল্লে—বলনা।

রমা বল্লে—আমাদের বিশ্বাস খোলবার উপায় সিন্দুকের গায়ে লেখা আছে। তুমি এবার যেদিন দেখ্‌বে দেখো—

—আমি বল্লাম—দেখেছি—

একশো সতেরো

বরাহ শরের ঘায়

যদি বক্র চক্ষে চায়

বাসনার পক্ষ কর ক্ষয়

ভুবনের তাপ হরে ধ্রুব

কৃতান্তে করিবে জয়।

তা' হ'লে তুমিও বুঝেছ?

—না বুঝিনি। হ্যাঁ সম্ভব——ব য ব ভ ককিন্বা—

কুমার বল্লে—চক্ষু যেমন তিন—পক্ষ দুই এই রকম একটা সংখ্যার সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব।

এই সময় তিলোত্তমা এলো। আর ওকথা হ'ল না।

সে বল্লে—এবার গান শেখা হোক্। ঝরণার গানটা।

সবাই হাঁসলাম। কাজেই সঙ্গীত শিক্ষা চল্‌লো। কতকটা তার মনে ছিল কতকটা আবার বানিয়ে তাকে কালাংড়া সুরে গাওয়া হ'ল।

কি গান গাহিছ ঝরণা

ঝিরি ঝিরি ঝিরি তানের লহরী

বুক্-ভরা-প্রেম গুমরি গুমরি

কহিছ পাষাণে ওগো প্রিয়তম

আমি তো তোমার পর না।

তার পরের অন্তরাটা নিছক ভৈরবীর খাদে—

ঊষার সিন্দুর রাগে—আঁধারে যখন তারকা জাগে—

দীপ্ত রবির পরশে যখন হওগো পারুল-বরণা

কি গান গাহ গো ঝরণা।

একশো সতেরো

কুমার হেসে বল্লে—কি হ'ল সনাতন সঙ্গীত। এ আবার কালাংড়ার মাঝে ভৈরবী ?

আমি বল্লাম—ঠুংরির ধাঁজে এখন বাংলা সঙ্গীতকে বদলাতে হবে।

পাঁচ

উত্তেজনায় সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হ'ল না। তিনটা জটিল সমস্যা আকুল হ'য়ে আমার সংস্কার ও সংস্কৃতির কাছে মাথা খুঁড়তে লাগলো সমাধানের জন্য।

এত বিলাস—এত সম্পদ—এত প্রেম—এত শ্রদ্ধা—সমস্তই অলীক রমার পক্ষে কারণ যার জন্য এরা প্রিয়—সেই প্রাণই তার সশঙ্কিত। এ বিষের মণিপাত্রকে ধরে আছে তার মুখের কাছে—দেওয়ান দিগম্বর না অন্য কেহ। এক বধূ গেলে রাজকুমারের অন্য বধূ জুট্‌বে—রাজবধূর বিয়োগে কার কি স্বার্থ।

অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির—যে রমার মধুর প্রেমের শৃঙ্খলে বাধা পড়ে রাজকুমার জীবন-পথের উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দে বঞ্চিত। উচ্ছৃঙ্খল প্রভু অসাধু ভৃত্যের আকাঙ্ক্ষার জীব।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও চরম হ'লনা—কাজেই সমস্যা কুণ্ডলী পাকিয়ে মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগ্‌লো।

দ্বিতীয় রহস্য আমার বুদ্ধিকে এক একবার ডাক দিচ্ছিল মল্লযুদ্ধ করবার জন্য। সে তাল ঠুকে তার কাছে গিয়ে হাত পাকড়া পাকড়ি করে ধিক্কার পেয়ে সরে আসছিল। অনেক চিন্তা অনেক গবেষণা করে সতেরোটা উত্তর ঠিক হ'ল। সুতরাং কোনোটাই সমীচীন বোধ হ'ল না।

আবার কেঁচে গণ্ডুষ আরম্ভ হ'ল যথা—

প্রথম অক্ষর ধরে হয়—ব য ব ভ—

শেষ অক্ষর ধরে হয়—য় য় ন ন

চাবীর মধ্যে এদের কোনোটা নাই—সুতরাং চরম সিদ্ধান্ত সব ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে গেল নিস্ফল প্রয়াসের মত।

সংখ্যার দিক দিয়ে দেখা গেল। যথা—

শর—পঞ্চশর—৫

চক্ষু—তিনে নেত্র—৩

পক্ষ—দুয়ে পক্ষ—২

৫৩২—

আবার মনে হ'ল বরাহ তৃতীয় অবতার—৩ তাহ'লে ৩৫২৩।

ভুবন কথাটা আছে—সে—ও...৩ সুতরাং ৩৫২৩৩!

এই রকম নানা অঙ্ক কষলাম—যেখানকার রহস্য রহিল সেখানে মাত্র নিদ্রাহীন নিশা—বিরক্তি ও স্মৃতির শরে দেহকে করলে ক্ষত বিক্ষত।

ভোর রাত্রে যখন নিদ্রা এলো স্বপ্নে দেখা দিলেন—ওসমান জগতসিংহ আয়েষা বেহুলা আর হাঁড়িতে পোরা সাপ।

তৃতীয় সমস্যা গজিয়ে উঠ্‌লো কুমারের কথা থেকে—বাবার হাতে দেওয়ানের টুঁটি এসেছে।

ও কু-দর্শন পদার্থটা কি ক'রে মহারাজের নবনী-কোমল হাতের মধ্যে এলো সেটা জানবার জন্য ব্যস্ত হ'লাম।

সকালে আবার একটা নূতন রহস্য এসে জুটলো। টাইপিষ্ট নলিনী বল্লে—আজ বেলা তিনটার সময় আপনার আর হেড্‌মাষ্টারের তলব হ'য়েছে মহারাজের কাছে—পরোয়ানা পেয়েছেন?

—না। ব্যাপার কি নলিনীবাবু?

—বোধ হয় দিশু সয়তান কিছু লাগিয়েছে।

মনে হ'ল আর যদি ছয়মাস থাকি এদেশে—তা হ'লে রাঁচি যেতে হবে। অবশ্য রাঁচি অনতিদূরে। তার পূর্ব্বেই ঘরের ছেলে ঘরে পালাব। পূজার ছুটির এখনও পূর্ণ ছু'মাস বাকী ছিল। সে অবধি হালচাল দেখে অগস্ত্য যাত্রা করবার বাসনা ছিল। কিন্তু বুঝিবা তার পূর্ব্বেই জয় মা ব'লে তরী ভাসাতে হয়। কারণ জীবন চলছিল চিরাচরিত মন্দ-গতিতে একঘেঁয়ে রকমে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেতু পার হ'য়ে নদীর কিনারায় কিনারায় চলতে লাগলাম। সংসারে যখন চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অভাব হয় প্রকৃতির মুখে অফুরন্ত নবীন ভাব দেখা যায়।

একটা ঝোপে বসে হেড্ মাষ্টার ছবি আঁকছিল—পেন্সিলের নক্সা। অনুমান করলাম কারণ আমাদের দেখে সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা পকেটে পুরলে।

নলিনী বিদায় নিয়ে আবার বাজারের দিকে গেল।

আমি বল্লাম—কি আঁকচেন উপেন্দ্রবাবু।

সে দেখালে—ঝোঁপের ভিতর দিয়ে রাজপ্রাসাদের বাহিরে পাথরের সিঁড়ি আর কতক অংশ।

আমি বল্লাম—হঠাৎ প্রাসাদ কেন? আর সামনে থেকে সম্পূর্ণ প্রাসাদটা নিলে হয়।

সে বল্লে—দেখুন প্রাসাদটা একটা শিল্পের বর্ণনার বস্তু হ'তে পারে না। জগদীশ্বর গড়া নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালায় জগত পূর্ণ! কেন শিল্পী সেই ভগবান-গড়া সম্পদ উপেক্ষা ক'রে মিস্ত্রী-গড়া প্রাসাদ

আঁকবে তার কি যুক্তি আপনি দেখাতে পারেন। বলুন না চুপ করে রহিলেন যে!

আঁকছিল প্রাসাদের সিঁড়ি হেড্‌মাষ্টার—কিন্তু তার কাজের সুষ্ঠু যুক্তি দেখাতে হ'বে সেকেণ্ড মাষ্টারকে। এই হ'ল ছুনিয়াদারী।

আমি বল্লাম—হ্যাঁ ভাবছি।

সে বল্লে—ভাবুন, ভেবে ভেবে ভেপ্‌সে উঠবেন—তবু যুক্তি খুঁজে পাবেন না।

ওয়াই এম সিএতে লোকটা চুপ চাপ থাক্‌তো—ক্যারম খেলত—ধীরভাবে সবার কথা শুন্‌তো। তখন কি পাগলামি ফল্গু নদীর মত তার মনের ভেতর বহে যেত না এটা স্থান মাহাত্ম্য। সঙ্গ দোষে যখন গ্রামকে গ্রাম নষ্ট হয়—কি ছার তুচ্ছ হেড্‌মাষ্টার।

সে বিজয়ী বীরের মত বল্লে—পারলেন না! হাঃ হাঃ হেরে গেলেন।

—তা যখন জিততে পারলাম না তখন অবশ্যই বলতে হবে যে হেরে গেলাম।

ডান হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে সে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল টেনে বল্লে—ভয় ভাঙ্গতে গেলে চিত্র চাই—শিল্প চাই। তাই সরস্বতী অভয়া।

—বাঃ—

—আজ রাজবাড়ী যেতে হবে তলব হয়েছে। গান শুনতে রাজদরবারে যাওয়া আর পরোয়ানা পেয়ে রাজবাড়ী যাওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে—যেমন স্থির ধীর তালপুকুর আর অধীর চঞ্চল মুখর নদী।

আমি বল্লাম—দেখুন উপেন্দ্রবাবু—অবশ্য উপমার কথা উঠ্‌লে কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে—কিন্তু আপনার চোখে—আঙ্গুল

—দেওয়া উপমাগুলা গায়ে হাওয়া লাগা স্থাম্পেনের নেশার মত। একেবারে মাথার ব্রহ্মতলে পৌঁছে যায়।

—আমি ক্রমশঃ বাঘ এঁকে এঁকে বাঘের ভয় কমাব।

উচ্চাভিলাষী হ'লে তার এ অশুভ সংকল্পে তাকে উত্তেজনা দিতাম। কিন্তু নামের নীচে সেকেণ্ড বদলে হেড্ লেখবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না জাত-হিংস্রক ব্যাঘের আহার যোগাতে। তাকে অনেক বোঝালাম—অনুনয় বিনয় কর্ল্লাম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—বাঘ এঁকে ব্যাঘ্র-ভীতি নিরোধ কর্ব্বে।

—কিন্তু বাঘ আঁকতে গেলে তো জ্যান্ত বাঘ দেখা চাই এবং তার পক্ষেও ধৈর্য্য ধরে বসা চাই—লক্ষীছেলের মত।

—তা অবশ্য।

আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। তেল রাধা নাচ প্রভৃতি স্মরণ করে।

তার পর জল্পনা কল্পনা হ'ল রাজ-পরোয়ানার অন্তরালের উদ্দেশ্যের সন্ধান পাবার জন্য।

কিন্তু যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম তখন যে তিমিরে সেই তিমিরে।

তিনটার সময় গেলাম প্রাসাদে। সিঁড়ির ডান দিকে মহারাজার কাছারি ঘর। মস্ত টেবিল—চামড়া-মোড়া চৌকী। আমরা দু'খানা চেয়ারে বসলাম—উভয়েই চিন্তামগ্ন—অজানা অবশ্যম্ভাবীর রূপ কল্পনায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক গাদা কাগজ হাতে ক'রে দেওয়ান এলেন। ধুতির উপর একটা চাপকান—মাথায় একটা মোক্তারের টুপী।

—এই যে মাষ্টারবাবুরা। কতক্ষণ? বসুন। বসুন।

আবার মিনিট দুই পরে উঠ্‌তে হ'ল। কারণ সশরীরে মহারাজা এলেন। ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করলে দেওয়ান। আমি চেষ্টা করলাম —কাঁচা খুলে গেল। হেড্‌মাষ্টার বেচারার মাথা ঠুকে গেল টেবিলে।

রাজা বল্লেন—তোমরা পার না বাপু। .দেওয়ান দাদা চোর কিনা ও ঠিক পারে। অতি ভক্তির তস্‌লিম আদাব।

দেওয়ান জোড় হাত করে বল্লে—নিজের অন্নদাতার চুরি করি মহারাজ—এ দেহটাই যে হুজুরের। পরের তো চুরি করি না।

বুঝলাম—এটা মামুলা অভিবাদন বিনিময়।

—কি কাজ আছে রে দাদা। এয়ারদের কেন আনা করেছিস।

দেওয়ানজি চোখে চশমা দিলে। একখানা কাগজ বার করে দু'হাত চিত ক'রে তার উপর কাগজখানা রেখে রাজার সামনে ধরলে।

পড়তে গেলে রাজাকে চশমা চোখে দিতে হয়। তিনি বল্লেন—কি ব্যাপার রে দাদা।

—হুজুর সদর নায়েব গিরিশ রায় ছুটি চেয়েছেন ছ'মাসের।

—ছ'মাসের ছুটি কি করবে রে দাদা। অনেক চুরি করেছে সামাল দিতে যাচ্ছে বুঝি। এখন কোম্পানী কাগজের দর সস্তা—কিন্‌তে বলিস।

—আজ্ঞে বয়স হ'য়েছে, উনি আর পারেন না—বোধ হয় প্যান্সন নেবেন।

রাজা বল্লেন—তোমার কাজ কেমন করে চলবে দাদা?

—তারই তো ব্যবস্থা করছি মহারাজ, এক মাস পরে—সেটেলমেণ্ট। হাকিম আসবে। তাকে হাতে রাখ্‌তে হবে। আইন বোঝাতে হবে।

নূতন সেটেলমেণ্ট অফিসার সিভিলিয়ন—তবে বাঙ্গালী। শিক্ষিত লোক চাই।

—কি ব্যবস্থা করেছিস দাদা? লোক বাহাল করেছিস?

—আমি কি করে লোক বাহাল করব মহারাজ। বাহাল বরখাস্তর মালিক হুজুর।

হুজুর প্রীত হ'ল। কাজ দেওয়ানের। সে নিজে নিয়োগ করলেই পারত। সে যখন দু'জন মাষ্টারকে এখানে তলব করেছে তখন নিশ্চয় তার অভিসন্ধি যে এদের মধ্যে একজন ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

এবার দেওয়ান হাসলে। আমাদের বুকের বোঝা নেমে গেল।

—তা এয়ারদের বলেছিস রে ভাই?

—মহারাজের অনুমতি না নিয়ে বলি কেমন করে?

—তুই যে দাদা চোর, তোর অতি ভক্তি থেকেই বোঝা যাচ্চে।

—ভগবানকে দেখ্‌তে পাই না মহারাজকে দেখ্‌তে পাই।

এই সব সৌজন্যের পর দেওয়ান সদর নায়েবের পদের কার্য্য-তালিকা সংক্ষেপে বিবৃত করলে। এখনও একমাস পরে সেটেলমেণ্ট। ঐ এক মাস নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়ান কাজ শেখাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে। সেটেলমেণ্টের সময় তাঁবুতে থাকৃতে হ'বে। পদের বেতন ৩০০৲ টাকা। কিন্তু অস্থায়ী অবস্থায় ২৫০৲ টাকা—মফস্বলে থাকলে দিন পাঁচ টাকা খোরাকী।

রাজা বল্লেন—বেশ কথা। যদি হেড্‌মাষ্টার বাবা নেয় তো কাজটি ওঁরই প্রাপ্য।

—নিশ্চয় মহারাজ। খাস্ মুহুরী মুকুন্দ খুব লায়েক সেই সব করবে কেবল হাকিমকে বুঝিয়ে দেওয়া ইংরেজীতে।

হেড্‌মাষ্টার বেচারার ঠোঁট শুকিয়ে গেল। সে করজোড়ে বল্লে—আমায় ক্ষমা করুন। আমার দ্বারা হবে না। হাকিম দেখলে আমার ভয় হয়।

আমি মনে করলাম বলি—বার কতক এঁকে ফেল্লেই তো নির্ভয় হবে। কিন্তু সামলে গেলাম।

রাজা বল্লেন—হাকিমকে ভয় কি রে বাপ্ আমার।

দেওয়ান বল্লে—আমাদের মহারাজার সদর নায়েব হাকিমের চেয়ে কম কি?

হেড্‌মাষ্টার বল্লে—দোহাই মহারাজ। একবার বাতি না জ্বেলে বাইসিকেল চালিয়ে ছিলাম—সার্জ্জেণ্ট ধরেছিল। পরের দিন এক ডাক্তার হাকিমের কাছে খাড়া করলে। ডাক্তার হাকিম টেবিলের উপর একটা কাগজ চাপা ঠুকে এমন হুম্‌কি দিলেন আমার পিলে চম্‌কে উঠ্‌লো।

অগত্যা আমাকে গ্রহণ করতে হ'ল অস্থায়ী নায়েবের পদ।

দেওয়ান বল্লে—আমিও সেটেলমেণ্ট হয়ে গেলে ছুটি নিয়ে একবার তীর্থধর্ম্ম করতে যাব মহারাজ। তখন গুপ্ত সাহেব দেওয়ান হবেন—মানে যদি হুজুর মালিক বাহাল করেন।

—মানবে কেনরে দাদা বাচ্ছাকে দেশের গোমস্তা নায়েব পত্তনী-দারেরা?

ছয়

ভারি চিত্তাকর্ষক—জমিদারী কাছারির কাজ। আমি নিবিষ্ট মনে নবীন-প্রেমিকের মত আত্মসমর্পণ করলাম কাজে।

আর বাহাদুর—দিগম্বর। তার বিশ্লেষণ-শক্তি অসীম। প্রথমে যত রকম খাতার হিসাব আছে দেখালে। তার পর জমিদারী সংক্রান্ত আইন। তার পর নায়েব গোমস্তার কি কাজ—এবং সুচারুরূপে তাদের কর্ত্তব্য পালন করা যেতে পারে কিরূপে।

সে আমাকে এক একদিন এক একটা কাজ দিত—আজ গোমস্তার, কাল নায়েবের—পরশু সেহা-নবীসের তার পর দিন চিঠির জবাব —দেবার।

প্রায় পনেরো দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সাধু সঙ্গ করলাম।

তার পর একদিন সে বল্লে—মনে করুন আপনি নিশ্চিন্তপুরের গোমস্তা—আপনি চুরি করবেন ২০০৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা। কেমন করে করবেন?

অঙ্কটা পাটিগণিতের না শুভঙ্করীর এ সমস্যা যখন মনের মধ্যে আন্দোলন করছে সে বল্লে—এই হ'ল আসল শিক্ষা। আগে যা' শিখেছেন তা মামুলী শিক্ষা—এই শিক্ষাই আসল।

—আজ্ঞে স্যার চুরি করা?

—না চোর ধরা। কি করে চুরি হয় তা না জানলে চোর ধরবেন কি করে?

অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কতকগুলো হিসাবের কাগজ নিয়ে দেখিয়ে দিলে গোমস্তা চুরি করেছে। তার পর সে তাদের দপ্তর খুঁজে চিঠি বার করে দিলে—যা' থেকে প্রমাণ হ'ল যে গোমস্তা প্রথমে চুরি করেছিল। শেষে ভুল হ'য়েছে ব'লে আবার টাকা ফেরত দিয়েছে।

যে দিন পত্তনি হিসাব বুঝলাম—সেদিন একটা সমস্যা হ'ল। প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অনাদায় হয় পত্তনিদারদের কাছ থেকে। তার পর আবার নিলাম হয় পত্তনির নূতন বন্দোবস্ত হয় তাতে প্রায় বিশ হাজার টাকা আদায় হয়। কিন্তু সরকারের মোট লোকসান হয় বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা।

আমার পরীক্ষা ফল বল্লাম দেওয়ানজীকে। সে বল্লে—হ'তেই হ'বে খেলাপ। আমরা পত্তনি বিলি করি উঁচু হারে—কাজেই প্রজা পারে না অত খাজনা দিতে।

আমি বল্লাম—তাতে পত্তনিদার বেচারা তো উচ্ছেদ হয়।

—তা সর্বসময় হয় না—ওরাই বেনামী করে কেনে।

সে বল্লে—পত্তনি বিভাগ আমি নিজের হাতে রাখি—দিগম্বর বিশ্বাসের চোখে ধূলা দেওয়া শক্ত। তবে অজন্মা হলে প্রজা পারে না খাজনা দিতে—আর প্রজা না দিলে পত্তনিদার কি করবে?

—সত্যি কথা।

সে বল্লে—মোটা মুটি তো সব বুঝেছ। বাকি কয়লার খনি।

কয়লার খনির হিসাব পরীক্ষা ক'রে দেখলাম ইংরাজের খনি থেকে কয়লা উঠে খুব বেশী—তার পর বাঙ্গালী যে দু'চারজন আছে—সব চেয়ে কম উঠে আমাদের অ-বাঙ্গালী—ইজারাদারদের খনি থেকে।

এ কথা তাকে জানালাম। প্রথমটা সে গম্ভীর হ'ল। পরে বল্লে—অ-বাঙ্গালী ব্যবসা জানে খুব ভাল। খনির কাজে অপরের উপর নির্ভর করে তারা ফাঁকি পরে। তারা বিক্রীর কাজ যেমন বোঝে—কল-কারখানার কাজ তেমন বোঝে না।

আমি বল্লাম—স্যার এতে তো আমাদের লোকসান। আমরা যত কয়লা উঠে, তার উপর খাজনা পাই—সেলামী ও নির্দ্দিষ্ট মাসিক ভাড়া ছাড়া।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে দিগম্বর বল্লে—কি জানে—

—স্যার কি জানেন বলুন। আমার লজ্জা করে।

সে হেসে বল্লে—কি জান। তারা সত্যি লোকসান দেয় না। তারা রেল কোম্পানী, ষ্টীমার কোং, কারখানার ম্যানেজার—এদের কাছে বেশী দামে কয়লা বেচে লাভই করে।

—কিন্তু আমরা তো সে লাভের অংশ পাই না। এবার ওদের লীজ শেষ হ'লে নূতন বন্দোবস্ত করবেন স্যার—বেশী সেলামী—আর নির্দ্দিষ্ট খাজনা বৃদ্ধি।

দিগম্বর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লে—তুমি আগে জমিদারীর কাজ করনি?

—আজ্ঞে স্যার কোত্থেকে করব। খ্যাক-শিয়ালী কি হরিণ মারতে পারে?

সে বল্লে—গুরু-মারা বিদ্যে তোমার। দেখো ভাই এ সব কথা নিয়ে রাজাদের সঙ্গে আলোচনা কর না—ওরা ভাববে দিগম্বর বোকা। অবশ্য যতটা সোজা ভাবছ—

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—দেওয়ানজি আমি শিক্ষিত লোক—ভদ্র-বংশের ছেলে—আপনি আমাকে যত্ন ক'রে হাতে ধরে' নিজের ছেলের মত কাজ শেখাচ্ছেন—আমি কৃতঘ্নতা করবনা—সন্দেহ হয় আমাকে স্কুলে পাটিয়ে দিন, ছেলে ঠেঙ্গাইগে।

সে হাসলে—ভুড়ি দোলানো হাসি। বল্লে—আমার নিজের আফিসে এত পুরাতন নায়েব গোমস্তা থাক্‌তে তোমাকে ঐ জন্যই তো এ কাজে নিয়েছি। এরা সব চুক্‌লী করে। তুমি রাজাদের কাছে গান গাও—চুক্‌লী কর না। কি ক'রে এ সব অন্দরমহলের খবর রাখ্‌তে হয়—সে বিদ্যে দ'ব মাঘ মাসে—যখন ছ'মাস তোমাকে দেওয়ানী দিয়ে ছুটিতে যাব.

পরদিন ভোরে বেড়াতে গেলাম নদীর ধারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর শ্রদ্ধা হ'চ্ছিল। সারা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গোলামখানা বলে যে বিজ্ঞেরা তাদের উপর বিদ্বেষ হ'চ্ছিল। বিদ্যার সকল শাখার মূল নীতি শিখিয়ে দেয়—বিশ্ব-বিদ্যালয়। তার পর মানুষ সেগুলাকে ভোলবার চেষ্টা করে। বিশ্লেষণ—সংশ্লেষন—তুলনা মূলক আলোচনা—সংখ্যানুপাত—

উচ্চ চিন্তা বন্ধ হ'ল নলিনীর আগমনে। সে বল্লে—নায়েবজি—কাল কাগজ পেশ করতে গিয়েছিলাম দেওয়ানজির সঙ্গে মহারাজার কাছে

—মহারাজা আছেন কেমন। সতেরো দিন রাজ-দর্শন হয় নি।

সে বল্লে—আপনার খুব সুখ্যাতি করলেন দেওয়ানজি। জানেন ভূতের মুখে রামনাম।

আমি একটু বিরক্ত হ'লাম। বল্লাম—দেখ আমাদের সামাজিক নিয়মে গুরু পিতার সমান। তিনি এখন আমার গুরু। তোমার ও বিষগুলা অপরের কাছে উদ্গার করলে ভাল হয়।

গোলামী মনোবৃত্তি ষোল-আনা ছিল নলিনীর। সে বল্লে—না তাই বলছিলাম। মহারাজও খুসী হ'লেন।

তার পর নানা রকম তোষামোদ আরম্ভ করে দিলে নলিনী। শেষে বল্লে—আমায় একটা কবিতা লিখে দিতে হ'বে।

—কবিতা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ নিদেন গদ্যে একটা চিঠি লিখে দিন—পদ্যের মত।

—কি ব্যাপার?

সে বোঝালে। তার স্ত্রী অত্যন্ত অভিমান করেছে—তার উপর সন্দেহ করে। এদেশে আসতে চায় কিন্তু সে এদেশে আনতে চায় না যুবতী ভার্য্যাকে। একখানা প্রেম-পত্র—খুব ভাব থাকবে যাতে—এমন চিঠি লিখে দিতে হবে। আরও দু'একখানা পরে।

নলিনীর দিকে তাকালাম। একেবারে আদর্শ কলকাতার ছেলে। আত্মোন্নতির চেষ্টা নাই—কোনো কাজে লেগে থাকবার শক্তি নাই—আমোদ-প্রিয়।

বিশেষ যখন দেশটার বায়ুর রূপ উনপঞ্চাশ—এ একটা তারই বিকাশ। এক রকমের দু'টা লোক পেলাম না—আর সাধারণ রকমের একটাও নয়।

কাজেই তাকে বল্লাম—আচ্ছা কাল দব।

সে বল্লে—দেখবেন বলবেন না কাকেও।

আবার সেই বলবেন—না—কারেও।

আমি হেসে বল্লাম—মোটেই না।

সাত

আমার একটা কাজ ছিল—চেক লেখা। সেগুলা প্রায়ই রাজার দেনার চেক—কলকাতার দোকানদারদের। নিম-ঝোল খাওয়া মুখ ক'রে সেগুলা লেখাতো দেওয়ান—সে নিজেই নিয়ে যেত রাজার কাছে সহি করাতে।

সেদিন চেক লেখাবার সময় দেওয়ানজী বল্লেন—আপনার বন্ধু বৌ-রাণী ভাল মেয়ে। মাসে মাত্র দেড়শ টাকার কাপড় কেনে। যুবরাণী হাজার টাকার কাপড় আর মণি মুক্তা কিন্‌তো মাসে।

আমার বন্ধু বৌ-রাণী! আমি প্রতিবাদ করলাম না। বরং হেসে বল্লাম—তিনি ছিলেন রাজার বংশের মেয়ে আর এঁর বাপ মাত্র চারশো টাকা মাইনে পান—কেরাণী।

সে আর একখানা চেক্ বই আমাকে দিলে—বল্লে—সেল্‌ফে পাঁচ হাজার।

পাঁচ হাজার! রাজা নিজে নিচ্ছেন। নম্বরটা মুখস্থ করে ফেললাম।

সে বল্লে—এটা আমার চেক বই। একটা বিষয় বন্ধক রাখছি ভায়া।

—বেশ। বেশ! এতে অনেক সুদ পাওয়া যায়!

সে বল্লে—মাহিনা তো মোটে পাঁচ-শ টাকা। তার ওপর মফস্বল ভ্রমণ ভাতা এসব নিয়ে গর পড়ত্তা শ-খানেক টাকা হয়। আর বাড়ীর খরচ বার-শ টাকা।

বুঝেছি কি করে পত্তনী থেকে বিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয় দিগম্বরের। পাঁচ হাজার টাকার দেনার দায়ে যদি দু'হাজার টাকায় পত্তনী বিক্রী হয়—বেনামী করে কিনতে পারলে, তিন হাজারের দেড় হাজার বেনামদারের লাভ দেড় হাজার দিগম্বরের।

আমি যে এ রহস্য বুঝেছি—তা জেনেছিল দিগম্বর। আর কয়লার খনি। ইংরাজ ঘুষ দেয় না যত কয়লা উঠে খাতায় দেখায়। বাঙ্গালী কম ঘুষ দেয়—সাহস কম—কিছু চুরি করে। অন্যের কয়লা ওঠে না অর্থাৎ খাতায় ওঠেনা—খাজনা দেবার ভয়ে। একদিন সব কাগজ দেখলে ধরা পড়ে। পড়েনা কারণ রাজার প্রাপ্য খাজনা ভাগাভাগি হয়—খনির মালিক ও দিগম্বরের মধ্যে।

আমার হাতে সে এসেছিল—কারণ তার এ দুটা রহস্য আমি জেনেছিলাম। কিন্তু তার পরিবর্তে আমার টুঁটি টেপবার কি অস্ত্র ছিল দিগম্বরের হাতে।

ওঃ! সয়তান! মাঝ রাত্রে উঠে বসলাম। মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়ে দেখলাম—অন্ধকার কাজল অঁাচলে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল সারা বিশ্ব।

কপালে ঘাম ঝরতে লাগলো—মুকুতার ধারা। চেক—পাঁচ হাজারের—কি একটা প্যাঁচ কষে ফাঁসাবে। আর কমলার পত্র।

সয়তান! তিন দিন পরে মফস্বল যাব। বিরহ—অদর্শন—কমলা—লক্ষ্মী—রমা—

ওঃ! ভাবতে পারলাম না। ঠিক পাশের বাড়ীতে ছিল সয়তান। এখন বুঝলাম কেন সে বেচে আমায় নায়েবী দিয়েছিল—সরাবার জন্য। কেন? নিশ্চয় সরিয়ে কিছু অনিষ্ট করবে ওদের।

যে শিক্ষা দিয়াছে তার অনিষ্ট—না করব না। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে হবে—অন্নদাতাকে বাঁচাতে হবে।

আচ্ছা! শেষরাত্রে মাথায় এলো পরামর্শ। দু'খানা কপি করলাম প্রেম পত্রের। জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম। তখনও অন্ধকার জমাট বেঁধে আত্ম-রক্ষার বিধান করছে। খুব গাঢ় হয়েছিল অন্ধকার কারণ আততায়ী সাত ঘোড়ার রথে বসে আসছিল তার মুণ্ড পাত করতে

সে যুদ্ধ দেখা হ'ল না। নিদ্রাদেবী তার মোহিনী মায়ার জালে পরলে আমায়—তার অধিকার স্বীকার করলাম।

দু'টা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলাম। তার সঙ্গে—পরিচিত কণ্ঠ—প্রিয় কণ্ঠ—কুমারের কণ্ঠ।—নায়েবজী—ও নায়েব মশায়—গুপ্ত সাহেব

পরিত্রাতা! কি ব্যাপার!

—শীগ্‌গির এসো। তোমার জন্য ঘোড়া এনেছি। প্রাতঃ ভ্রমণ

আমি বল্লাম—আজ ভীষণ কাজ আছে—কাল হাকিম আসবে মক্ষিপুর।

—এসো না বাবা তুমি খুব কাজের লোক জানি।

একটু মৃদুস্বরে বল্লাম—দেওয়ানজী রাগ করবেন—ঠিক দশটার সময় অফিস যেতে বলেছেন।

—ন'টার মধ্যে ছেড়ে দ'ব। এস না একটু মাঠের হাওয়া—এই দেওয়ানজী।

স্বয়ং দেওয়ানজী এসে হাজির।

কুমার বল্লে—দেওয়ানজী আপনার অতি কাজের নায়েবটিকে ন'টা অবধি ছুটী? উনি বড় কর্ত্তব্য পরায়ণ।

আমি অপ্রস্তুত হ'লাম। দেওয়ানজী জানালার দিকে তাকিয়ে বল্লে —যাওনা ভায়া। কাজ তো ওঁর। তুমি বারোটায় আফিসে এস— আমি দুঘণ্টায় সব বুঝিয়ে দেব।

যখন অশ্ব সাদী বেশে এলাম পথে—কুমারের অশ্বের বল্গা ধরে দিগম্বব গল্প করছিল।

কানে গেল—আপনি আসুন। একমাসে সব শিখিয়ে দ'ব—আগে গ্র্যাজুয়েট শুনলে হাসি আসতো। এখন বুঝেছি বি, এ পাশের কদর।

কুমার বল্লে—ওহে আমরা আর অপদার্থ নই। কিন্তু দেওয়ানজি আমাকে লাইব্রেরী করবার জন্য কিছু টাকা দিতে হবে।

—সবই আপনার। আচ্ছা আমি মহারাজের কাছে পাঁচ হাজার টাকা স্যাঙ্‌সান করিয়ে নব।

—আপনার দয়া। আমার লজ্জা করে।

নদীর কুলে কুলে পাহাড় পেরিয়ে বিপরীত দিকে গেলাম। সেখানে নদী প্রায় দশহাত নীচে উছলে পড়ছে গভীর রোলে। এ রকম একটা জল প্রপাত আছে এখানে তা কেহ বলেনি।

গভীর জঙ্গল এই নদীর খাদে। গ্রামের যোগী!

চারিদিকে তাকিয়ে বল্লাম—দুটো উপায় করেছে ওরা আমায় বিপদে ফেলবার। একটা হচ্চে একখানা চেক লিখিয়ে নিয়েছে। তাকে নম্বরটা দিলাম। বল্লাম নিয়ে নাও মহারাজকে বলে রেখো। হয়তো এইটা দিয়ে ফ্যাঁসাদে ফেলবে।

—ননসেন্স।

—লেখোনা বাবা। ভুলে যেওনা মহারাজকে বলতে।

তারপর কমলার চিঠির কথা বল্লাম। হয়তো সত্য—তা বোঝা যাবে যদি আমার হাতের লেখাটা ফেরত দেয়। যদি না দেয় আমি বিশেষ চেষ্টা করব না সেটা ফেরত পেতে।

সে বল্লে—জমিদারী কাজ শিখে তোমার অধঃপতন হ'য়েছে। তোমার প্রেমপত্র নিয়ে ও কি করবে?

—দয়া করে মন দাও না কথাটায়। করবে কি চিঠিখানা কোন্ গেরস্তর বৌ যার নাম কমলা—তার কাছে দেবে। তার স্বামী আমার নামে নালিশ করবে রাজার কাছে—ব্যভিচার ফুসলানো অবৈধ প্রেম। তার পর লাঞ্ছনা—রাজা মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে আমায় দেশ থেকে উল্টো গাধায় চড়িয়ে তাড়িয়ে দেবেন।

সে খুব হাসলে। বল্লে—তোমার গড়া মুষলগড় ফৌজ আগে আগে যাবে। লে বাবা।

আমি বল্লাম—কুমার এটা হাসির বিষয় মোটেই নয়।

—গাধার লেজের দিকে মুখ—মুষল গড়ের ছাত্র-সঙ্ঘের-বীরেরা কাঠের তলবার নিয়ে অগ্রগমন করছে—পিছনে রাজ্যের চাষা—বল হরি হরি বোল বলছে—তুমি হেস না—ইডিয়ট্।

—দেখ রাজাদের প্রাণে দরদ কম।

সে বল্লে—তুমি নিরেট বোকা। যদি খাল কেটে কুমীর আনো তো যাত্রার দলের রাজ-পুত্তুর কি করতে পারে? এমন নয় যে ইংরাজী জান না।

—আচ্ছা ভাই আমি ইডিয়ট—যেহেতু তোমার বেতন-ভোগী চাকর—

—বালাই ষাট্। আমার মহিষীর জ্যেষ্ঠ-ভাই—আমার—শালা! শালার ঘরের শালা। কিন্তু ইংরাজী জানার সঙ্গে এর সঙ্গে কি সম্পর্ক?

—চটিয়ো না। এমন দৃশ্য। ইংরাজিতে পড়নি—আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিরোধ ভাল।

এবার আমি হাসলাম। বল্লাম—রাজ-মূর্খ। তাহ'লে এদের শয়তানী ধরতে পার্‌বো কি ক'রে। আমি চাই—নালিস, কেবল একখানা কপি তুমি রেখে দাও। আমার একখানা কপিতে সঙ্কেত করে দাও। উপক্রুত কমলার স্বামী যখন নালিস করবে—তখন—বুঝেছ—

—হ্যাঁ উল্লুক গাধা—তুমি নও সে—কমলার স্বামী—কিন্তু কমলার কি হবে?

ফেরবার সময় তার মুখ গম্ভীর হ'ল—চক্ষু রক্ত বর্ণ ধারণ করলে। তারপর সে ধাতস্থ হ'ল। বল্লে—কমলার স্বামীকে আমি চিনি—তার নাম কুমার কপিধ্বজ দেব সিংহ চৌধুরী বি, এ।

সে ছুটিয়ে দিলে তার আবলক্ ঘোঁড়া। আমার পাচ কল্যাণ কুমেদ প্রাণ-পণে ছুটেও তার অনেক পিছনে পড়ে রহিল।

আট

মিঃ রায় তরুণ সিভিলিয়ান—কেম্বিজের গ্রাজুয়েট। নবীন যুগের উদারতা আর সংস্কৃতি মিলে তাঁকে শ্রদ্ধেয় জনপ্রিয় করেছিল। আমি রাজার অধিকারের দাবী তাঁর কাছে পেশ করতাম—শিবির—আদালতে।

আদালতের বাহিরে তাকে বলেছিলাম আমার অনভিজ্ঞতার কথা। তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন আমাকে সাহায্য করতে।

আমার সকল দাবী তিনি শুনতেন—মনোযোগ দিয়ে সকল নথী ও দলিল পরীক্ষা করতেন—কিন্তু তাঁর হৃদয় ফল্গুতে বহিত প্রজা-প্রেমের স্রোত। অশিক্ষিত কৃষক তার হাঁড়ির ভেতর থেকে পরচা বার করত—আবেগভরে বক্তৃতা করত যার ফলে প্রবল প্রতাপান্বিত মুষলগড়ের এম্ এ বি, এল নায়েব পরাজিত হ'ত পদে পদে।

আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার আমাকে অভিভূত করত। প্রজার জয় হ'লে আমার অধস্তন গোমস্তারা সন্তুষ্ট হ'ত—মৌখিক যতই পরিতাপ তারা করুক।

সন্ধ্যার পর রায় সাহেব মাঠের মাঝে বেড়াতে যেতেন—একেবারে তেপান্তরের মাঠে। তখন আমি তাঁর সহচর হ'তাম। উভয়েই তরুণ—প্রাণ খুলে কথা হত—শিল্প সাহিত্য সমাজ ধর্ম্ম সকল বিষয়। আমি গান গাহিতাম তিনি শুনতেন।

একদিন তিনি বল্লেন—গুপ্ত তুমি অত কেশ হার কেন বুঝেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নথি ভুল—প্রজাদের পাট্টার সঙ্গে মেলেনা।

—একটা লক্ষ করেছেন ? কেবল রাজার সেরেস্তা দেখায় প্রজার দখলে কম জমি। অর্থাৎ রাজা খাজনা পান কম জমির—প্রজারা ভোগ করে অধিক সম্পত্তি।

এবার আমার চোখের পরদা খুলে গেল। আমি বল্লাম—ওঃ বুঝেছি। তাই আমার পরাজয়ে গোমস্তারা হাঁসে। অর্থাৎ—

—গোমস্তা ও প্রজা ভাগাভাগি ক'রে নেয় অধিক জমির খাজনা— রাজার হয় ক্ষতি।

তার পর মিঃ রায় বল্লেন—আপনি সন্দেহ করেন না যে এদেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অসাধুতা বিদ্যমান ? চাষীরা অত সরল নয়।

আমি এক একবার তাঁকে বলতাম—আপনি নবীন ভারতের মানুষ বলে হাকিম হ'য়ে এক পক্ষের কর্ম্মচারীর সঙ্গে মেশেন—তার গান শোনেন তেপান্তরের মাঠে বসে।

মিঃ রায় বলতেন—আমি হাকিম বলে কি মানুষ নই। তবে কি জানেন লোকের সঙ্গে মিশলে তারা কেবল সুবিধা খোঁজে কেশের কথা কয়।

—তাই নাকি ?

—আপনি কোনো দিন আড়ালে মামলার কথা বলেন না। কাছারিতে গরীব প্রজার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়েন। হেরে গেলে হাসেন।

আমি হাসলাম। বল্লাম—ঠাকুরদা বলেন—উকীলের কাজ লড়াই

অবধি। তারপর হাকিমের দায়িত্ব। হাকিম দুদিক দেখতে পায়—উকীল এক চক্ষু হরিণ।

মিঃ রায় হেসে বল্লে—অবশ্য আমি জজ সাহেবের প্রতি অসম্মান করছি না—বিশেষ যিনি নিজে উকীল ছিলেন। উকীল দেখতে পায় দু'দিক্ দেখায় এক দিক।

—হুঁ! কেম্ব্রিজে দাঁড়টানা আর হকী খেলার পর পুরাণো রাজপুরুষদের শিক্ষায় উকীল-বিদ্বেষ লাভ করেছেন জেনে কৃতার্থ হ'লাম।

হোঃ হোঃ করে হাসলেন তিনি। নানা কুষ্টির প্রসঙ্গে শুভঙ্করের কথা হ'ল।

—শুভঙ্করী পড়ে গুণ হরণ—

—হরণ?

—হরণ জানেন না? গোলদিঘি সত্যিই গোলাম খানা।

এবার কেম্ব্রিজ একহাত নিলে। সে বল্লে—হরণ হ'ল ভাগ।

রায় সাহেবের কথায় আমার মস্তিষ্কের একটা আবরণ উন্মুক্ত হ'ল। রাত্রে তাঁবুর ভেতর বসলাম। হরণ হ'ল ভাগ—

হর হ'ল ভাগ দাও।

বরাহ শরের ঘায়—

বরাহ—৩

শর—৫

চক্ষু—৩

৩৫৩ কিম্বা ৩+৫+৩=১১

পক্ষ কর হীন—বাদ দাও দুই। তাহ'লে—৩৫১ কিম্বা ৯ হ'রে ভুবনের মুখে—

ভুবন—৩

তিন দিয়ে ভাগ দিলে—১১৭ কিম্বা ৩

শেষটা নয়—প্রথমটা—১১৭।

তিনটে চাবি কোন্ দিকে আছে? একটা পাশে। তাকে ১১৭ কর্‌লে ডালা খুলবে শরশয্যার।

নয়

পুনর্মূষিকো ভব—আবার ঘুরে ফিরে সেই ওকালতি বৃত্তি। তবে এবার উকীল এবং বিবাদী একাধারে।

কিন্তু তরুণ হাকিম রায় সাহেবের শিক্ষা এবং সৌজন্যে রাজা প্রজা উভয় পক্ষ তুষ্ট হল। আমি বহু মামলা হারলাম—কিন্তু পরাজয়ে আমার বিজয় হ'ল। এই কয়েক দিনে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করলাম আর বুঝলাম কেন রাজবংশের শৈথিল্যে দেশের অকল্যাণ হয়। অন্য জমিদারের অবস্থা জানি না—কিন্তু সকল জমিদারীর যদি নৈতিক অবস্থা হয় এই প্রকার—দেশের নীতি সম্বন্ধে ধারণা যে দুষ্ট তা নিঃসন্দেহ। কারণ বুঝলাম মুষলগড়কে প্রাপ্য খাজনা হ'তে বঞ্চিত করতে রাজ কর্ম্মচারী এবং প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ। লেলিন বাদ বা সাম্যবাদের সঙ্ঘ্য নয়—মাসতুতো ভাইএর প্রেম।

প্রায় সকল প্রজার পাট্টা বর্ণিত জমির পরিমাণ রাজ-দপ্তরের থোকায় লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক। আর প্রজারা ভোগ করছে সেই অধিক পরিমাণের জমি আর খাজনা দিচ্চে থোকার পরিমাণের ভূমির হারে। বাকীটুকু প্রজা এবং আমলায় ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করছে।

যখন এ সত্য আবিষ্কার করলাম তখন বহু মামলা হেরেছি। প্রজারা অনেক ক্ষেত্রে দাখিলা দেখালে যাতে অধিক টাকার রসিদ আছে অথচ রাজার খাতায় জমা থোকা মতে অল্প টাকার।

আমি একদিন সন্ধ্যার সময় আমার শিবিরে সকল গোমস্তাদের নিয়ে সভা বসালাম। তাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলাম যে আমি প্রমাণ পেয়েছি ষড়যন্ত্রের, তাদের ব্যবহার বাধ্য হয়ে আমাকে রাজার নিকট জানাতে হবে।

প্রথমে তারা অস্বীকার কল্লে। কিন্তু যখন অনিবার্য্য অবস্থা বুঝলে তখন বিদ্রোহী হ'ল।

একজন বল্লে—তা'হলে আমাদের তো পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজতে হ'বেক লুকাবার জন্য।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

শিবিরের পরদার ওপরের ছায়া-ছবি দেখে বুঝলাম একজন পিছন হ'তে বগ দেখাচ্চে।

আমি বল্লাম—আপনারা অত্যন্ত ভুল বুঝেছেন। মোটেই ভাববেন না যে আমি দুর্ব্বল-চিত্ত—

—মোটেই নয়—বল্লে এক পাপিষ্ঠ গোমস্তা।—প্রবল ভাগ দ'ব আমরা আপনাকে যেমন আসল নায়েব মশায়কে দিতাম।

আমি বিরক্তি প্রকাশ কর্ল্লাম। সততা সম্বন্ধে প্রাণ মাতানো বক্তৃতা দিলাম। অরসিকে রসের নিবেদনের মত ব্যর্থ হল অসাধু সঙ্ঘে সাধুতার বক্তৃতা।

একজন বেয়াদব বল্লে—খোকা হুজুর কপ্‌চাইচে ভাল।

অপর একজন বল্লে—অন্দর মহলের সুপারিশ।

প্রথম বক্তার নাম নদের চাঁদ—দ্বিতীয় গোমস্তা মাণিকলাল।

ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর ফুলছিল। অতি কষ্টে আত্মসংযম করে বল্লাম—আচ্ছা আপনারা যান।

তারা হাসতে হাসতে বাহিরে গেল। যাবার সময় একজন মেঠো সুরে গাহিল—

বউকথা কও পাখি ছিল ডালেতে বসে
তারে মারলে কি দোষে
মরি হায় হায়—বউ কথা কও।

তাদের হাসির রোল বাড়লো। একজন বল্লে বল হরি হরি বোল।

বুঝলাম দেওয়ানজীর শক্তিতে এরা শক্তিশালী। এখন মরি কিম্বা মারিই আমার পক্ষে একমাত্র নীতি।

রায় সাহেবের তাঁবুতে গেলাম। তিনি সকল কথা শুনলেন। বল্লেন—প্রজাদের কাছে ওদের সহি করা রসিদ দেওয়া আছে অধিক টাকার—রাজার বহিতে জমা আছে কম টাকা। সোজা বিশ্বাসঘাতকতার মামলা। রসিদ এবং খাতা আমার নথিতে আছে।

তিনি দারোগা বাবুকে ডেকে হুকুম দিলেন আমার এজাহার লিখে নিয়ে নদের চাঁদ আর মাণিককে রাত্রেই গেরেপ্তার কর্ত্তে।

মধ্যরাত্রে কাছারির আট্‌চালা থেকে দারোগা-বাবু পাষণ্ডদ্বয়কে মাত্র ধরে আনলেন না বেঁধে চালান দিলেন থানায় পাঁচ মাইল দূরে।

ওদের শিবিরে একটা আতঙ্ক হ'ল। কতক গোমস্তা অন্ধকার রাত্রে ঝোপের মাঝে আশ্রয় নিলে—কতকজন রাত্রেই এসে আমার পায়ে ধরলে ক্ষমা চাহিলে।

বুঝলাম ইংরাজী প্রবচনের অর্থ—বিবেক মানুষকে কাপুরুষ করে।

সারা রাত্র ঝোঁপের মধ্যে দারোগা ও ভালুকের ভয়ে অনিদ্রায় কাটিয়েছিল—তারা মাপ-চাওয়া গোমস্তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে এসে ক্ষমা

প্রার্থনা করলে। হাসলো না, গান গাহিল না, একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

বউ-কথা-কও পাখির যে গান গেয়েছিল সে বল্লে—দোহাই হুজুর আপনি মা-বাপ। উপরে ভগবান আর নিচে আপনি। আমার এক ঘর অপোগণ্ড শিশু তার উপর পরিবারের শুচি-বাই। না খেতে পেয়ে মরে যাবে হুজুর—দোহাই গুপ্ত সাহেব।

আমি বল্লাম—যারা সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার ক'রে মহারাজের নিকট ক্ষমা চাহিবে—তাদের চাকুরী থাকবে তার সঙ্গে স্বাধীনতা। আমিও শপথ করে বলছি সে স্বীকারোক্তি পুলিসের কাছে বা আদালতে দাখিল করব না।

তারপর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। তারা পাল্লা দিয়ে দোষ স্বীকার করতে লাগলো। ছিঁচ্‌কে চোরের দল। সারা জীবন চুরি করে বেশীর ভাগ গোমস্তা মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহ করেছে—ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়েছে—বেনামী করে সামান্য জমি-জমা করেছে।

এদের বেতন ছিল পনেরো থেকে পঁচিশ টাকা মাত্র।

সকালে সকল কথা আলোচনা করলামম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে।

তিনি বল্লেন—ঐ বেতনে মানুষ চুরি করবেনা তো না খেয়ে মরবে।

আমি বল্লাম—রাজাকে যতদূর জানি একেবারে তার ভিতর সোসালিজম নাই একথা বলতে পারিনি। আপনি আর আমি তাঁকে ধরব লোকগুলার মাহিনা বাড়াতে। তাতে তাঁর নোকসান হ'বেনা এদেরও সম্ভ্রান্ত হবার একটা অবসর দেওয়া যাবে।

তিনি সম্মত হ'লেন। এক সপ্তাহ বাদে সব মামলা নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে তখন তিনি মুবল-গড় প্রাসাদ দেখতে যাবেন—বিশেষ শরশয্যা।

একশো সতেরো

মধ্যাহ্নে দারোগা এলেন সমভিব্যাহারে কোমরে দড়ি বাঁধা নদের চাঁদ এবং মাণিকলাল।

বুঝলাম আমারই মত মিঃ রায়ের অন্তরের খেলোয়াড় জেগে উঠেছে। কিন্তু দারুণ গম্ভীর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রার্থনা আপনাদের?

—হুজুর আমরা সম্পূর্ণ দোষী। আমাদের পাপের ফল পেয়েছি।

আমি বল্লাম—হুজুর ওদের পক্ষ হ'তে আমি জামিনের প্রার্থনা করছি। তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলো।

হাকিম বল্লেন—কে জামিন হবে নায়েব মশায়?

—আমি হব হুজুর! তারিখের দিন ওদের হাজির করে দেব।

তারা মুক্ত হয়ে আমার পায়ে ধরতে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

হঠাৎ দেওয়ানজির পরোয়ানা এলো—রবিবারে দশটার সময় সদর কাছারিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার।

বুঝলাম ব্যাপারটা। আমি তার বিরুদ্ধে তো কোন কাজ করিনি—গোমস্তাদের চুরি ধরেছি।

রায় সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বল্লেন—সমস্ত কাগজ গুলা আমার কাছে রেখে যান। আমি নিজে রবিবার যাব মুষলগড়ে—রাজাসাহেবকে সব বুঝিয়ে দব। আপনি কালই চলে যান—সবার অজ্ঞাতে। এই দুই দিনে সব কথা স্পষ্ট বলবেন তাঁকে। বেগতিক দেখেন বিষ খাওয়াবার পূর্ব্বেই সরে পড়বেন।

বিষ পাত্রের কথা ভাবতে ভাবতে অতি প্রত্যুষে মুষলগড়ের দিকে গেলাম। সোজা পথে গেলাম না। সহর থেকে এক মাইল নদীর ধারে

একটা ঝোপে বাঁধা ছিল কুমারের আবলক ঘোঁড়া—তিলক। আমি আমার সাইকেলটা রেখে ধীরে ধীরে উঠ্‌লাম উচুঁ ভূমিতে।

নদীর তীরে বালু বেলায় বসে কুমার ও দিগম্বর।

কি সর্ব্বনাশ। এমন মনোরম স্থান—প্রকৃতির লীলাভূমি কুমারের সঙ্গে নাই বৌরাণী। এমন স্থলে দিগু—দারুণ অসঙ্গত—অসামঞ্জস্য।

আমি গুড়ি মেরে পিছনের ঝোপে বসলাম।

দিগম্বর বল্লে—হুজুরের ইজ্জত—আমাদের ইজ্জতের ইজ্জতের ইজ্জত। এ কথা মুষলগড়ে বল্লেও পাপ। তাই হুজুরকে এখানে এনেছি।

কুমার কি একটা পড়ছিল।

দিগম্বর বলে গেল—পাচক ঠাকুরকে দিয়ে এটা বধূ-রাণী মাতার কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিল। আমি দৈবাৎ গুরুবল হুজুর—গুরুবল।

কুমার নিজেকে সংযত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছিল। আমি সচকিত রহিলাম—কখন খুন চাপে তার মাথায়—সকল সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে।

বল্‌তে লাগল—দিগম্বর—খেলোয়াড় ছিপে গাঁথা মাছকে যেমন খেলায়—সেই ভঙ্গীতে।

—সম্ভবতঃ হুজুর বাহাদুর ওটা একটা রসিকতা। মারাত্মক কিছু নাই। তবে যুবরাণীর কেলেঙ্কারীর পর—

কুমারের চক্ষু রক্তাভ হ'ল। আমি ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম। সেই চক্ষু—সেই দৃষ্টি—যা দেখেছিলাম কেলুগাছের ছায়ায় হিমাচলের শিখরে।

একটানা বহে যাচ্ছিল খরস্রোত মুষল। আলো ছায়ার খেলা একভাবে

চলছিল—তার শৈকতে। দিগম্বরের বিজয়-স্পর্দ্ধা ক্রম-বর্দ্ধমান। সে দলিত অরাতির কল্পিত মৃত্যু-কাতর মুখ দেখলে।

উত্তেজিত হয়ে দিগম্বর বল্লে—কুমার বাহাদুর এটাকে উদার ভাবেই দেখবেন। কারণ হ'তে পারে রহস্য হ'তে পারে অন্যায়—তবে—

—হ্যাঁ!

নিমেষে অতবড় ভারি লোকটাকে বালি সৈকতে চিৎ করে ফেলে কুমার তার মোটা পেটের ওপর বস্‌লো।

তারপর সর্ব্বনাশ! পকেট থেকে পিস্তল বার করলে। আমি বাঘের মত যখন লাফিয়েছি পিস্তলের নল দিগম্বরের কপালে।

মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে বিধি। আমি অন্য কিছু চেষ্টা না করে কুমারের ডান হাতটা ধরে সরিয়ে দিলাম।

কুমার ঘোঁড়া টিপ্‌লে—ভীষণ শব্দ হ'ল—পিস্তলের গুলি নদী চরের বালির অন্তরে প্রবেশ করলে ভীম বেগে।

তখন ক্ষিপ্র গতিতে আমি রিভলবারটা কেড়েনিলাম তার হাত থেকে।

উভয়ে আমার দিকে তাকালে।

স্বপ্নোত্থিতের মত কুমার বল্লে—চুনীদা।

কুমরো পটাস দেওয়ান বল্লে—দোহাই হুজুর দোহাই।

আমি হাত ধরে কুমারকে তুললাম। মন্ত্র-মোহিত অজগরের মত সে উঠ্‌লো।

দিগম্বর উঠে পালাবার চেষ্টা করছে দেখে কুমার বজ্র গম্ভীর স্বরে বল্লে—দাঁড়াও।

—হ্যাঁ হুজুর। দোহাই হুজুররা, আমায় মুক্তি দিন প্রাণেমারবেন না।

কুমার বল্লে—আজ তোমায় যেতে দিলে আমাদের কেহ বাঁচবে না দিগম্বর। চূণীদার পাচক তোমার হাতে—তার ভাতে বিষ দেবে। আমার কোন্ চাকর তোমার হাতে—

দোহাই হুজুর—যে দিব্য করতে বলবেন। আমি আজই পালাব। চুনীদা পিস্তল দাও।

একেবারে কাপুরুষ। সে আমার পা জড়িয়ে ধরলে—হাতে করে কাজ শিখিয়েছি হুজুর—রক্ষা করুন।

—আমি তো আপনার প্রাণ রক্ষা করেছি দেওয়ানজী।

—ভগবান আপনার ভাল—

কুমার তাকে পদাঘাত কল্লে। আমি বল্লাম--ছিঃ কুমার।

—ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে কেন? সয়তান জানিস—এ চিঠির নকল আছে আমার বাবার কাছে—আর এ চিঠিতে আমার সঙ্কেত আছে।

সমস্ত রহস্যটা সুবোধ হল দিগম্বরের কাছে। সে অতি নির্ব্বোধের মত তাকালে আমাদের দু'জনের মুখের দিকে।

কুমার বল্লে—চূণীলাল—নায়েব চূণীলাল—আমি কুমার কপিধ্বজ—তোমার অন্নদাতা প্রভুর পুত্র—ভাবী রাজা—আজ্ঞা দিচ্চি তোমায় আমার পিস্তল দাও।

আমি নতজানু হয়ে জোড় হাতে বল্লাম—কুমার মনিব হুজুর আমি আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—আপনার ষ্টেটের বাৎসরিক প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার আয় বৃদ্ধি করেছি—কুড়ি হাজার পত্তনীর চুরি—

—আমি স্বীকার করছি হুজুর—

—কয়লার ওজনের চুরি—

—চূণীবাবু—

—গোমস্তাদের বখরা—

—দোহাই হুজুর—চুনো-পুঁটি মারে না হুজুরের দেওয়ান।—তবে কতক কতক সন্দেহ করতাম—আমি নিজে—

কুমার বল্লে—চোপ্।

আমি বল্লাম—আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—প্রাণ-ভিক্ষা চাইছে তার যে তাকে কাজ শিখিয়েছে। কুমার—

কুমারের চক্ষের সে ভাবটা কেটে গেল। সেটা খুনের ভাব কিন্তু রাজপুত্রদের পা চলে। সে এমন টিপ করে একটা লাথি চালালে—সেটা লাগলে নিশ্চয় সোজা রৈরব নরকে ছুটে যেত দিগম্বর। আমি তাকে একটা ঠেলা দিলাম। সে বালির ওপর বসে পড়লো। কুমারের শ্রীচরণ লক্ষ ভ্রষ্ট হ'ল।

এবার কুমার হাসলে। বল্লে—চূণীদা আজই পালাও। আর এক তিল তোমার এদেশে থাকা উচিত না।

—বুঝেছি কুমার। রবিবারে ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেছ প্রাসাদে। সেদিন মহারাজা চেকের কেশটা তাঁর কাছে করলে—অনেকটা নিরাপদ। দিগম্বরবাবু গ্রেপ্তার হ'লে—

—অ্যাঁ।

আন্দাজী বলেছিলাম। কুমারের গুলির চেয়ে আমার গুলিটা পৌঁছেছিল যথা স্থানে। চুরি চামারি ক'রে যে বিষয় করে সে বৃদ্ধ বয়সে জেলে যেতে চায় না।

সে বল্লে—আমি কালই চলে যাব। দোহাই গুপ্ত সাহেব।

—কি করব দেওয়ানজী? কুমারের উপর জোর চলে—রাজার উপর আমরা ছেলে-ছোকরা আমাদের কি জোর চলে।

—যাও।—বল্লে কুমার।

ভূমিস্পর্শ করে অভিবাদন করে দিগম্বর প্রস্থান করলে।

আমি বালি খুঁড়তে লাগলাম।

—কি করছ?

—গুলিটা বার করছি। কে জানে যদি হতভাগা নালিস করে।

—তুমি ইডিয়ট।

বল্লাম—যেমন মনিব তেমনি চাকর—ইতি ইংরাজী প্রবচন।

গুলিটা বার করে মুষলের জলে ফেলে দিলাম না পকেটে রাখলাম।

যদি কোনো দিন মুষলগড় রাজ যাদুঘর নির্ম্মিত হয় তাতে রক্ষিত হবে এই গুলি—তলায় লেখা থাকবে—বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

দশ

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বসলাম কুমারের ঘরে। রাজাকে গুলিমারার কথা বলা হয় নি—তবে তার দেওয়ানজীকে তাঁর আঁধার ঘরের প্রদীপ কুমার একবার পদাঘাত করেছিল সে কথা তিনি শুনলেন। অতি বিমর্ষ হ'লেন। তাঁর অসীম পুত্রস্নেহ এত বড় অশিষ্টতা মার্জ্জনা করলে না।

বেচারা রমা! পুত্রকে শাসন করতে না পেরে রাজা পুত্র-বধূকে বল্লেন—তোমার উপর কি হুকুম ছিল মা। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার হাতে ছোটলালকে দিয়ে ভেবেছিলাম—যাক্!

সে বল্লে—কচি খোকা কি বাবা! আর একবার একবার ঘোড়ায় চড়ে না বেড়ালে শরীর থাকবে কেন? কিন্তু এ কীর্ত্তি করবেন—

রাজা বল্লে—কেন মোটরে চড়ে দুজনে গেলে কি হ'ত। মাঠে বেড়ালেই বা দোষ কি? পরদা রাখতে গিয়ে আবার অভিসম্পাত।

রাজ-বধূ নিরুত্তর। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছ্‌তে লাগলো রমা নূতন অভিসম্পাতের বিভীষিকায়।

রাজা বল্লেন—এই ভদ্রলোকের ছেলেকে কেন এখানে আনা হ'য়েছিল?

কুমার ছবি আঁকছিল। হেড্‌ মাষ্টারের মত নয়। ছেলে বেলায় সকল নন্টু বিন্টু বড় ভায়ের খাতায় যেমন আঁকে।

রাজ বধূ তর্জ্জনীতে আঁচল জড়াচ্ছিল—যেমন অনেক ছোট গল্পের নায়িকারা কোন্‌ ঠাসা হয়ে জড়ায়।

রাজা বল্লেন—আদেশ হচ্চে যে কুমার তার বংশের রাজপুত মেজাজ

নিয়ে কারও অনিষ্ট করবে না। সে রাজার মত থাকবে না—অভিসম্পাত আছে রাজার উপর। সে দীন-প্রজার মত—নিদেন, শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের মত থাকবে।—দম নিয়ে তিনি বল্লেন—তাকে রাইপুরে পড়ালাম। নির্গুণ রাজার মেয়ে না এনে লক্ষ্মী ঘরে আনলাম। তাকে শিখিয়ে দিলাম—কুমারের কাছ ছাড়া হবে না—তাকে রাগতে দেবে না মেজাজ গরম করতে দেবে না—

মনে এলো—ননী চুরি করতে দেবে না—দুধের কেঁড়ে ভাঙ্গতে দেবে না। বিচার কক্ষের গাম্ভীর্য্য নষ্ট ক'রে ভাবকে রূপ দিলাম না উচ্চারিত বাক্যে।

তার পর তোমায় বলে রাখ্‌লাম একজন সচ্চরিত্র ভদ্র সন্তান নিযুক্ত করতে যিনি বাহিরে ওর সঙ্গে থাক্‌বেন যেমন থাকে কলেজের সহপাঠিরা।

এবার বুঝলাম আমার এ সংসারে প্রবেশের ইতিহাস বর্ণিত হ'চ্চে।

—বেশ। অকস্মাৎ কালীবাড়ীতে তোমরা চুণীবাবুকে দেখতে পেলে। তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে—তার গান শুনে—তার বিষয় তদন্ত করে আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে মাষ্টার রাখলাম। শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে—কিন্তু—যতই কর আম্বা ঘটান জগদম্বা।

হরি! হরি! ছদ্মবেশী পার্শ্বরক্ষক।

আমি বল্লাম—ক্ষমা করবেন মহারাজা। আমায় বল্লে আমি সোজা সুজি এডিকং হ'তাম।

রাজা বল্লেন—বাপ্‌ আমার—কানু ভানু কোম্পানীর উপর তোমার অনুরাগ দেখেছি। একবার যদি তোমার মাথায় ঢুকতো যে এডিকং মানে মোসাহেব—অমনি বিগ্‌ড়ি মারতে বাপ আমার। আমি সত্য

চেয়ে ছিলাম—তোমাকে আমার পুত্রের সমান সমান বন্ধু হ'তে—সম্মানের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গ করতে।

রাজা দম নিলে। নায়িকা দু'নম্বর আসামী—রাজার ঝরণা কলমে কালি ঝরতে লাগলো। এর মধ্যে কুমার একখানা ছুরি জোগাড় করে পেন্সিল কাটছিল।

রাজা বল্লেন—বুঝলাম দিগম্বর ওকে সরাতে চায়। কিন্তু তাতে ওর পদ বৃদ্ধি হ'চ্চে আর আমারও দেওয়ান চাই। আমি সম্মত হ'লাম। কিন্তু বাবাজী সবুর না ক'রে একেবারে তার চুরি ধরতে গেল। তাল ঠুকে লড়তে গেল বাঘের সঙ্গে। বুড়া গোমস্তা গুলোকে শাসন করলে—একটা না দুটাকে বুঝি জেলে দিয়েছে—

—আজ্ঞে না মহারাজ তারা জামিনে খালাস আছে। আমাকে খোক্কা—হুজুর বলেছিল—বগ দেখিয়েছিল—

বহু কষ্টে সভাস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা হাসির প্রেরণাকে প্রতিরোধ করলে।

—বেশ। দিগম্বরের কতটাকা চুরি ধরেচ ?

—আজ্ঞে বেশী না বছরে হাজার ত্রিশেক টাকা। আরও কিছু বার হ'তে পারে ঝড়তি পড়তি।

—বেশ কথা। দু'জনেই তোমরা শিক্ষিত। বলতো কেহ যদি তোমাদের বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা মুনাফা বন্ধ করে, তোমরা কি কর ?

—নিশ্চয় বাবা দিগম্বরের পরিবারকে প্রে—মানে ঐ রকম চিঠি লিখি না।

আমি বুঝলাম দিগম্বর সম্বন্ধে লোকের মনোভাব। সে বহু দিনের কর্ম্মচারী। কিন্তু দিগম্বরের উপর সকলের এত বিতৃষ্ণা যে তার স্ত্রীকে প্রেম-পত্র লিখ্‌তে পারা যায়—এ প্রস্তাবে পিতা পুত্র স্বামী-স্ত্রী প্রভু ভৃত্য সকল বাঁধনের শিষ্টতা বিস্মৃত হয়ে সমস্বরে হেসে উঠ্‌ল। বক্তা স্বয়ং যখন হাসলে তখন সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা রসাতলে গেল।

কুমার বল্লে—বাবা একটা লাথি কি—

—চুপ!

কুমার নীরব হ'ল।

আমি বল্লাম—যখন সব বিষয় বোঝা-পড়া হ'চ্চে সত্যকথা বলা উচিত। কুমার বেশ টিপ্‌ করে আর একটা লাথি হাঁকড়ে ছিল!

—অ্যাঁ।

—লাগেনি বাবা।—বল্লে কুমার।—চুণীদা টিপ্‌ করে তাকে ছুঁড়ে দিলে এমন যে লাথিটা লাগলো না—

—আর লোকটা কুমড়ো পটাসের মত গড়িয়ে পড়লো।

বৌ-রাণী থুঁক ক'রে শব্দ ক'রে একটা ছবি সাফ্‌ করতে মনোনিবেশ করলে।

রাজা বল্লে—এটা পরিতাপের বিষয়। লজ্জার বিষয়। দুর্ব্বিনীত—

আর একবার কুমার সাফাই গাহিবার উদ্দেশে বল্লে—যদি কেহ ওর স্ত্রীকে—

আবার সার্ব্বজনীন হাসি।

রাজা বল্লে—ওর স্ত্রীকে ছেড়ে দাও।

—আচ্ছা বেশ। যদি কেহ আমার স্ত্রীকে অপমান করে—তাকে

দু'টো লাথি মারতে পারব না? ভগবান পা দিয়েছেন কি কেবল থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার জন্য?—সে বল্লে আন্তরিক সমস্যা ব্যক্ত করে।

—অন্য কেহ হ'লে দুটো কেন পাঁচটা মারতে পারে। কিন্তু তুমি যে বাবা অভিশপ্ত।

—ঐটাই অভিসম্পাত। দিগম্বরকেও দুটো—

সে অভিমানে কথাটা শেষ করতে পারলে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অভিসম্পাত কাটবে কিসে।

—কাটবে বাবা! শীগ্‌গির কাট্‌বে—কিন্তু যদি তোমার বন্ধু বদ-মেজাজী হয়—

কুমার বল্লে—বেশ বাবা যতদিন না শাপ কাটে—চলুন আমরা কোথাও যাই।

—আর জমিদারী?

কুমার বল্লে—চুণীদা চালাক।

রমা বল্লে—তা হবে না। দিগম্বর যখন বিষ খাওয়াবে আমি জ্যেঠিমাকে কি বলব।

আমি বল্লাম—হ্যাঁ! আগে শোক সভার বক্তৃতাটা ঠিক হোক।

সেই সময় একজন লাল-কোর্ত্তা এসে খবর দিলে দেওয়ানজী হুজুরে হাজির হ'তে চান।

রাজাজ্ঞায় আমরা উভয়ে গেলাম রাজার দপ্তরখানায় তাঁর সঙ্গে।

দিগম্বরের সেই স-প্রতিভ ভাব। গায়ে একটি বালি লেগে নাই—বালির উপর অত গড়াগড়ি খেয়েছে—একটা আঁচড় নাই।

সভার উদ্বোধনের পর অতি শিষ্ট শান্ত ভক্তি-গদগদ ভঙ্গিমায় দুই হাতে ধরে সে একখানা আর্জি পেশ করলে রাজার সম্মুখে।

—কি রে ভাই ?

—মহারাজ বহুদিন নিমক হারামি করেছি এবার তীর্থ-ধর্ম্ম করব। আমায় অবসর দিন।

বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুলের সম্বন্ধ বাচক উপমা স্মরণ কল্লাম যখন রাজা বল্লেন—দু-খানা জাল চেকের যে কেশটা রয়েছে ভাই। পরশু হাকিম দারোগা সব আসছে।

সে তর্ক করলে না—প্রতিবাদ কর্ল্লে না। কুড়ুলে কাটা গাছের মত একেবারে সে কাঁদলে রাজার পা ধরলে—কুমারের পা ধরতে গেল।

বল্লে—রক্ষা করুন ধর্ম্ম অবতার। ওরকম জাল চেক্ আরও আছে। এই বিবৃতি নিন। আপনার ভৃত্য আপনি ফাঁসি দিন শূলে দিন। গভরমেণ্টের বিচারে আপনার দাস শাস্তি পেতে পারে না—যখন এ দেহ আপনার অন্নে পুষ্ট।

—ওটা কিরে ভাই ?

—পড়ুন না গুপ্ত সাহেব।

নিজের হাতে লেখা। স্বীকারোক্তি। এক দুই করে নম্বর দেওয়া নানা তসরুপাত আর জালের ফর্দ্দ।

রাজা কাগজখানা নিয়ে পকেটে ভরলেন।

—আমার ষ্টেট কে দেখবেরে ভাই।

সে বল্লে—চুণীবাবু। আর যাদের বিশ্বাস করতে পারা যায় সে সব আমলার একটা ফর্দ্দ করেছি মহারাজ।

আমি বল্লাম—নলিনী টাইপিষ্ট কি তপশীল ভুক্ত।

—হুজুর সে মাল-পত্র ফেলে পালিয়েছে। আর পাচক ঠাকুর আরও দু'চারটা লোক।

বাহাদুর রাজা পরাক্রম দেব। অত উদাসীনতার সঙ্গে লোকে ট্রামের টিকিট কেনে না।

সে বল্লে—কত প্যান্সন ঠিক করেছ দাদা ?

—এক পয়সা না। যা বিষয় করেছি—আমার ছেলেদের সুখে দিন কেটে যাবে মহারাজ। যদি কিছু দণ্ড দিতে চান তো যত বলবেন ফেরত দিতে রাজি আছি হুজুর।

রাজা বল্লে—দিয়ে নিলে যে কালীঘাটের কুকুর হয় রে দাদা। কি বল বাপ ছোট দেওয়ান ?

আমি বল্লাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ রকম একটা প্রবাদ আছে। তবে আমি ও বিষয় গভীর গবেষণা করি নি। কিন্তু মহারাজ আরও দু'একটা বিষয় উনি না বুঝিয়ে দিলে আমি দহে পড়ব।

রাজা বল্লেন—কিছু পেন্‌সন না দিলে ছেলেরা সন্দেহ করবে যে দাদা! আমার তুমি যে হও—তাদের প্রাণে পিতৃভক্তি না জাগলে তারা তো মানুষ হবে না দাদা। ভেবে দেখ।

দিগম্বর ভাবলে।

আমি অশ্রুজল সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি। আমার অভিমত যে অনুতপ্ত পাষণ্ডের চক্ষুজল যদি বিশ্লেষণ করা যায় তো তার মধ্যে সেই সব উপকরণ পাওয়া যাবে—যা গঙ্গোত্রীর গঙ্গা জলে পাওয়া যায়—কলুষ নাশিনীর জল কলুষিত হ'বার পূর্ব্বের অবস্থায়।

বড় বড় জলের ফোঁটা দেখা গেল তাঁর কোটর গত চক্ষে। অবশেষে সে বল্লে—মহারাজের বহুদিনের সাধ—উদয় দেব হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবার।

—হ্যাঁ। কিন্তু হ'য়ে উঠে নি। তোমার মন ছিল অন্য ধান্ধায় আর আমি চাহিতেছিলাম জাঁক জমক হাঁকা হোক্কা বন্ধ করতে।

—কাল আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম। পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে—হাসপাতাল তহবিলে। আর দশ হাজার—

—তা দব।

—না। দেবার কথা নয় হুজুর। মানে ঐ দুটো চেকের টাকা নিছক পকেট মার চুরি—ওটাকা হাসপাতাল তহবিলে যদি—

সে নীরব হ'ল। রাজা ভাবলে। ক্রমশঃ ধীর হাসি ফুটে উঠ্‌লো তাঁর সুন্দর মুখে।

—বেশ পাপ কাটাতে চাও দেওয়ান দাদা? বাধা দব না তোমার ছেলেদের কল্যাণে।

—মহারাজ—আমি অতি পাপী। এই লোকের—হাঃ হরি!

যাত্রার দলের ভগ্ন দূতের ভঙ্গিতে জোড়হাত করে সে বল্লে—মহারাজ। আমায় মার্জ্জনা করুন।

—আর আমার কি হবে রে ভাই?

বেশ আন্তরিক ভাবে বল্লেন রাজা।

সে বল্লে—মহারাজ আপনার একটা প্রধান অভিসম্পাত ছিলাম আমি—সে যাচ্চে—এবার অভিসম্পাত কাটলো। আর মহারাজ আজ যে ভগবান আমাকে অনুতপ্ত করেছেন তিনিই শুদ্ধ করবেন আমাকে।

আমি চিরদিন কুমার বাহাদুরের মঙ্গল কামনা করব।

আমি ভাবলাম —বিচিত্র মনুষ্য চরিত্র—জটিল—বিরোধী সংস্কারে ভরা। সবার মধ্যে জর্জ্জ ওয়াশিংটন আছে আবার যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও মিথ্যুক ছিল। অনতি বিলম্বে দেওয়ান বল্লে—

—আর একটা অভিসম্পাত ছিল প্রতাপ। সে মরেছে।

আঁ্যা!—রাজা দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো।—প্রতাপ মরেছে ?

কবে কোথায় ?

স্থিরনেত্রে চেয়েছিল কুমার। সে বল্লে—সিমলায়। যে দিন আমরা মাসোব্রা যাই—ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল।

রাজা বুঝতে পারলে না। দিগম্বর স্তম্ভিত হ'য়ে দেখ্‌লে কুমারকে।

কুমার বল্লে—বাবা যখন আমরা মাসোব্রা থেকে ফিরি—ধোবী ঘাটের পথের মোড়ে একটা শব ছিল প্রতাপের মত দেহ।

কে প্রতাপ জানি না। কিন্তু আমি সে সময় দেখেছিলাম কুমারের বিচিত্র মনোভাব। তখন ভেবেছিলাম যে শব দেখে তার শ্মশান বৈরাগ্য হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি যে পরিচিত লোকের মৃত দেহ তাকে উত্তেজিত করেছিল। তার অসাধারণ বিস্ময় সাধারণ নয়—বিশেষ স্মৃতির উত্তেজনা প্রসূত।

কুমার বল্লে—বাবা জ্যাকো পাহাড়ে সর্পাঘাতে মরেছিল—

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! সে প্রতাপ ?

—হ্যাঁ বাবা! আপনার মন বিচলিত হ'বে বলে বলিনি।

আমি ভাবলাম এরা কতদূর কি বলে দেখি। তার পর যা হয় হবে।

রাজা ধীরে ধীরে বল্লে—এখানকার পাপ পুণ্যের বিচার এই পৃথিবীতেই হয়।—সর্পাঘাত—

—আমি তার মুখ দেখেছিলাম বাবা—বিষে মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যে দারুণ বেদনায় ভুগেছিল তা নিঃসন্দেহ।

সে শিহরে উঠ্‌লো নিজে—প্রতাপের মৃত্যু যন্ত্রণা কল্পনা করে।

দিগম্বর একটু ভাব্‌লে। শেষে বল্লে—তবে বলি মহারাজ। আমার কোনো দোষ নেই—কেবল আপনাকে সংবাদ দিই নি।

এর খুনে শক্তি কি অপ্রতিভ অপ্রমত্ত! সিমলায় সর্পাঘাতে মানুষ মরলে একে কৈফিয়ৎ দিতে হয় মুষলগড়ে। দিগম্বরের আজকের ভঙ্গিটা বড় নিরাশ করলে আমায়। আমার চির জীবনের উচ্চাশা ষোল আনা সাধু বা ষোল আনা পাষণ্ড দর্শনের। প্রথমোক্ত জীব দেখবার অবসর কোনো দিন সংসারী জীবনে ঘট্‌বে না—কিন্তু শেষোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দর্শন লাভ হবে এমন একটা ছাই চাপা আশা ছিল গোপন প্রাণে। আজ যদি না দিগম্বর এরকম একটা ভঙ্গি করত—আমার সাধ মিট তো। তবে—হ্যাঁ—এটা যদি হয় নিছক ভণ্ডামী—সিমলাবাসিনী মা শ্যামলা দেবীর কৃপায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। বল্লাম—মা তা হলে তোমার রাঙা পায়ে রক্তজবা দেব।

সে বল্লে—মহারাজ সাপের বিষে মরেছে প্রতাপ—কিন্তু সাপের আঘাতে মরেনি সে।

শিশু সাহিত্যের ধাঁধার মত এ প্রতিজ্ঞা উৎকণ্ঠিত করলে সকলকে। এবার আমি তার ন্যায়ের ফাঁকি ধরে ফেল্লাম—করোনার কোর্টের সূক্ষ্মদর্শী জুরীর মত। আমার সংবাদ পত্রে আইন আদালতের স্তম্ভের

সংবাদ গুলা পড়া বিফল হয় নি। করোনারের জুরীর মত চুল ছিড়ে আমি বল্লাম—সর্পের আঘাতে তার গায়ে যে বিষ ঢুকেছিল তার ফলে প্রতাপের মৃত্যু ঘটেছে। সাপের নিজের ও বাপের নাম অজ্ঞাত। তবে বাস—স্থান জ্যাকো পাহাড়ে—যদি না বায়ু পরিবর্ত্তন—

সে বল্লে—না গুপ্ত সাহেব—তাকে মোটে সাপে কামড়ায় নি। তাকে ধরে ভীম সর্দ্দার তার মুখে গোখ্‌রো সাপের বিষ ঢেলে দিয়েছিল।

বিস্ময়ে আমরা তিন জনে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। কপিধ্বজ বিবর্ণ।

অন্য মনে কুমার বল্লে—নিয়তি।

রাজা বল্লে—ভীম সর্দ্দার! কোথা সে পাজি? হ্যাঁ—বুঝেছি। ভীম।

দিগম্বর বল্লে—সে সিমলা থেকে এসে আমায় যে দিন বল্লে, আমি তাকে বিদায় করে দিয়েছি। সে কোথায় তা জানি না।

—তার তো বাড়ী আছে—মাধবপুরে।

—তার কেহ নাই। সে সেখানে নেই। বাড়ী শূন্য—সাপ খোপের বাসা।

অর্থ ব্যয় করে ভীড়ের ধাকায় টিকিট কিনে সবাক চিত্রে এত মজা দেখা যায় না—বাস্তব জীবনে যা দেখলাম—এদের সংস্রবে এসে।

রাজা বল্লে—আর সর্ব্বনাশী কোথায়?

আমি বল্লাম—মহারাজ এ সম্বন্ধে আমি যা জানি সে কথাটা বলা বোধ হয় আমার কর্ত্তব্য। কে প্রতাপ জানি না—সর্ব্বনাশীকেও চিনি না। কিন্তু যে দিন প্রতাপ মারা যায় সে দিন তাকে একটি পাঞ্জাবী পোষাক পরা মহিলার সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে বেড়াতে দেখে

ছিলাম। পরে সংবাদ পত্রে পড়েছিলাম যে সর্পাঘাতে যে মরেছে—তার নাম সুন্দর মল। তার স্ত্রী একমাত্র ভৃত্যকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে।

রাজা বল্লে—এ্যাঁ!

কুমার বল্লে—হ্যাঁ।

মন্ত্রী বল্লে—বটে।

এ অবস্থায় বাকী টুকু বল্লে—গুরু পাক হবে। লছমন ঝোলা বিধবা—বিবাহ—একশো সতেরো—থাক্। শনৈঃ পন্থাঃ—ইত্যাদি ঋষিবাক্য স্মরণ করে—মনের লোহার সিন্দুকের চাবি খুললাম না।

রবিবার কালেক্টার সাহেবের সমস্ত গ্রামটি অভ্যর্থনায় সচেতন হ'ল। আমার সখের পণ্টন মাল কোঁচা বেঁধে দড়ি বাঁধা মেরজাই পরে মাথায় এক এক খানা তাঁতে বোনা নূতন গামছা জড়িয়ে, হাতে বড় বড় বাঁশের লাঠি নিয়ে কুচ-কাওয়াজ করলে পলাশের মাঠে।

যে রাজ হস্তী ঠেলা দিয়ে অনেক মাটীর ঘর ভেঙ্গেছে—মুকুলগড়ের নবীন যুগে নবীন উষার আবীর রঙে একেবারে লক্ষীটি হ'য়েছিল অতি সুষ্টু ভাবে রায় সাহেবকে কাঁধে করে সহর পরিভ্রমণ করলে সেলাম করলে—তিন পায়ে দাঁড়ালো—কালেক্টার সাহেবের হাত থেকে আকের টিক্‌লি—বিলাতী বেগুন আর এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা খেলে।

হেড্‌মাষ্টার কোথা থেকে চট্‌কানো একটা কোট বার করেছিল। সে রায় সাহেবকে স্কুলের আট্‌ চালার মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

চারিদিকে সমারোহ।

রাজবাড়ীর সেপাইরা লাল কোর্ত্তা খানসামারা, কাছারির বাবুরা সবাই অভিবাদন করলে মিঃ এইচ্‌ সি রায়কে। মারবেলের সিঁড়ির

তলায় স্বয়ং—দেওয়ানজী—ধবধপে সাদা ধুতি—চাপকান এবং মোক্তারের পাগড়ি পরে তাকে অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেল।

সিঁড়ির উপরে কুমার ছিল। সে এক মুখ হেসে পিতার দরবারে নিয়ে গেল মিঃ রায়কে। কুমারকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল—ধবধবে সাদা পোষাকে—সাদা পাজামা—সাদা চাপকান সাদা উষ্ণীষে।

দরবারের দরজায় মহারাজ স্বয়ং দু'হাতে ধরে তরুণ সিভিলিয়ানকে নিয়ে গেলেন ঘরে।

আমি ইত্যবসারে বাঘের সুইচটা টিপে দিলাম। বাঘ ঘ্যাঁক করলে—হাঁ করলে—তার চোখ জ্বলে উঠ্‌লো।

কোনো সেনানায়ক দেখিনি। কিন্তু একজন কৃতবিদ্য সরকারী কর্ম্মচারী—যিনি ভবিষ্যতে লাটসাহেব কিম্বা হাইকোর্টের জজ হ'তে পারেন—ঠিক তিন পা পিছনে সরে গেলেন—গরীব গোল দীঘির পাশ করা সেকেণ্ড মাষ্টার চূণীগুপ্তও যেমন পশ্চাৎ গমন করেছিল আকস্মিক বুক্—ধর ধরানীর ফলে।

গান হল, বাজনা হ'ল, গল্প হ'ল, পরিচয় হ'ল। দেওয়ান বল্লে—মহারাজ আমি থাক্‌তে থাক্‌তে হাসপাতালের ভিদ্ গাড়ীটা হ'লে হয় না?

মহারাজা বোঝালেন হাঁস-পাতাল প্রতিষ্ঠার কথা। দেওয়ানজী অবসর নিয়েছেন—উনি সাত দিনে চলে যাবেন। তার মধ্যে ভিত্তি স্থাপনা হ'লে ভাল হয়।

মিঃ রায় বল্লেন—এতো সুখের কথা রাজা সাহেব, আজই কালেক্টর সাহেবের মেমকে পত্র লিখুন।

—সেটি হবেনা—সাহেব। আপনার মেম সাহেবের শুভ হাত চাই।

মিঃ রায় হাসলেন। তিনি বল্লেন—রাজা সাহেব সেটা দেখাবে খারাপ। মেম সাহেব ভারি ভদ্র। তিনি থাকতে মিসেস রায়—

রাজা বল্লেন—তা কি হয় মশায়—মিসেস রায় থাকতে মেম—

রায় হাসলেন—সরল অমায়িক হাসি।

রাজা বল্লেন—কারণটা শুনবেন ছোট সাহেব। লক্ষ্মীর কাজ এ সব মা লক্ষ্মী আমার এসে হাসপাতালের পত্তন করুন।

মিঃ রায় বল্লেন—মিসেস জেম্‌স্‌ও তো লক্ষ্মী।

রাজা বল্লেন—তা নয় মশায়—তিনি চণ্ডী।

আমরা সকলে হাসলাম।

তারপর রাজা কারণটা বোঝালেন। মেম এলে তাঁর বধূরাণী সঙ্গে গল্প করতে পারবেন না—শ্রীমতী এলে তার সঙ্গে পরিচয় হবে হয়তো বন্ধুত্ব হবে।

মিঃ রায় বল্লেন—হ্যাঁ তিনিও অনেকটা একেলা থাকেন। এ যুক্তির পর আর তর্ক চলেনা রাজা সাহেব। তিনি ধন্য হবেন এমন একটা শুভ কাজ করে।

যাবার সময় মিঃ রায় বল্লেন—এত বিদ্যুত তৈরী হয় তোমাদের পথে আলো দেওয়া হয়না কেন গুপ্ত?

তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম—রাজার অভিমত। রাজবাড়ীর বিশেষত্ব যাবে যদি মুদির দোকানে মুড়ির দোকানে বা আমলাদের মলিন আবাসে বিজলীর আলো জ্বলে।

মিঃ রায় বল্লেন—রাজা কপিধ্বজের আমলে বোধ হয়—এ সংস্কার কেটে যাবে। রাজা বুদ্ধিমান হলেও—সে যুগের লোক।

আমার মুষলগড় তরুণ-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবীদের কুচ-কাওয়াজে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ ক'রে মিঃ রায় মহকুমায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

এগারো

মূষলগড় রাজবংশের অতীত যুগের ইতিহাস কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন। কিম্বদন্তী বহুমুখে বহু ভাষায় তাদের অবলুপ্ত গরিমা এবং প্রাণহীন নিষ্ঠুরতার সমাচার প্রচার করত। একদিন তারা সামন্ত রাজবংশ ছিল নিঃসন্দেহ।

সহরে এবং বহু গ্রামে অনেক ছত্রীর বসবাস। তাদের প্রত্যেকেই প্রায় রাজাদের সঙ্গে আত্মীয়তার দাবী করে। কিন্তু সকলে সে সম্ভ্রম লাভ করে না।

প্রতাপ ছিল ক্ষত্রিয়—পত্তনীদার। রাজবংশ তার আভিজাত্য স্বীকার কর্ত্ত। সুতরাং সে রাজা পরাক্রম দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের সহচর ছিল। প্রতাপ সুপুরুষ ছিল—আমি তার জীবন্ত ও মৃত দেহ দেখেছিলাম।

যুবরাজ ছিল উদ্দাম অদম্য। তার পিতা সম্ভবতঃ তাকে উৎসাহ দিতেন—শীকার কর্ত্তে—অশ্বারোহণ কর্ত্তে বিলে জঙ্গলে ঘুরে প্রকৃতির মাধুর্য্যের পরিচয় পেতে। প্রতাপ ছিল তার নিত্য সহচর।

যেদিন বাঘের কামড়ে যুবরাজের মৃত্যু হয় প্রতাপ ছিল তার সাথী। সে বাঘটা প্রতাপের গুলিতে মরেছিল—যুবরাজের নিগ্রহের পর।

তারপর শোক সন্তপ্ত পরিবারে প্রতাপের প্রভাব বেড়ে উঠ্‌লো বহুগুণ। তার প্রবেশাধিকার ছিল রাজ অন্তঃপুরে।

—কিসে কি হ'ল মশায় তা কেহ বলতে পারে না কারণ প্রেম হ'ল হাওয়ার খেলা।—বল্লে দিগম্বর বিশ্বাস।

—তাই নাকি?

এই অপ্রেমিক দিগম্বরের পীরিতি দর্শন বিবৃতি সপ্তমীতে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করে' তার বাগ্মিতাকে ঐতিহাসিক সন্দর্ভের খাদে বহিয়ে দিলাম। তার বক্তৃতার সার অংশ—

—শোকে শাস্তি দিলে প্রতাপ যুবরাণীকে উধাও ক'রে নিয়ে গিয়ে অবশ্য যাবার সময় গহনা পত্র নগদ টাকা ইত্যাদি—তা বেশ।

হায় সংসার! বহুত আচ্ছা নটরাজ!—বল্লে আমার অনভিজ্ঞ তরুণ প্রাণ জোর একটা ধাক্কা খেয়ে।

প্রতাপের বংশের কি হ'ল।

—তার মাত্র ছিল বিধবা মা। শোকে ভয়ে সে এক মাসের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করলে।

দেশ বিদেশে অনেক লোক পাঠিয়েছিল দেওয়ানজি প্রতাপকে ধরবার জন্য। ধরা পড়লে কি দশা হ'ত তার আভাস দিয়ে দিগম্বর বললে—তারপর এক সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় রাজা হয়েছিলেন—অহিংসক। অতএব অপমানটার প্রতিশোধের ভার দিয়ে ক্ষান্ত ছিল—বিশ্ব-নিয়ন্তার হাতে।

—কিন্তু অকস্মাত তিনি সাপুড়ে ভীম সর্দ্দারের রূপ ধারণ করে কেন দুষ্টের শাস্তির বিধান করলেন?

মুষলগড় বিশ্ব-কোষ দেওয়ান দিগম্বর বিশ্বাস সে সমাচার সরবরাহ করলে অতি সংক্ষেপে।

—ভীমসর্দ্দার মাল। তার মাতৃহীন কুমারীকে নষ্ট করেছিল প্রতাপ সিংহ গোপনে। পুত্র প্রসবের সময় ইহলীলা সম্বরণ করেছিল ফুলুয়া।

আমি মানস চক্ষে দেখলাম ফুলুয়াকে। বনের হরিণীর মত ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে—গিরি কান্তারে—এলো খোঁপায় বনের ফুল গোঁজা

যৌবনের সকল স্পর্দ্ধা সুস্থ সবলদেহে সরল স্বচ্ছন্দ মনে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত।

বনের হাওয়ার সঙ্গে যখন প্রতাপের প্রেম সম্ভাষণ তার সরল মনকে উৎফুল্ল করলো—কত না সাধে রঙিয়ে উঠ্‌লো সে পুষ্ট দেহের সুষ্ঠু মন। তারপর মাতৃত্বের গরব—পিতৃ-রোষের কঠোর পীড়ন। সব অন্ধকার হ'ল তার যখন যার তরে কলঙ্কিনী সে নিষ্ঠুর পাষাণ উধাও হ'ল যুবরাণীকে নিয়ে। সরমে তার মরম ভরে উঠ্‌লো।

যে দিন সিমলায় অকস্মাৎ তাকে দেখেছিল ভীম সর্দ্দার। তার কাছে বিষ থাক্‌তো শিশিতে চিকিৎসকদের সে বিষ বিক্রয় কর্ত্ত। দিগম্বর তার খরিদদার ছিল কিনা প্রশ্ন করবার সাহস জেগালো না। পিছন থেকে ধরেছিল প্রতাপকে সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপর তার মুখে ঢেলে দিয়েছিল শিশির বিষ!

ভীমের সারা জীবনের সাধনা সফল হ'ল। সে একটা কাঁটা দিয়ে কেটে দিলে—তার পা। তাতে ঢেলে দিয়েছিল শিশির বক্রী বিষ!

আমি শিহরে উঠলাম। মানসচক্ষে দেখলাম সে বিভীষিকা! কি ভয়ঙ্কর!

ভীম বলতে পারেনি দেওয়ানজীকে—এ প্রক্রিয়া যুবরাণী দেখেছে কিনা। সে কিন্তু পরে তাকে খুঁজেছিল—তাকে যার জন্য তার মাতৃহীন সন্তানকে জীবন বলি দিতে হয়েছিল প্রেমের দেবতার নির্ম্মম কঠোর বেদীতে।

কুমারকে জিজ্ঞাসা করলাম—যেদিন পাহাড়ে তোমার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়েছিলাম—মনে আছে।

—অতি উজ্জ্বল ভাবে।

—বাঁদরটি কি—প্রতাপসিংহ?

—আবার কে? এত হীন কী করে তুমি আমায় ভেবেছিলে যে সূর্য্যবংশাবতংস রাজা শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বাঁদর মারবার জন্য—

আমি বল্লাম—ক্ষমা করতে হয়েছে। স্বয়ং নবীন নীরদ-শ্যাম ইন্দীবর নয়ন শ্রীরামচন্দ্র বালী নামক একজন বানর কিম্বা ওরাং ওটাঙ্ মেরে ছিলেন।

সে বল্লে—তোমাদের ঋণ কোনো দিন ভুলতে পারব না—তিন মাসের মধ্যে দু দু'টা নর হত্যার পাপ থেকে রক্ষা করেছো।

আমি ভগবানের শ্রীচরণ উদ্দেশ্য করে প্রণাম করলাল। বল্লাম—কুমার বাহাদুর শত রমা সহস্র চূণী বাঁচাতে পারত না একটা পোকাকে যাঁর সৃষ্টি তিনি না বাঁচালে।

—কি জানি? ফাঁসি যেতাম—নয় নরক-ভোগ করতাম। উঃ! কত বড় পাপ বলত—নরহত্যা।

পাছে ওঠে উদয় দেবের কথা সেই ভয়ে প্রসঙ্গটা বদলাবার চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কুমার সেই চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা সুন্দরীটা কি যুবরাণী?

—অবধারিত।

—এখন তাকে পেলে—গুলি কর?

কুমার বল্লে—না—হ্যাঁ—না—না—নিশ্চয় না। তার পাপের শাস্তি দেবেন মা কালী।

এ কয়দিন রাজ-বাড়ীতে ভোজন করছিলাম রাজাজ্ঞায়। ভোজনান্তে কুমারের সভা বস্‌তো কুমারের বৈঠকখানায়।

আমার ছাত্রী এতদিন কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েছিল। আজ তাকে বৌ-রাণী ধরে বল্লে—তিলু লক্ষ্মী ভাই—ঝরণার গানটা গাও।

তিলু বল্লে—মাষ্টার মশায়ের লজ্জা করবে না।

ওরা তিনজনে হাসলে! রসিকতার অন্তর ভেদ করবার চেষ্টা না করে তাকে গাহিতে বললাম।

সঙ্গীত যখন শেষ হ'ল তিলোত্তমার মুখ-চুম্বন করে রমা তাকে দাসীর হস্তে সমর্পণ করলে।

রমা বল্লে—চূণীদা ঝরণা বেশ গান করে। আর মেয়েটি ভাল—আমার ভারী বন্ধু।

—কার কথা বলছ?

—যার নামে কবিতা লিখেছ—পারুল—ঝরণা নীরদ বাবুর-কন্যা।

অকস্মাৎ তার কথা কেন রসিকতার বিষয় হ'ল বুঝলাম না। ঝরণা রমার সহপাঠী।

সে বলে—তুমি বেশ প্রেম-পত্র লিখতে পার।

—হ্যাঁ যার জন্যে গুলি খেয়ে মরছিল দেওয়ান।

—গুলি খেয়ে—সেইতো হচ্ছিল পদ-গোলক।

অবিমৃষ্যকারিতার বশে বল্লাম—এই দেখ। এই গুলিটি মুষলগড় যাদুঘরে ভাবীকালে থাকবে। এ যাত্রা করেছিল দিগম্বরের মস্তিষ্কে যাবার জন্য। কিন্তু অধীনের হাতের ধাক্কায় কুমারের যখন হাত বেঁকে

গিয়েছিল—এ তির্য্যক-গমন করেছিল মুষলের বালির চড়ে। হাত খানেক মাটি খুঁড়ে একে উদ্ধার করেছি।

কে জানে রমাকে বলেনি কুমার। এখন সে আমাদের মুখে ঐতিহাসিক ঘটনাটা শুনলো। তারপর বাঁধ ভাঙলে। সে কাঁদতে লাগলো। সখের পুতুল ভেঙ্গে গেলে কুমারী যেমন কাঁদে—ক্লাশ উঠতে না পারলে সুকুমার যেমন কাঁদে।

—আবার! আবার! ও মা কালী! কালই পালাব—নিশ্চয় পালাব—ওঃ!—আবার সেই পাপ—ওঃ মা!—

সে মূর্চ্ছিতা হ'ল।

বারো

পরদিন সন্ধ্যায় দাম্পত্য প্রেম আবার সাধারণ ভাব ধারণ করেছিল।

আবার ঝরণার কথা উঠ্‌লো।

রমা বল্লে—চুণীদা যখন ঝরণার গানটা রচনা করেছিলে তখন আমার বন্ধু ঝরণার কথা তোমার মনে পড়েনি ?

—মোটেই না। দেখ রমা—বৌ-রাণী—আমি সাত দিন বাদে দেওয়ান হব। আমি বিজ্ঞ—কিন্তু আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা—এমন প্রবল নয় যার দ্বারা তোমার রসিকতার মর্ম্ম বুঝতে পারি।

—মিথ্যা প্রবঞ্চনা না করলে মানুষ দেওয়ানী কর্ত্তে পারে না। আমি সব জানি সব শুনেছি।

সিমলার রায় বাহাদুর নীরদ সেন উচ্চপদস্থ লোক। আশৈশব জানি তার কন্যা পারুলদেবী—যার ডাক নাম ঝরণা। সে আমার সঙ্গে ক'দিন মহল্লা দিয়েছিল—রাজার অভিনন্দন গান গেয়ে। কিন্তু আমি অকস্মাৎ একটা ঝরণার গান লিখেছি বলে—ভদ্রলোকের তরুণী কন্যাকে নিয়ে কেন রসিকতা হচ্চে বুঝলাম না। বিশেষ যখন রমা বল্লে—

ঝরণা এলে বেশ হয়। আমার দোসর হয়।

অনেক জেরা ক'রে কিছু ঠিক্ করতে পারলাম না। শেষে সে হাসি-মুখে একখানা পত্র দিলে আমার হাতে। সর্ব্বনাশ! মার হাতের লেখা পত্র। তাতে লেখা ছিল—

—রমা

তুই মা পাগলা মেয়ে। ঠাট্টা করেছিস কি না বুঝলাম না। তোর চুণীদা যে হঠাৎ তোকে বলবে যে ঝরণাকে বিয়ে করব—এ কথাটাও বিশ্বাস হ'ল না।

তবে ঝরণার গানটা বেশ হ'য়েছে। সুর জানা থাকলে তাকে দিয়ে গাওয়াতাম! তাকে দেখিয়েছি। সে বল্লে—রমার যেমন কথা—গানের ঝরণা পাহাড়ের ঝরণা।

সত্যি কথা তোমায় বলি। ঝরণা ভাল মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে। তার মার ভারি ইচ্ছা চুণীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। হ'লে বেশ হয় মা।

আমার রাজা জামাইয়ের সঙ্গে তো খুব ভাব চুণীর। তাঁকে বোলো না মা ওকে রাজি করতে। আর যদি তোমার কথা সত্য হয়—গানের ঝরণা—পারুল ঝরণা তা হ'লে তো কথাই নাই।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার মুখে যে চিরদিন অমনি হাসি ফুটে থাকে। আমার তিনু-মার যখন বিয়ে হবে—আবার এক রাজা—জামাই হবে।

তোমার মা তোমার চিঠি পড়ে হেসে আকুল।

জ্যাঠাইমা।

তারা হাসতে লাগলো।

যখন কথা ফুট্‌লো মুখে—একখণ্ড কাগজ চাহিলাম।

রমা বল্লে—এবার একটা গান লেখো—ঝরণা, পারুল দু'টো কথা যার মধ্যে থাকবে। কাগজ দিচ্ছি।

আমি বল্লাম—না তার জন্য কাগজ চাইছি না। কর্ম্মে ইস্তফা দেবার দরখাস্ত লিখ্‌ব।

একশো সতেরো

তার পর তাদের দেখালাম—কি করে রাজার সামনে ধরতে হয় দরখাস্ত!

সত্য মেজাজ ভারি বিগড়েছিল। কবির বাক্য স্মরণ করলাম—

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
কভু হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

কিন্তু নিশীথ শয়নে যখন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি ভারতবর্ষের সনাতন তিনদের বিষয় আলোচনা করলাম—তখন এ ধারণা মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম যে পরের দাম্পত্য-প্রেমের সাক্ষী হওয়া চির-জীবনের কাজ হ'তে পারে না। একজন মানুষ অন্যের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে—কিন্তু অন্যের প্রেমের দেওয়ানী বা দালালী ক'রে নিজের আদিম বৃত্তির গলা টিপে মারতে পারে না। বিবাহ করব—তবে পারুল কি মুকুল কিম্বা পারিজাত সে কথার ব্যবস্থা করা যাবে অবস্থা বুঝে।

তেরো

পরদিন প্রভাতে নদীর ধারে কুমার বাহাদুর বল্লে—চুণীদা বিয়ে ক'রে ফেল নীরদবাবুর মেয়েকে।

—তোমার তাতে কি স্বার্থ বল্‌তে পার রাজ-কুমার ?

—আছে বই কি। স্বার্থ না থাকলে পৃথিবী নিজে ঘুরে বেড়াতো না নিজের অক্ষে।

তার বিশ্ব জ্ঞানের প্রশংসা করলাম। বল্লাম—কুমার বলে পারো দেখি ব্যাপারটা কি ? চাণক্য-শ্লোক রাজারাও মানে

সে বল্লে—ইডিয়ট! বোঝ না ? ঝরণা এলে রমার সঙ্গী হয়। যে রকম দেখছি—মুবলগড়ে তুমি জড়িয়ে পড়ছো। তোমার ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্চে। কাজেই রমার সুখ—

—রমার সুখ। হুঁ! দেখ কুমার রাগ ক'র না তুমি ওর নাম কি—

—স্ত্রৈণ!

আমি হাসলাম। বল্লাম—বহুদিন পূর্ব্বে একটা গান বেঁধেছিলাম শোন।

বধূ তুমি দারুণ ভালো
তুমি গোলাপ বকুল ক্রিশেন্‌থিমম্‌ ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো।
আঁচল ভরা রত্ন নিয়ে যখন ঘরে আসি
ও শ্রীমুখের পাতলা ঠোঁটে কি বিজলীর হাসি।
হিয়ার ঝরণা উপ্‌চে পড়ে শুদ্ধ প্রেমের বারি

যবে যুক্ত করে বলি—প্রিয়ে এ দাস তোমারি—
অতি মধুর ও গো প্রিয় সোহাগ প্রদীপ জ্বালো
বড্ড ভালো দেবী আমার তুমি দারুণ ভালো।
আমারি সুখের জন্য কেবল গহনা পর অঙ্গে
রেশম পশম বারানসী জরজেট তার সঙ্গে।
কোমল হাতের ব্যাথা পাছে আমার প্রাণে বাজে
তাই তো কেবল কেতাব পড়—মন দাও না কাজে—
সেই তো আমার ভাগ্য বধূ সুধা প্রাণে ঢালো
তুমি দেবী সাধনা মোর তুমি দারুণ ভালো।

গান শুনে বন্ধু হোঃ হোঃ ক'রে হাসলে। বল্লে—রমাকে শোনাতে হবে। কিন্তু এর ভেতরও ঝরণা আছে।

আমি বল্লাম—পাগল! রমাকে শোনাতে হবে—এই হ'ল ও রোগের লক্ষণ।

গৃহে ফিরে এসে এক অভিনব বিভ্রাটের মধ্যে পড়লাম। যুবরাণীর খোলাখুলি পত্র এলো। বন্ধু মারফত নয়।

—লছমনঝোলার সাধু। আমি সকল খবর পেয়েছি। আমি কে তা বলব না। একদিন বলব। হয় তো শীঘ্র হয় তো বিলম্বে। কিন্তু বলব। ভয় করি না—যা সত্য তাকে আশ্রয় করেছি। প্রেম সত্য—প্রেম সুন্দর—যার প্রাণে প্রেম আছে সে জাহ্নবীর জলে ডুবে মরে না। আপনি গুরু। আপনি চোখ খুলে দিয়েছেন। জগত মিথ্যা নয়, বৃথা ধাপ্পাবাজী নয়, কারণ সৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। আবার প্রেমকে আশ্রয় করেছি—সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

একশো সতেরো

নিজের কথা বলি। শিশু কালে বড় আদরে পালিত হ'য়েছিলাম ; কিন্তু সে লালনের নীচে ছিল—অন্ধকার দম্ভ কুল—গর্ব্ব। এরা যে ছিল সবের অন্তরে পরে পেলাম তার সন্ধান।

বিবাহ হ'ল—সামান্য ভালবাসা পেলাম—যিনি ভালবাসবেন তাঁর নিজের প্রতি এত ভালবাসা যে তাঁর হৃদয় গগনে এ ক্ষুদ্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার আলো প্রবেশ করবার অবকাশ পেল না। বাঘ ভাল্লুকগুলি বন্দুক নিজের রূপে মস্‌গুল ক'রে রাখলে তাঁকে।

বিধবা হ'লাম। তখন প্রথম সন্ধান পেলাম প্রেমের। গন্ধর্ব্ব-বিবাহ হ'ল সুন্দর মলের সাথে। অর্থাৎ তার সঙ্গে পালালাম—সমাজ নির্দ্দেশ করলে—আমি পতিতা সুন্দরমল লম্পট—নারী অপহরণ করেছে।

যাদের বধূ ছিলাম তারা আমার দ্বিতীয় স্বামীকে হত্যা করবার জন্য দেশে দেশে ঘাতক পাঠালে তা শুনলাম। যাদের কন্যা ছিলাম—তারা কামনা করলে আমার মৃত্যু—সুন্দরমলের অধঃপতন। কিন্তু সত্য সুন্দরের সন্ধান পেয়ে আমি কৈলাসের সুখ ভোগ করলাম—যদিও প্রতি ঝিল্লিরবে চমকে উঠ্‌তাম—ঘাতকের পদ-শব্দ অনুমান করে।

তার পর সিমলা-পাহাড়ে হত্যা করলে এক নিষ্ঠুর তাকে—যার বিশাল বুকে মুখ লুকিয়ে সংসারের কোনো বিভীষিকার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারতাম না।

কিন্তু তার মৃত্যুর শোক অপেক্ষা শোক পেলাম তার ঘাতকের দেওয়া সমাচারে। সুন্দরমল প্রেমের সন্ধান পেয়েছিল কি না জানি না—সে জাগিয়েছিল প্রেম সুন্দরকে এক সরল তরুণীর প্রাণে—যে প্রেমের

বেদীতে আত্ম নিবেদন করেছিল। সুন্দরমল আমাকে নিয়ে পালিয়েছিল সেই অবলার বুক ভেঙ্গে—তাকে অবজ্ঞা করে অপমানিত করে।

তার নিজের মুখে যদি শুনতাম এ কাহিনী আর তার সঙ্গে পরিতাপের বাণী কি জানি হয়ত তাকে ক্ষমা কর্ত্তাম। কিন্তু তার আন্তরিক প্রেমের অভাব লক্ষিত হ'ল উভয় পক্ষের প্রতি। ভালবাসা চায় না লুকোচুরি। প্রিয়র প্রাণে প্রিয়ার প্রাণে এক হওয়ার নাম ভালবাসা। কিন্তু যে নিজের প্রাণের সন্ধান দিলে না অপরের কাছে—তার প্রেম আংশিক প্রেম—লাম্পট্য—মেরে কেটে সাহচর্য্য।

তাই বাকী জীবন সুন্দরমলের স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটাবার সঙ্কল্প পবিত্র করলে না আমাকে যে এতদিন সমাজের চক্ষে ছিল, এখন নিজের অনুভূতিতে হ'ল—পতিতা। বিচার করলাম—শেষে সিদ্ধান্ত করলাম—শূন্য প্রাণটা প্রাপ্য জাহ্নবীর।

এ দান কেন তিনি গ্রহণ করলেন না, আপনি জানেন। ভাবলাম—জন সেবা করব। ভারতের বিধবা আমাকে চিরদিন ব্যথিত করে। আপনাকে ভার দিয়েছিলাম তাদের সেবার। কি করলেন জানি না।

এর পর সত্য-সুন্দরের সন্ধান পেলাম। ইনি পাহাড়ী রাজা—ক্ষত্রিয় হঠাৎ তাঁর দর্শন পেলাম এই পার্ব্বত্য প্রদেশে। সব কথা তিনি শুনেছেন। তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন। আমি রাণী। আমার শ্বশুর কুলের ঘাতকরা যতদিন না আমাকে হত্যা করে—এর বিমল প্রেম বর্ষিত হবে এ ভাগ্যবতীর উপর।

আমার পুরাতন শ্বশুর কুলের অনেক অর্থ আছে আমার হাতে।

চৌদ্দ

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ছিলাম। দিগম্বর তার ত্রিশ বৎসরের অর্জ্জিত জ্ঞানের সারটুকু একখানা খাতা করে আমায় দেখাচ্ছিল। ম্যানেজারের অবৈধ লাভের আরও অনেক উপায় ছিল সেগুলো বোঝালে।

শঙ্কর তিন কুল মুক্ত। বাজারে রটে ছিল আমার রাজ-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কাজেই রাজাদের নামের সঙ্গে যত নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা জড়ানো ছিল এবং তজ্জনিত সার্ব্বজনীন ভক্তি—সেগুলো আমাকে ঘিরে মাত্র যে রক্ষা কবচ নির্ম্মাণ করলে তা নয়—তারা আমার একটা কল্পিত অতি পিশাচের রূপ সৃষ্টি করলে। পুরাতন গোমস্তারা দল বেঁধে এসে আমাকে তুষ্ট করতে লাগলো। আমি বল্লাম সবাইকে—আমার প্রিয় পাত্র হবার এক উপায় সাধুতা এবং মহারাজের প্রতি অবিশুদ্ধ ভক্তি। প্রত্যেকের সম্মুখে দেওয়ানজির প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম আর সকলকে জানিয়ে দিলাম যে যদিও তিনি অবসর নিচ্চেন সকল বিষয়ে তাঁর পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা আমার যাত্রা পথের পাথেয় হবে।

পত্তনী দারদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলাম যে অনাদায়ে যে সব তালুক বিক্রী হবে তার লোকসানের জন্য অন্য সম্পত্তি ক্রোক করব আর বে-নামী খরিদ একেবারে বন্ধ করব। তবে অজন্মা বা অনাদায়ের মহাল সম্বন্ধে মহারাজ—বিশেষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে—দেনা পাওনা বিচার করবেন।

একশো সতেরো

এসব ঝঞ্ঝাটের পর ছিল—ভিদ্—গাড়ার হাঙ্গামা। জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে আরম্ভ ক'রে সব কর্ম্মচারীদের আহ্বান করেছিলাম হাস-পাতাল তত্ত্বাবধারণের জন্য এক বোর্ড করেছিলাম যার সভাপতি জেলার সিভিল সার্জ্জন এবং পরিদর্শকদের মধ্যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি। এই সব অনুমতি গ্রহণ করতে, কলিকাতার হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে চা মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কর্ত্তে প্রভুত ধৈর্য্য অধ্যবসায় ও বিনয়ের প্রয়োজন।

আমার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। রাজা এদের বংশ-গত খেতাব। আমার রাজার জন্য স্যার উপাধি সংগ্রহ।

একদিন রাজা বল্লেন—এত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সব আহ্বান করছিস —শেষ রক্ষা করতে পারবি তো?

আমি বল্লাম—শেষ রক্ষার এক উপায় মনের সঙ্গে অতিথিদের আহ্বান করা অভ্যর্থনা করা। সে গুণ আপনার আর কুমারের আছে।

রাত্রে যখন কমিটি বসলো—কুমারের বৈঠকে বৌরাণী বল্লে—আজ বাবা শরশায্যার মহারাজের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তার নামের হাস-পাতাল যেন দরিদ্র-নারায়ণের প্রকৃত হিত করতে পারে।

শরশয্যার কথায় আমি বল্লাম—সিন্দুক খুলবে?

রাঁমা বল্লে—ভেঙ্গে?

আমি বল্লাম—না খুলে। সাঙ্কেতিক চাবির সাহায্যে।

তারা অবিশ্বাসের হাসি হাসলে।

আমি সম্মুখের চাবিগুলা পরীক্ষা করলাম। ছয়টা চাবি। ছয় থেকে ১১৭ করা অসম্ভব। পাশে তিনটে করে চাবি ছিল। মাথার

দিকের তিনটে চাবিতে কোন সংখ্যা ছিল না। কাজেই এক হ'তে কোথায়? বারোটা ভাগ ছিল প্রত্যেক চাবিতে সমান দাগ। কোথা থেকে আরম্ভ করব?

কুমার-দম্পতি সানন্দে হাসছিল আমার বিফলতাকে পরিহাস করে তাতে আমি যে বিরক্ত না হচ্ছিলাম সে কথা বলবার উপায় নাই।

রমা গুণ গুণ স্বরে গান গাইছিল—

কহিল পাষাণে ওগো প্রিয়তম আমি তো তোমার পর না।

আমি বল্লাম—আপনারও না! যার দরদ নাই সে কি আপনার?

কুমার বল্লে—শেষ ক'দিনের সাফল্যে তুমি নিজের সম্বন্ধে কতকগুলো অতি—উচ্চ ধারণা করেছ। কিন্তু যে চীনে মিস্ত্রী এই বাক্সটা তৈরি করেছিল তার বুদ্ধি দিগম্বরের বুদ্ধি অপেক্ষা প্রখর ছিল।

বিনা বাক্য-ব্যয় না করে আমি অপর দিকটা পরীক্ষা করলাম। প্রত্যেক চাবি আট ভাগে বিভক্ত এবং এক এক ভাগে ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ আট করে—ক ক জ—বাস্।

রমা যেন ক্ষীণ স্বরে অথচ আমাকে শুনিয়ে বল্লে—আহাঃ ভেবে ভেবে মাথায় টাক পড়ে যাবে।

কুমার ভণ্ডৈবচ স্বরে বল্লে—রমা মাইডিয়ার একটু গোলাপ জল দাও মাথায়।

রমা গোলাপ জলের কারফাটা তুল্লে।

আমি বিজয়ী বীর। গ্যালিলিওকে জেলে দিয়েছিল তারা যারা তার প্রকাণ্ড আবিষ্কার বোঝে নি। শ্রীচৈতন্যের বোকনোর কানা প্রভু যীশু

ক্রুশ প্রভৃতি স্মরণ ক'রে বল্লাম—যে শেষে হাসে তারই হাসি সুশোভন। যদি বাক্স খুলতে পারি তখন কতগুলা সাকার টাক দেবে বল?

—সাকার টাক—ওঃ টাকে আকার টাকা নগদ একশো—বল্লে রমা।

—আমার আমার একশো—বল্লে তার অনুগত স্বামী।

—আর না পারলে?

—নিশ্চয় দু'জনকে দু'শো টাকা দ'ব। তবে শোন।

রমা বল্লে—শুনছি আজ সাড়ে তিন বৎসর যতদিন এ বাড়ীতে এসেছি—ঝরণার স্রোতের মত। এখন দয়া ক'রে না খুলতে পেরে দু'শোটি নগদ টাকা দিয়ে যাও।

আমি বল্লাম—শুনতে হবে।

তখন তারা শুনলে।

—বরাহ—তৃতীয় অবতার—৩

—শর—পঞ্চ বাণ—৫

—চক্ষু—তিনে নেত্র—৩

—কত হ'ল?—

—৩৫৩—বল্লে রমা—বুঝেছি দাঁড়াও।

—না দাঁড়াব না। পক্ষ—দুয়ে পক্ষ—২

কর ক্ষয়। বাদ দাও—৩৫৩ থেকে বাদ দাও দুই! কত থাকে? কুমার বল্লে—৩৫১।

আমি বল্লাম—বেশ মাথা খুলছে। রায় পুরের সিনিয়র র‍্যাঙলার। ভুবনের দুঃখ—ভুবন—ত্রি ভুবন—৩ আর যদি দুঃখ ও নাও—তো ত্রিবিধ দুঃখ—৩ হর মানে হরণ কর—অর্থাৎ ভাগ দাও।

—কুমার বল্লে একটু গোলমাল হচ্চে আবার বল।

রমা বল্লে—না ঠিক হয়েছে—৩৫১কে তিন দিয়ে ভাগ দিলে হয় ১১৭।

তারপর জ চাবি ও সংখ্যাহীন চাবিতে কেন—১১৭ হয়না বলে বল্লাম—ক যদি হয় ১ তো জ হবে ৭—তা হ'লে ককজ বেশ কৃতান্ত—ক পূর্ব্বক

করিবে—ক পূর্ব্বক

জয়—জ পূর্ব্বক।

লাগে তাক।

কথা না শেষ হ'তে রমা ছুটে গিয়ে চাবিগুলাকে ঘুরিয়ে করলে ককজ।

কৃতান্ত জয়ের উপায়—সিন্ধুকের ডালা খুলে গেল।

আমরা মুগ্ধ নেত্রে দেখলাম। বিশেষ কিছু না। উপরের শরগুলা নীচে অবধি বিস্তৃত যারা সিন্ধুক জুড়ে ওপর নীচ অনেকগুলা রূপার কাঠি।

কুমার বল্লে—ফোকা এর জন্য এত দিনের জল্পনা আর আজ নগদ একশ' টাকা লোকসান।

রমা বল্লে—উহুঁ। প্রত্যেক বানটা এক একটা বাক্সর ওপর বসান।

সত্যই তো বাক্সগুলা লম্বা চওড়া দুই ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পুরু। সেই পুরু জায়গায় এক একটা পিন্ লাগানো। রমা একটার পিন্ ধরে টান্‌লে। সে টানা বেরিয়ে এলো।

তার ভেতরে একখানা কাগজ ছিল।

কুতূহল তিনজনের সমান। কাগজখানা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল—দামু ঘোষকে অনেক যত্ন করেছি। তবু তার বিশ্বাস আমি অত্যাচারী—এ এক শর আমার বুকে।

আর একটা শর—এক দারোগার বে-ইমানী। সে ঘুষ খেয়েও রাজ-বাড়ীর চাকরকে চালান দিয়েছিল।

—একজন উকীলের বিশ্বাস ঘাতকতা হ'য়েছিল—শর শয্যার এক শর।

কেহ বাদ যায় নাই। ডাক্তারের হাতে রেখে চিকিৎসা—মাষ্টারদের ফাঁকি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবলাম এই শরশয্যার কাগজগুলা যদি কোনো জজ এবং জুরীর সামনে ধরা যেতো তা হ'লে একশোটা ব্রহ্মহত্যা করলেও পাগল ব'লে রাজা উদয় দেব খালাস পেতো।

আমরা তিনজনে যেটা ইচ্ছা কাগজ পড়ছিলাম। কুমার এক একটা লোককে চেনে। সে বলছিল—ও বাবা!

—দামু ঘোষের ছেলে বোধ হয় কানু ঘোষ—বল্লে কুমার।

—আরে না—দামু ঘোষের বেটা শিশুপাল।

ইত্যবসারে রমা মাঝ খানের খুঁটি সরের পাদ-পীঠ থেকে একখানা কাগজ বার করেছিল। তার হাত কাঁপছিল।

কি ব্যাপার!

—আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। দেখ কি?

আমি পড়লাম।

প্রধান শর ব্রহ্ম-শাপ

ব্রাহ্মণ শিশুরে করি বধ
ব্রহ্মশাপ হইল আপদ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র তার জ্যেষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ সুত
অপঘাত মৃত্যু বাণে মরিবেক দ্রুত।
পায়ে ধরি ব্রাহ্মণীরে সাধিলাম কত
অশ্রুজলে ধুইনু চরণ অবিরত
নিজগুণে জননী করিলেন ক্ষমা
কহিলেন তোর গৃহে আসিবেন রমা
মধ্যমের মধ্যম না জেনে এই বর
বধ যদি করিতে চায় এক জোড়া নর
বাধা পেয়ে নাহি যদি করে সেই পাপ
সেদিন কাটিবে ধ্রুব এই ব্রহ্মশাপ।
চরণ সেবিয়া মায়ে করিনু প্রণতি
চিরদিন রহে যেন মাতৃ-পদে মতি।

বোধগম্য হ'ল অর্থ। কিন্তু এতবড় সুখবর বিশ্বাস করতে মন—আরো শ্রেষ্ঠ প্রমাণ চাইছিল।

রমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিলো। চোখ তার বেরিয়ে আসছিল—তাদের আধার থেকে।

কুমার একবার আমার মুখের দিকে একবার রমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি বল্লাম—তোমরা ঘাবড়েও না। মাথা খারাপ কর না। শোন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র—তার জ্যেষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ—

উদয়দেবের যুবরাজ—তিনি দ্রুত অপঘাতে মারা গেছেন ?

তারা সমস্বরে বল্‌লে—ঠিক্। সর্পাঘাত।

—তার জ্যেষ্ঠ পুত্র—যুবরাজ—তিনি।

—বাঘের মুখে।

—বেশ।

—তার জ্যেষ্ঠ ?

হ্যা যুবরাণীর শিশু—দম্ আট্‌কে আঁতুড় ঘরে।

কুমার বল্লে—ঐটাইতো ব্রহ্মশাপ। অভিসম্পাত। সেতো জান াছে।

হ্যা জানা আছে—কাট্‌বে কিসে ?—বল্লে রমা। এবার তার চোখে ল এলো।

আমি বল্লাম—কেঁদোনা। সব আছে। এটা ঠিক যে এ অবধি হ্মশাপ তোমাদের পাশ কাটিয়ে গেছে।

সমকণ্ঠে তারা বল্লে—বোধ হয়।

—বোধ হয় কেন ? নিশ্চয়।

—বেশ।

—আচ্ছা এবার কাটান্ মন্তর।

গৃহে আসিবেক রমা।

রমা এবার কাঁদলে—

—কি আশ্চর্য্য। কতদিন আগে লেখা।

—বেশ। [illegible]

আমি পকেট থেকে গুলি বার করে তাদের দেখালাম।

তা হ'লে বাধা পেয়ে সে পাপ করতে পাও নি—

—না।

—বাধা পেয়ে যদি নাহি করে সেই পাপ।

সে দিন কাটিবে ধ্রুব এই ব্রহ্মশাপ।

—এক দুই তিন কেটে গেছে—লে আও বাজির এক একশো টাকা।

রমার মুখ বহে পড়ছিল চোখের জল। তার পাউডার ধুয়ে বে বসুধারার মত পবিত্র রেখা তৈরী হ'য়েছিল তার মুখে।

সে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বল্লে—বাবাকে ডাকি—বাবাকে—

—সব শুনেছি।

রাজা! দরজার আড়ালে ছিল নিশ্চয়।

—বাবাগো কেটেছে—কেটেছে—বাবাগো—বলে রমা তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

বাবাগো—বল্লে কুমার। সে পড়লো অপর পায়ে।

কাজ কি এদের ঘরোয়া ব্যাপারে থাকবার। আমি বাহিরে গেলাম।

আধ ঘণ্টা বাদে কুমার এসে বল্লে—পালিয়েছ কখন? বাবা ডাকছেন।

—ওঃ তাই নাকি?

আরে ছিঃ। এতটা ভাল না। রাজার এক কোলে বুড়ো মেয়ে রমা আর এক কোলে তিলোত্তমা। সে ইত্যবসরে উঠে বসেছে।

আমাকে দেখে রমা নামলো। তিলু অমন সুখের আসন ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখালে না।

রাজা বল্লে—কোথা গিয়েছিলি বাবা ! কপিও আমার যেমন ছেলে
-তুইও তেমনি।

তিলু—আমার ছাত্রী তিলোত্তমা বল্লে—আর রমাও যেমন বৌ-রাণী
রণাও তেমনি বৌ-রাণী।

—চুপ।

রাজা বল্লে—বাবা তোর ইচ্ছে—আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগাস্
সপাতালে।

আমি বল্লাম—যদি মহারাজ ইচ্ছা করেন। তা হলে একশো
তেরোটা রোগী থাকতে পাবে—ক ক জ।

সমাপ্ত